ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন

মুযাফফর বিন মুহসিন

Contents

ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন

মুযাফফর বিন মুহসিন

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন

মুযাফফর বিন মুহসিন

প্রকাশক

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৩৮-৩৪৬৬৯০, ০১৭৩৮-৬৭৩৯২৭
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪

প্রথম প্রকাশ

যিলহজ্জ ১৪৩৪ হিজরী
মার্চ ২০১৪ খৃঃ
অগ্রহায়ণ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

কম্পোজ ও প্রুফ

হাসিবুল ইসলাম ও আব্দুর রাকীব
যুবসংঘ কম্পিউটার্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

১৩০.০০ (একশত ত্রিশ) টাকা মাত্র।

VRANTIR BERAJALE IQAMATE DEEN BY **Muzaffar Bin Mohsin.** Dawra-e-Hadeeth, Kamil, B.A (Honours), M.A University of Rajshahi. Ph.D. Fellow, University of Rajshahi. Speaker, Peace TV Bangla. Mobaile : 01715-249694.

Price: Tk. 130.00 only.

Contents

সূচীপত্র

--০--

বাণী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

আমার স্নেহের সহকর্মী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক তরুণ প্রতিভা মুযাফফর বিন মুহসিন কর্তৃক লিখিত 'ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান' প্রবন্ধটি ইতিমধ্যে ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা **'মাসিক আত-তাহরীকে'** প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গবেষণা কর্মটি **'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন'** শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দবোধ করছি।

'আত-তাহরীকে' প্রকাশের সময়ই আশা করেছিলাম, প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত, যাতে করে হক্বপন্থী মুসলিম ভাইয়েরা বিশেষ করে আহলেহাদীছরা ইক্বামতে দ্বীন, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পদ্ধতি ও সাম্প্রতিক সময়ে গজে উঠা কিছু চরমপন্থী সংগঠন ও তাদের আক্বীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, একই সালে 'মিছবাহ ফাউণ্ডেশন ও দৈনিক আমার দেশ' আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় লেখাটি ছয় শতাধিক প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। অতঃপর ১৫ ডিসেম্বর ২০০৫, ঢাকা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পাঁচশতাধিক আলেম ও মনীষীদের উপস্থিতিতে লেখককে ক্রেস্টসহ ২০,০০০/- টাকা সম্মাননা প্রদান করা হয়।

দলীল ভিত্তিক লেখাটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আশা করি বইটি লেখক, কলামিস্ট, সাংবাদিক ও হক্ব পিপাসু গবেষকদেরও উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি। হে আল্লাহ! লেখককে জাযায়ে খায়ের দান করুন- আমীন!!

২০/১২/০৫

(মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম)

সভাপতি

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ও

প্রভাষক

আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ

মোহনপুর, রাজশাহী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ.

ভূমিকা :

'ইক্বামতে দ্বীন' আল্লাহ্র একটি বিশেষ নির্দেশ। ইসলামের যাবতীয় আহ্কাম মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করাই এর মৌলিক লক্ষ্য। কিন্তু বর্তমানে 'ইক্বামতে দ্বীন' বিভ্রান্তির ফাঁদে শৃঙ্খলিত। কারণ এখন দ্বীন প্রতিষ্ঠার নামে নিত্যনতুন দর্শনের জন্ম হয়েছে। আর সে কারণেই ইসলামের নামে অসংখ্য ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটেছে। এর মধ্যে অধিকাংশ ফের্কাই চরমপন্থা অবলম্বন করেছে। আর অন্যগুলো অবলম্বন করেছে শৈথিল্যবাদী পন্থা। প্রকৃত ইক্বামতে দ্বীন মুসলিম সমাজে প্রায় অনুপস্থিত। বরং গোঁড়ামী ও চরমপন্থা বিশ্বব্যাপী ইসলামকেই বিতর্কিত করেছে। অথচ ইসলামে যেমন শৈথিল্যবাদের ঠাঁই নেই, তেমনি চরমপন্থারও আশ্রয় নেই।

'ইক্বামতে দ্বীন' সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা না থাকার কারণেই ইসলামের এমন পরিণতি ঘটেছে। অথচ এটা অত্যন্ত সহজসাধ্য বিষয়। কারণ এটা নতুন কোন বিষয় নয়। এটি পৃথিবীর সকল নবী-রাসূলের পালনীয় একটি বিশেষ নির্দেশ।

ইসলাম নিরন্তর শান্তির চিরন্তন আধার। নির্যাতিত, অত্যাচারিত, বাস্তুহারা মানুষ সর্বদা এখানেই আশ্রয় পেয়েছে। অজ্ঞতা-বর্বরতা, অন্যায়-অসত্যের আগ্রাসনে ধরাপৃষ্ঠ যখন নিষ্পেষিত, তখন ইসলামই তার স্বচ্ছ সলিলে ধরণীকে বিধৌত করেছিল, চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল যাবতীয় অসত্যের ভিতকে। পৃথিবী সজ্জিত হয়েছিল পরম শান্তির উদ্যানে। কিন্ত এই আবহমান ধারা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর ইসলামের নামে অসংখ্য ভ্রান্ত দল ও পথের আবির্ভাব ঘটে। মিথ্যা ও উদ্ভট দর্শনের ফলে মুসলিম ঐক্য ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। ইসলামের প্রকৃত ঐতিহ্য ও সম্মান নষ্ট হয়ে যায়। ঘটে যায় মহা বিপর্যয়।

উক্ত মতবাদগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম উৎপত্তি হয় চরমপন্থী খারেজী মতবাদের। রাজনীতিকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর সর্বত্রই এই নব্য দর্শন ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া

আরো অসংখ্য ভ্রান্ত দর্শনের জন্ম হয়। যে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের জন্য একটি সোজা রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহ্র পথ। অতঃপর তিনি ঐ রেখার ডানে এবং বামে বেশ কিছু রেখা টানলেন। তারপর বললেন, এগুলোও পথ। তবে এই পথগুলোর প্রত্যেকটিতেই (মানবরূপী) শয়তান রয়েছে; সে মানুষকে তার দিকে ডাকছে। অতঃপর তিনি সোজা রেখাটির উপর ডান হাত রেখে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه.

'নিশ্চয়ই এই সোজ-সরল পথটিই আমার পথ। তোমরা কেবল এই পথেরই অনুসরণ করবে; অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। নইলে তা তোমাদেরকে এই পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে'।[১] অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই বানী ইসরাঈলরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। একটি দল ব্যতীত সবই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, সেটি কোন্ দল? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِىْ 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকের দিনে যার উপর আছি, তার উপরে যে দলটি থাকবে'।[২] অন্য হাদীছে এসেছে, আমার উম্মতের মধ্যে অচিরেই অসংখ্য ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটবে। তারা নিত্যনতুন অনেক বিদ'আতী আমল সৃষ্টি করবে।[৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, অনেক দল আমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে এবং আমার আদর্শ ছেড়ে অন্যের আদর্শ গ্রহণ করবে।[৪]

---

১. সূরা আন'আম ১৫৩; আহমাদ হা/৪১৪২; দারেমী হা/২০৮; নাসাঈ, আল-কুবরা হা/১১১৭৪, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৯, ১/১২৩ পৃঃ, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।
২. তিরমিযী হা/২১২৯, ২/৯২-৯৩ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮, ২/৯২ পৃঃ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৪৪৪, ১/২১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/১৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১/১২৬ পৃঃ, হা/১৬৩।
৩. আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭, ২/৬৩১ পৃঃ।
৪. ছহীহ বুখারী হা/৭০৮৪, ২/১০৪৯ পৃঃ, 'ফেৎনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১; মিশকাত হা/৫৩৮২।

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে প্রচলিত বিদ‘আতী দলগুলো সৃষ্টি হয়েছে। তারা জান্নাতী পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের তৈরি থিওরি ও মাযহাবের উপর পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম জন্ম নেয় রক্তপিপাসু খারেজী ফের্কা। কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের এবং হত্যাযজ্ঞ অপরাধী এই বিশ্বাস নিয়ে মানুষ হত্যা করে কথিত দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে তারাই ইসলামের মধ্যে প্রথম বিভ্রান্তির বীজ বপন করে। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র চিরন্তন শত্রু তারাই। ইসলামে এদের কোন স্থান নেই। ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) বলেন,

وَقَدْ تُسَمَّ بِاسْمِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْمَعَ جَمِيْعِ فِرَقِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمًا مِثْلُ طَوَائِفَ مِنَ الْخَوَارِجِ.

‘ইসলামী দলসমূহের মধ্যে অনেক ফের্কারই ইসলামের নামে নামকরণ করা হয়েছে। মূলতঃ সেগুলো ইসলামী দল নয়। যেমন খারেজী জোট’।[৫] অন্যত্র তিনি বিভিন্ন ফের্কার বর্ণনা দেয়ার পর বলেন, مُجْمِعُوْنَ عَلَى أَنَّهُمْ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخِذْلَانِ ‘ঐ দলগুলো সবই ইসলাম বহির্ভূত। আমরা তাদের প্রতারণা হতে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ ভিক্ষা করছি’।[৬]

অনুরূপ শী‘আ, মুরজিয়া, ক্বাদারিয়া, রাফেযী, মু‘তাযিলা, জাহমিয়া, ছূফীবাদ, পীরতন্ত্র, তরীক্বাতন্ত্র, দেওবন্দী, ব্রেলভী, মাযহাব, মতবাদ প্রভৃতি শৈথিল্যবাদী দলেরও আবির্ভাব ঘটেছে। এগুলোর অসংখ্য শাখা-প্রশাখাও রয়েছে। উক্ত বিদ‘আতী দলগুলো ইসলামের লেবাস পরে ইক্বামতে দ্বীনের নামে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ধোঁকা দিচ্ছে। জাহেলিয়াতের মধ্য সাগরে নিজেরা অবস্থান করে অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এটাই তাদের নিরেট শঠতা। অন্যদিকে রাজনীতি ও বৈষয়িকতার নামে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে।

---

৫. আলী ইবনু হাযাম আন্দালুসী, আল-ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খৃঃ), ১/৩৭১ পৃঃ।
৬. আল-ফিছাল ১/৩৭২ পৃঃ।

Contents

উক্ত বাতিল ফের্কা ও মতবাদের বিপরীতে ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আহলেহাদীছগণ যুগে যুগে মানুষকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের দিকে আহ্বান করে আসছেন। তাদের মূল হাতিয়ার পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। মানুষের আক্বীদা ও আমল সংস্কারই তাদের মূল উদ্দেশ্য। যুগ যুগ ধরে তারাই শরী'আতের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। শিরক-বিদ'আত ও নব্য জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সর্বদা তারাই সংগ্রাম করে আসছেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছেন।

দুর্ভাগ্য হল, ২০০৪ সালের শেষের দিকে আহলেহাদীছদের উপর উক্ত চরমপন্থী খারেজী ফের্কা বলে অভিযোগ আরোপ করার সূক্ষ্ম চক্রান্ত চলে। তাদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান হয়। অবশেষে ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারীর দিবাগত রাত্রে গ্রেফতারের মাধ্যমে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র সফল হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপরে চাপানো হয় ১০টি মামলা। দেশের সর্বত্রই আহলেহাদীছদের উপর এভাবে লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হয়। অথচ উক্ত চরমপন্থী ফের্কার সাথে আহলেহাদীছদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। বিশেষ করে **'আহলেহাদীছ আন্দোল বাংলাদেশ'**-এর আমীর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং তার সংগঠনকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা আসলেই হাস্যকর। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করেছেন এবং বক্তব্য পেশ করেছেন। তাই বিগত চার দলীয় জোট সরকার তাকে গ্রেফতার করে মূর্খতার পরিচয় দেয়।

অতএব ইসলামের নামে প্রচলিত ফের্কাবন্দী সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। সত্য-মিথ্যা, হক্ব-বাতিল, ইসলাম বনাম ফের্কাবন্দী সম্পর্কে সাধারণ ধারণা না থাকলে যে কোন মানুষ বিভ্রান্তিতে পতিত হবে। তাই উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে মাসিক আত-তাহরীকে ২০০৫-এর এপ্রিল থেকে আগষ্ট পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

অসংখ্য জাহেলী মতবাদের নগ্ন আগ্রাসনে মুসলিম উম্মাহ আজ বিপর্যস্ত। অপসংস্কৃতির হিংস্র ছোবলে দিকভ্রান্ত। মুসলিম প্রধান স্বাধীন বাংলাদেশ তারই কুপ্রভাবে ক্ষত-বিক্ষত। জাতির চরম ক্রান্তিলগ্নে এই নিবন্ধ পেশ করলাম। আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে যারা জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করার চেষ্টা করেছে ইনশাআল্লাহ তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে

যাবে। সেই সাথে যাদের ভুল ধারণা রয়েছে তারাও সচেতন হতে পারবে। মূলতঃ জঙ্গীবাদ সহ অন্যান্য ভ্রান্ত ফের্কা সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হিসাবে যখন দায়িত্ব পালন করছিলাম, তখন গ্রেফতারের এই নির্লজ্জ ঘটনা ঘটে। আর তখনই উক্ত মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলাম। তাই ২০০৬ সালে লেখাটি আমার প্রিয় সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর জন্য ছাদাক্বা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এদিকে লেখাটি প্রকাশের জন্য সুইজারল্যান্ড প্রবাসী কয়েকজন দ্বীনী ভাই সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। ফলে অনেক দেরিতে হলেও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে লেখাটি বই আকারে প্রকাশিত হল। এ জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি 'আল-হামদুলিল্লাহ'। যারা বইটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন- আমীন! দু'আ করছি- হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই সামান্য খিদমত কবুল করুন! ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে 'ইক্বামতে দ্বীনের' সঠিক বুঝ দান করুন! সকলের কাছে বইটি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন এবং নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী একক যুব সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-কে যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও বিপদ থেকে হেফাযত করুন-আমীন!!

৩১/০৩/২০১৪
মুযাফফর বিন মুহসিন
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

'আমার উম্মতের মধ্যে চিরদিন একটি দল হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই ক্বিয়ামত চলে আসবে কিন্তু তারা ঐভাবেই থাকবে'। -ছহীহ মুসলিম হা/৫০৫৯, ২/১৪৩ পৃঃ, 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৩।

প্রথম অধ্যায়

ভ্রান্ত ফের্কাসমূহ এবং সেগুলোর দ্বীন কায়েমের স্বরূপ

ইসলামের নামে কালে কালে যত ভ্রান্ত ফের্কা জন্ম নিয়েছে, প্রত্যেকটিরই নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। ইসলামকে পূজি করে উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছে এবং করছে। তাই জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রত্যেকটি ফের্কা ইসলামের কোন একটি দিককে গ্রহণ করেছে এবং সেটাকেই বেশী পরিশীলন করেছে। তার সাথে আরো যোগ করেছে নিজেদের মতামত ও চিন্তা-দর্শন। এভাবে দ্বীন কায়েমের নামে মানুষ অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়েছে। ফলে তাদের কারো কাছেই ইসলামের আসল রূপ নেই। নিম্নে কতিপয় প্রচলিত ফের্কার বিবরণ পেশ করা হল :

(১) খারেজী মতবাদ

খারেজী মতবাদ একটি প্রাচীন মতবাদ। ফের্কাবন্দীর ইতিহাসে প্রধান ভ্রান্ত ফের্কা হল খারেজী। নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই এর উদ্ভব। রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদের মূল টার্গেট ছিল যেকোন পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করা। রাসূল (ছাঃ)-এর তিরোধানের পূর্বমুহূর্তে উক্ত মতবাদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর ওমর এবং ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার মাধ্যমে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়। সর্বশেষে চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-কে হত্যা করার মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ভবিষ্যদ্বাণী ও খারেজীদের উত্থান :

চরমপন্থী খারেজীরা যে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র চিরন্তন শত্রু সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছেন। একাধিকবার হুঁশিয়ার উচ্চারণ করার কারণে এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে পৌঁছেছে।[৭]

(ক) আবুযার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ مِنْ أُمَّتِىْ قَوْمٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ لَايُجَاوِزُ حَلَاقِيْمَهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَايَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلْقِيَّةِ.

---

৭. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৭/৩০১ পৃঃ।

'অচিরেই আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে, যারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে অনুরূপ তীব্র গতিতে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। অতঃপর তারা আর ইসলামে ফিরে আসবে না। তারাই সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট।'[৮]

(খ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ... يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

'তোমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বের হবে। তোমরা তাদের ছালাতের তুলনায় তোমাদের ছালাতকে অতি তুচ্ছ মনে করবে, তাদের ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের ছিয়ামকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমন তীব্র গতিতে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ... তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি যদি তাদেরকে পাই, তাহলে অবশ্যই 'আদ সম্প্রদায়ের ন্যায় হত্যা করব'।[৯]

(গ) আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

يَأْتِيْ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَايُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

৮. ছহীহ মুসলিম হা/২৪৬৬, ১/৩৪৩ পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়, 'খারেজী চরমপন্থীরা সর্বনিকৃষ্ট' অনুচ্ছেদ।

৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ ছহীহ বুখারী হা/৫০৫৮, ২/৭৫৬ পৃঃ, 'পবিত্র কুরআনের ফযীলত' অধ্যায় ও হা/৩৩৪৪ 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/২৪৫৩ ও ২৪৪৮, ১/৩৪০-৪১, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৮৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১১ খণ্ড, পৃঃ ৩২-৩৩, হা/৫৬৪২ 'ফাযায়েল' অধ্যায়, 'মু'জিযার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

'শেষ যামানায় একদল অল্প বয়সী নির্বোধ তরুণদের আবির্ভাব হবে, যারা পৃথিবীতে সর্বোত্তম কথা বলবে। তারা ইসলাম থেকে অনুরূপ দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। কারণ যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট অশেষ নেকী রয়েছে'।[১০]

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন তাঁর যুগের শেষ দিকে শুরু হয়। পৃথিবীতে শান্তি-শৃংখলার প্লাবণ যখন প্রবহমান, মানবতা যখন স্বর্গসুখের বাহনে আসীন, তখনই সর্বগ্রাসী মতবাদের হিংস্রতা প্রকাশ পায়। ইয়ামান থেকে আলী (রাঃ) কর্তৃক প্রেরিত গণীমতের মাল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বন্টন করছিলেন, তখন চরমপন্থীদের তৎকালীন নেতা বনু তামীম গোত্রের যুল-খুওয়াইছির বন্টনে সন্দেহ প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বলেছিল, يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللهَ فَقَالَ مَنْ يُطِيْعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ 'হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় কর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বলেন, 'আমিই যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করি, তবে কে তাঁর অনুরসণ করবে?'।[১১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে বলেছিল, اعْدِلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি ইনছাফ করুন'।[১২] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন,

أَيُّكُمْ يَقُوْمُ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ فَذَهَبَ أَبُوْ بَكْرٍ فَوَجَدَهُ يُصَلِّيْ قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ يَقُوْمُ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ أَنَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُصَلِّيْ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ فَذَهَبَ فَوَجَدَهُ قَدِ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْأَوَّلُ قَرْنٌ يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِيْ لَوْ قَتَلَهُ مَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ مِنْ

১০. ছহীহ ছহীহ বুখারী হা/৩৬১১, ১/৫১০ পৃঃ ও হা/৬৯৩০, ২/১০২৪ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/২৪৫৯, ১/৩৪২ পৃঃ।
১১. বুখারী হা/৭৪৩২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান, ১৯৮৮ খৃঃ/১৪০৮ হিঃ), ৭/৩১০ পৃঃ।
১২. ছহীহ মুসলিম হা/২৪৫৩, ৭/১৬৫ পৃঃ 'যাকাত'।

أُمَّتِى ثُمَّ قَالَ إِنَّ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِى سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ.

'তোমাদের মধ্যে কে যাবে এবং তাকে হত্যা করবে? আবুবকর (রাঃ) গেলেন এবং তাকে ছালাত পড়া অবস্থায় পেলেন। তিনি হত্যা করতে ভয় পেয়ে ফিরে আসলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে যাবে এবং তাকে হত্যা করবে? ওমর (রাঃ) বললেন, আমি যাব। তিনি গিয়ে তাকে ছালাত অবস্থায় পেলেন। তাই আবুবকর যা করেছিলেন তিনিও তাই করলেন এবং ফিরে আসলেন। আলী (রাঃ) বললেন, আমি হত্যা করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি! তাকে তুমি পেলে তো? তিনি গিয়ে দেখলেন, সে চলে গেছে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের এই হল প্রথম শত্রু। যদি তাকে হত্যা করা হত তবে কেউ মতভেদ করতে পারত না। তারপর তিনি বললেন, বানী ইসরাঈলরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। সবগুলোই জাহান্নামে যাবে একটি ব্যতীত। সেটা হল একটি ঐক্যবদ্ধ দল।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর খারেজীরা আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। কারণ ইসলাম বিরোধী যাবতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) ছিলেন খড়গহস্ত। অনুরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুদ্রকঠোর আপোসহীন খলীফা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেও চরমপন্থীরা মাথা চাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু আবু লু'লু নামক জনৈক অগ্নিপূজক বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে গোপনে মদীনায় প্রবেশ করে। ২৩ হিজরীর ২৬ যিলহজ্জ তারিখে ওমর (রাঃ) যখন ইমাম হয়ে ফজরের ছালাত আদায় করছিলেন, তখন সে ছদ্মবেশে প্রথম কাতারে অবস্থান করে। অতঃপর সুযোগ বুঝে আবু লু'লু তীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা তিন বা ছয়বার তাঁর কোমরে আঘাত করে। তিনদিন পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ফলে চরমপন্থী তৎপরতার পুনরুত্থান ঘটে। উল্লেখ্য, ঐ দিন সে আরো ১৩ জনকে আঘাত করে। তন্মধ্যে ৯ জন ছাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। ঐ ঘাতক পালিয়ে যেতে না পেরে নিজের অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে।[১৪]

---

১৩. যিয়া আল-মাক্বদেসী, আল-আহাদীছুল মুখতারাহ হা/২৪৯৯, সনদ ছহীহ। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ সাইয়েদ কেলানী (বৈরুত : দারুল মা'রেফাহ, তাবি), ১/১১৬ পৃঃ টীকা-১।

১৪. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ) (দামেস্ক : মাকতাবাতু দারিল ফীহা, ১৯৯... খৃঃ/১৪১৪ হিঃ), পৃঃ ৬২২; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া, ৭/১৪১-৪২ পৃঃ; আত-তারীখুল ইসলামী, পৃঃ ১৯২-৯৩।

উক্ত মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় মুসলিম শক্তিকে দুর্বল মনে করে চরমপন্থীরা আবার সংগঠিত হতে থাকে। অতঃপর তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর নম্রতা ও সরলতার সুযোগে পরোক্ষভাবে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটায়। আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামক জনৈক ইহুদী মুখে ইসলামের কথা বলে গুপ্তচর হিসাবে মুসলিম সমাজে স্থান করে নেয়। সে ওছমান (রাঃ)-এর প্রতি কতিপয় জাজ্বল্য মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে চরমপন্থী গ্রুপকে প্ররোচিত করে। যেমন- (ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেমন নবীদের ধারাবাহিকতার সমাপ্তকারী, তেমনি আলী (রাঃ)ও সর্বশেষ অছি। সুতরাং ওছমানের চেয়ে আলী (রাঃ) খলীফা হওয়ার বেশী হক্বদার (খ) পবিত্র কুরআনের পরিত্যক্ত ছহীফা সমূহ পুড়িয়ে দেয়া (গ) মর্যাদাশীল জ্ঞানী ছাহাবীগণকে বাদ দিয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে রাষ্ট্রের উচ্চপদে চাকরী দেওয়া (ঘ) স্বজনপ্রীতি করে নিকটাত্মীয়দেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অধিক সম্পদ প্রদান করা প্রভৃতি।[১৫]

উক্ত মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আব্দুল্লাহ বিন সাবা ইহুদী দীর্ঘদিন প্রচারণা চালিয়ে মিসর, কূফা, বছরার সাধারণ মুসলিমদেরকে ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। ফলে ওছমান (রাঃ) জনসম্মুখে সকল অভিযোগ খণ্ডন করেন। অভিযোগগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হলে প্রকৃত মুসলিমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে যায়। আর ইহুদী ক্রীড়নকরা মদীনায় থেকে যায়।[১৬]

আব্দুল্লাহ বিন সাবা ওছমান (রাঃ)-কে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অপরাসণ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। অবশেষে সে মদীনার অস্বস্তিকর পরিবেশ দেখে খলীফাকে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উপরিউক্ত অঞ্চল সমূহ থেকে বিদ্রোহীদেরকে মদীনায় আনার জন্য পত্র প্রেরণ করে এবং ওছমান (রাঃ) কে হত্যা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলে ঘোষণা করে। ফলে ৩৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে বিদ্রোহীরা মদীনা অভিমুখে রওনা হয়। শুধু মিসর থেকেই প্রায় ৬০০ থেকে ১০০০ জন আসে। মদীনার মুসলিমগণ যেন তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে না পারে, সে জন্য মদীনা যিয়ারতের কথা বলে নববীতে প্রবেশ করে। তবে তারা আলী (রাঃ) কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেও পরে অনুমতি প্রার্থনা করে মদীনায় প্রবেশ করে।[১৭]

---

১৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/১৭৪ ও১৭৮ পৃঃ; মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬২৬।

১৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/১৭৮-৭৯ পৃঃ।

১৭. ঐ, ৭/১৮০-৮১ পৃঃ।

তারা মদীনায় ঢুকে ওছমান (রাঃ)-এর বাড়ী অবরোধ করে। প্রথমে তারা তাঁকে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের সুযোগ দেয় এবং তারাও তাঁর পিছনে ছালাত আদায় করতে থাকে। জীবনের শেষ জুম'আয় খুৎবা দেওয়ার সময় তারা ওছমান (রাঃ)-কে নির্মমভাবে আহত করে। অতঃপর তাঁর যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করে দেয়, মসজিদে ছালাত আদায় করতে বাধা দেয়। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাঁরই ক্রয় করে দেয়া 'রুমা' কূপ থেকে তাকে পানি পান করতে বাধা দেয়া হয়। এভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বা সাতচল্লিশ দিন অবরোধ করে রেখে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খারেজীরা তাকে হত্যা করে।

কী নির্মম পরিহাস! তারা ঘরের দরজা খুলতে না পেরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, কেউ জানালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে। ওছমান (রাঃ) তখন ছিয়াম অবস্থায় ছিলেন এবং পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারাহ ১৩৭ নং আয়াত পাঠ করছিলেন।[১৮] 'গাফেক্বী বিন হারব' নামক ঘাতক তাঁর মুখমণ্ডলে ও মাথার অগ্রভাগে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। রক্তের ফিনকি নিম্নোক্ত আয়াতের উপর গিয়ে পড়ে। فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'তোমার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ১৩৭)*। ওছমান (রাঃ)-এর রক্তে সেদিন পবিত্র কুরআন রঞ্জিত হয়। এই অবস্থা দেখে ঐ রক্ত পিপাসু পা দিয়ে আঘাত করে কুরআনকে ফেলে দেয়। তাঁর স্ত্রী নায়েলা বিনতে ক্বারাফাছাহ বাধা দিতে আসলে সাওদান বিন হামরান নামক হিংস্র পশু তার আঙ্গুলগুলো কেটে নেয় এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে নির্মমভাবে আহত করে।[১৯]

হাফেয ইবনু আসাকির বর্ণনা করেন, ওছমান (রাঃ) মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আমর ইবনুল হামক নামক ধূর্ত লাফিয়ে তাঁর বুকের উপর চেপে বসে এবং ছয়বার অস্ত্রবিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করে। ওছমান (রাঃ)-এর মাথাটা কুরআনের পার্শ্বে পড়ে থাকতে দেখে পা দ্বারা লাথি মেরে দূরে ফেলে দেয়। অতঃপর মহা উল্লাসে বলে উঠে, مَارَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَجْهَ كَافِرٍ أَحْسَنَ وَلَا

১৮. আবী নু'আইম আল-আছবাহানী, মা'রেফাতুছ ছাহাবা, তাহক্বীক্ব : ডঃ মুহাম্মাদ রাবী ওছমান (রিয়াদ : মাকতাবাতুল হারামাইন, ১৯৯৮ খৃঃ/১৪০৮ হিঃ, ১/২৪৬-৪৭ পৃঃ)।

১৯. মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬২৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ ৭/১৯৭ পৃঃ।

مَضْجَعَ كَافِرٍ أَكْرَمَ 'আজকের দিনের ন্যায় কোন কাফেরের এত সুন্দর মুখমণ্ডল আমি দেখিনি এবং কোন কাফেরের অতি মর্যাদা সম্পন্ন এমন বাসস্থানও কোনদিন দেখিনি' (নাঊযুবিল্লাহ)। তারা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা তাঁর পরিবার-পরিজনকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রেখে বাড়ীর সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়। একটি পাত্র পর্যন্ত তারা রেখে যায়নি।[২০]

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অন্যতম ব্যক্তিত্ব ইসলামের তৃতীয় খলীফাকে ৮২ বছর বয়সে চরমপন্থী খারেজীরা এভাবে হত্যা করে। সেদিন ছিল ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ জুম'আর দিন। তারা তাঁকে পাথর মেরে মাথা গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল এবং ইহুদীদের গোরস্থানে দাফন করার মনস্থ করেছিল।[২১] এরা কি মানুষ? কখনোই না। তারা মানুষ নামের কলংক, নির্বোধ হায়েনা। এদেরকে মুসলিম বলার প্রশ্নই উঠে না। যদিও তারা মুসলিমদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, মসজিদে নববীতে তাঁর পিছনেই ছালাত আদায় করত। সর্বযুগে খারেজীদের চেহারা এরূপই। এভাবে স্বর্ণযুগেই খারেজী চরমপন্থীদের উত্থান ঘটে। এক্ষণে আমরা চরমপন্থীদের বিকাশকাল আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

খারেজীদের বিকাশ :

ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরোচিত ঘটনা হলেও খারেজীরা আড়ালেই থেকে যায়। অতঃপর আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আব্দুল্লাহ বিন সাবার ইহুদী জোট মুসলিমদের অভ্যন্তরে থেকেই তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তারই ফলশ্রুতিতে ৩৬ হিজরীতে আলী ও আয়েশা (রাঃ)-এর মাঝে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২২] অনুরূপ তাদেরই যোগসাজশে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে ৩৭ হিজরীর ছফর মাসের ১ম তারিখে বুধবার ছিফফিনের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। মূলতঃ এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই চরমপন্থীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

---

২০. ঐ, ৭/১৯৩-৯৪ পৃঃ ।
২১. মা'রেফাতুছ ছাহাবা ১/২৫০ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/১৯৯-২০০ পৃঃ।
২২. শায়খ মুহাম্মাদ আল-খাযারী বেক, ইতমামুল ওয়াফা ফী সীরাতিল খুলাফা (মিসর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াহ আল-জুবরা, তাবি), পৃঃ ১৭৯-৮১; মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬৩৪।

ছিফফিনের যুদ্ধ কিছুদিন চলার পর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ পরাজিত হওয়ার আশংকায় তরবারির মাথায় পবিত্র কুরআন উঁচু করে ধরে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানায়।[২৩] উক্ত আহ্বানে আলী (রাঃ) সাড়া দিলে এবং মীমাংসার জন্য তৃতীয় পক্ষ নির্ধারণের ঘোষণা দিলে আলী (রাঃ)-এর দল থেকে তারা বের হয়ে যায়। অর্থাৎ আলী (রাঃ)-এর পক্ষে আবু মূসা আশ'আরী এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে নির্ধারণ করার সম্মতি প্রকাশ করলে আলী (রাঃ)-এর দল থেকে ১২ বা ১৬ হাযার সৈন্য বের হয়ে 'হারুরাহ' নামক স্থানে চলে যায়। ইসলামের ইতিহাসে তারাই 'খারেজী' বা দলত্যাগী বলে পরিচিত। আর আক্বীদাগতভাবে উগ্র হওয়ায় তাদেরকে চরমপন্থী বলা হয়। তারা ৯টি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে যায়।[২৪] এছাড়া তারা আক্বীদগত মতপার্থক্যের কারণে বহু দলে বিভক্ত। আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তারা যে অভিযোগ দিয়েছিল সেগুলো হল, (ক) মীমাংসার জন্য তৃতীয় পক্ষ নির্ধারণ করে কুরআনের হুকুম লংঘন করেছেন *(ইউসুফ ৪০, ৬৭; আন'আম ৫৭)*। (খ) সন্ধির সময় আলী (রাঃ)-এর নামের পূর্বে 'আমীরুল মুমিনীন' লেখা হলে বিরোধী পক্ষের প্রতিবাদে মুছে ফেলা।[২৫] (গ) সন্ধির সময় আলী (রাঃ) বলেন, আমি যদি খলীফার যোগ্য হই, তবে তারা আমাকে খলীফা নির্বাচিত করবে'। আলী (রাঃ) উক্ত বক্তব্য দেওয়ায় তারা মনে করল, তিনি তাঁর খেলাফতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছেন।[২৬] মূলতঃ জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তারা পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্ত হয়েছিল। এ বিষয়ে অপব্যাখ্যা ও তার জবাব শিরোনামে উক্ত অভিযোগগুলো খণ্ডন করা হয়েছে।

উক্ত অভিযোগগুলোর ভিত্তিতে তারা তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল। যেমন বলেছিল, لَنَفْعَلَنَّ بِكَ مِثْلَ مَافَعَلْنَا بِعُثْمَانَ 'আমরা ওছমানের সঙ্গে যা করেছিলাম, তোমার সঙ্গে তা-ই করব'।[২৭] তাদের অন্যতম নেতা হুরকুছ বিন

---

২৩. আত-তারীখুল ইসলামী, পৃঃ ২৭৪-২৭৭; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/২৭২ ও ২৮৪-৮৫।

২৪. আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১/১১৫ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/২৮৯-২৯৩ পৃঃ।

২৫. ইতমামুল ওয়াফা ফী সীরাতিল খুলাফা, পৃঃ ১৮৭-৮৮; আল-বিদায়াহ ৭/২৯১।

২৬. ডঃ গালিব বিন আলী আওয়াজী, ফিরাকুন মু'আছিরাহ (জেদ্দাহ : আল-মাকতাবুল আছরিয়াহ আয-যাহারিয়াহ, ২০০১ খৃঃ/১৪২২ হিঃ), ১/২৩৫ পৃঃ।

২৭. আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১/১১৪ পৃঃ।

খুছাইর বলেছিল, হে আলী! وَاللهِ لاَنُرِيْدُ بِقِتَالِكَ إِلاَّ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْـآخِرَةَ 'আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যই আমরা তোমার সাথে যুদ্ধ করছি'। অতঃপর তিনি দূরদর্শী ছাহাবী সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে তাদের নিকটে পাঠান। তিনি বিভিন্ন প্রমাণাদি উল্লেখ করে বুঝাতে সক্ষম হলে প্রায় চার হাযার লোক ফিরে আসে। বাকীরা পূর্বের সিদ্ধান্তেই অটল থাকে।[২৮]

তারা আলী, মু'আবিয়া, আবু মূসা আশ'আরী, আমর ইবনুল 'আছ, ইবনু আব্বাসসহ উভয় পক্ষের সকল মুসলিমদেরকে উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কাফের ও হত্যাযোগ্য অপরাধী বলে ফৎওয়া দেয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এদের প্রধান নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনুল কুউওয়া। তারা জলীলুল ক্বদর ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব (রাঃ) তাদের ফিৎনা সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করলে তারা তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে তাকে হত্যা করে। তাঁর গর্ভবতী সহধর্মিণীকেও নির্মমভাবে যবেহ করে হত্যা করে এবং পেট বিদীর্ণ করে সন্তানকে বাইরে নিক্ষেপ করে! তাঁর অসহায় স্ত্রী 'আমি গর্ভবতী মহিলা, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না' বলে গগণবিদারী আর্তনাদ করে করজোড়ে আবেদন করলেও ঘাতকরা তাকে ছাড়েনি।[২৯]

তাদের এই ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছলে আলী (রাঃ) তাদেরকে সমূলে উৎখাত করার প্রস্তুতি নেন। তবে তাদেরকে বুঝানোর জন্য আবার আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন। তাতে কিছু সংখ্যক লোক ফিরে আসলেও অনেকে থেকে যায় এবং আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব (রাঃ)-কে হত্যার প্রতিবাদ করলে তারা বলে, كُلُّنَا قَتَلَ إِخْوَانَكُمْ وَنَحْنُ مُسْتَحِلُّوْنَ دِمَائَهُمْ وَدِمَائَكُمْ 'আমরা তোমাদের ভাইদেরকে হত্যা করেছি। কারণ আমরা তাদের রক্ত এবং তোমাদের রক্ত হালাল মনে করি'।[৩০] অবশেষে আলী (রাঃ)

২৮. ইমাম আব্দুল ক্বাহের ইবনু ত্বাহের আল-বাগদাদী (মৃত ৪২৯ হিঃ), আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব (বৈরুত : দারুল ইফক্ব আল-জাদীদাহ, ৫ম প্রকাশ : ১৯৮২ খৃঃ/১৪০২ হিঃ), পৃঃ ৬১; আল-বিদায়াহ ওয়ান-হিয়াহ ৭/২৯১-৯২ পৃঃ; এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ 'মুসলিম উম্মাহর ভাঙ্গন চিত্র' নিবন্ধ, মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ২০০০ পৃঃ ১২।

২৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৭/২৯৮ পৃঃ।

৩০. ঐ, ৭/২৯৯-৩০০ পৃঃ।

তাদেরকে 'নাহরাওয়ান' নামক স্থানে হত্যা করেন। তবে কয়েকজন বেঁচে যায়। ফলে তারা দু'জন দু'জন করে পৃথক হয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। আল্লামা শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) বলেন, ظَهَرَتْ بِدْعُ الْخَوَارِجِ فِيْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُمْ وَبَقِيَتْ إِلَى الْيَوْمِ 'এ সমস্ত স্থানগুলো থেকে খারেজী ফিৎনা প্রকাশিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে'।[৩১] যারা সেদিন বেঁচে গিয়েছিল তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অতঃপর আলী (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য অতি গোপনে আব্দুর রহমান বিন মুলজামকে নির্বাচন করে। অনুরূপ বারাক বিন আব্দুল্লাহকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর জন্য এবং আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য আমর ইবনু বাকরকে নির্বাচন করে। এভাবে তারা একই দিনে হত্যা করার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং বেরিয়ে পড়ে। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম তার দু'জন সহযোগী ওরদান ও শাবীবকে সঙ্গে নিয়ে ৪০ হিজরীর ১৭ রামাযান জুম'আর রাতে কূফায় আগমন করে। ফজরের সময় আলী (রাঃ)-এর বাড়ীর দরজায় অস্ত্র নিয়ে ওঁত পেতে থাকে। তিনি বাড়ী থেকে বের হয়ে যখন 'ছালাত' 'ছালাত' বলে মানুষকে ডাকতে ডাকতে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, তখনই তারা 'আল্লাহ্র সিংহ' আলী (রাঃ)-এর মাথায় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এতে তাঁর দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েন।[৩২] এ সময় ঐ রক্ত পিপাসু আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিল, لَاحُكْمَ إِلاَّ لِلّهِ لَيْسَ لَكَ يَا عَلِيُّ وَلاَ لأَصْحَابِكَ 'হে আলী! আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই। তোমার জন্যও নেই, তোমার সাথীদের জন্যও নেই'। তাকে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে উঠে, شَحَذْتُهُ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يَقْتُلَ بِهِ شَرَّ خَلْقِهِ 'আমি চল্লিশ দিন যাবৎ তরবারিকে ধার দিয়েছি এবং আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন এই অস্ত্র দ্বারা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করান' (নাঊযুবিল্লাহ)। আলী (রাঃ) বলেছিলেন, আমি মারা গেলে তোমরা তাকে হত্যা করবে। আর বেঁচে থাকলে আমিই যা করার করব। কিন্তু তিনদিন পর ৪০ হিজরীর ২১ রামাযান ৬৩ বা ৬৪ বছর বয়সে

---

৩১. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/১১৭ পৃঃ।

৩২. হাফেয ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত : দারুল মা'রেফাহ, ১৯৯৪ খৃঃ/১৪১৫ হিঃ), ৭/২৮৭ পৃঃ; আল-মিলাল ১/১২০-২১ পৃঃ টীকা দ্রঃ।

Contents

তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৩৩] আব্দুর রহমান বিন মুলজাম আলী (রাঃ)-কে হত্যা করায় খারেজীদের জনৈক কবি ইমরান ইবনু হিত্বান উল্লাসে গেয়ে উঠেছিল,

يا ضربة من منيب ما أرادا بها * إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا

إنى لأذكره يومًا فأحسبه* أوفى البرية عند الله ميزانا

'হে নিয়োগকৃত সফল হত্যাকারী! এর দ্বারা মহান আরশের অধিপতির শানে সন্তুষ্টি পৌঁছানো ছাড়া কোনই উদ্দেশ্য নেই। নিশ্চয়ই আমি এই বাসনায় আজকের দিনকে স্মরণ করব। আল্লাহ্‌র নিকটে নেকীর পাল্লায় তা হবে সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান' (নাঊযুবিল্লাহ)।[৩৪]

ঐ দিন একই সময়ে মু'আবিয়া (রাঃ)-কে আঘাত করলেও তিনি বেঁচে যান। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) ভীষণ অসুস্থ থাকার কারণে তিনি সেদিন মসজিদে আসতে পারেননি। তাই তিনি বেঁচে যান। তবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমাম খারেজাহ ইবনু আবী হাবীবাহকে আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) ভেবে ঐ ঘাতক হত্যা করে।[৩৫] পূর্বের কৃত স্থূল সিদ্ধান্ত কার্যকর করা ও আকস্মাৎ গুপ্ত হত্যার এমন জঘন্য দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর আছে কি-না সন্দেহ।

সুধী পাঠক! দ্বীন ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয় সমূহকে তুচ্ছ ভেবে রাষ্ট্রক্ষমতার উদগ্র বাসনায় মুসলিম বিশ্বে খারেজীরাই সর্বপ্রথম রক্তপাত ঘটিয়েছে। মহান দুই খলীফাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, মুসলিম ঐক্যে তারাই ফাটল সৃষ্টি করেছে। এই ধ্বংসাত্মক মতবাদ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই বিস্তার লাভ করেছে। যেমন এর চিত্র তুলে ধরে ইবনু এওয়াজী বলেন,

شَغَلَتِ الدَّوْلَةَ الْإِسْلاَمِيَّةَ فَتْرَةً طَوِيْلَةً مِنَ الزَّمَنِ وَقَدْ بَسَطُوْا نُفُوْذَهُمُ السِّيَاسِيَّ عَلَى بِقَاعٍ وَاسِعَةٍ مِنَ الدَّوْلَةِ الْإِسْلاَمِيَّةِ فِى الْمَشْرِقِ وَفِى الْمَغْرِبِ الْعَرَبِى.

'খারেজীরা কালের দীর্ঘ একটি সময় মুসলিম রাষ্ট্র সমূহকে অস্থির করে তুলেছিল। অথচ তাদেরই রাজনৈতিক মতবাদ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আরবীয় মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে' *(ঐ, পৃ: ২২৬)*।

---

৩৩. মা'রেফাতুছ ছাহাবাহ, ১/২৮৯-৯২ পৃঃ আল-বিদায়াহ, ৭/৩৩৯ ও ৩৪১-৪৩ পৃঃ।
৩৪. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১১৭ পৃঃ।
৩৫. ইতমামুল ওয়াফা, পৃঃ ১৯৯; আল-মিলাল ১/১২১ পৃষ্ঠার টীকা।

চরমপন্থীদের ঔদ্ধত্যের কারণ :

প্রথমতঃ কুরআন-সুন্নাহ্‌র মৌলিক জ্ঞান না থাকা। সালাফী বিদ্বানগণ এটাকেই মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। শরী'আতের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে তারা নতুন করে ভ্রান্ত দর্শনের জন্ম দিয়েছে। অসংখ্য বিদ'আতী যুক্তি পেশ করে এলাহী বিধানের প্রকৃত রূপ বিকৃত করেছে। যুগে যুগে তারা এভাবেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। পূর্বসূরী মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, إِنَّ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةَ الضُّلَّالَ وَالْأَشْقِيَاءُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ 'ঐ সমস্ত মূর্খ লোকেরা পথভ্রষ্ট এবং কথা ও কর্মের ক্ষেত্রে চরম হতভাগ্য'।[৩৬]

ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ)ও (৭০১-৭৭৪ হিঃ) তাদের উক্ত পরিণতির জন্য অজ্ঞতাকেই দায়ী করেছেন। অতঃপর তাদের শরী'আত বিরোধী কতিপয় অপকর্মের সমালোচনা করে বলেন,

يَعْتَقِدُوْنَ بِجَهْلِهِمْ وَقِلَّةِ عِلْمِهِمْ وَعَقْلِهِمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يَرْضَى رَبَّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْمُوْبِقَاتِ وَالْعَظَائِمِ وَالْخَطِيْئَاتِ وَأَنَّهُ مِمَّا زَيَّنَهُ لَهُمْ إِبْلِيْسُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيْمُ الْمَطْرُوْدُ ... وَاللهُ الْمَسْؤُوْلُ أَنْ يَّعْصِمَنَا مِنْهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ إِنَّهُ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ.

'তাদের মূর্খতা ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের এ সমস্ত কর্মকাণ্ড আসমান-যমীনের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে। অথচ তারা জানে না যে, তা কাবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে বড় গোনাহ এবং ধ্বংসাত্মক অন্যায়। বহিস্কৃতি-বিতাড়িত ইবলীস শয়তান এ কর্মকাণ্ডের প্রতি তাদেরকে সজ্জিত-উৎসাহিত করে থাকে।... আমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন তাঁর মহাশক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা সেই কুমন্ত্রণা হতে আমাদেরকে রক্ষা করেন। তিনিই প্রার্থনা মঞ্জুরকারী'।[৩৭]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর বলেন,

وَمِنْ سُوْءِ الْفَهْمِ فِي الدِّيْنِ مَا حَصَلَ لِلْخَوَارِجِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَاتَلُوْهُ فَإِنَّهُمْ فَهِمُوا النُّصُوْصَ الشَّرْعِيَّةَ فَهْمًا خَاطِئًا مُخَالِفًا لِفَهْمِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

---

৩৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/২৯৬-৯৭ পৃঃ।
৩৭. আলোচনা দ্রঃ আল-বিদায়া ৭/২৯৭ পৃঃ।

'তাদের পথভ্রষ্টের কারণ হল, দ্বীন সম্পর্কে ভুল বুঝ, যা খারেজীদের ধারণা থেকে অর্জিত হয়েছে, যারা আলী (রাঃ)-এর দল থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে হত্যা করেছিল। তারা শারঈ দলীল সমূহকে ভ্রান্তিপূর্ণভাবে বুঝেছিল, যা ছিল ছাহাবায়ে কেরামের বুঝের সম্পূর্ণ বিরোধী'।[৩৮]

দ্বিতীয়ত : প্রবৃত্তির অনুসরণ। মনুষ্য অন্তকরণ যখনই অহি-র বিধানের আলো থেকে মুক্ত হয় তখনই মনোবৃত্তি তাকে অক্টোপাসের ন্যায় আঁকড়ে ধরে। তখন অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণাই হয় তার চলার একমাত্র পাথেয়। চরমপন্থীরাও তাদের মনস্কামনাকেই শরী'আত মনে করে এবং তাকেই জীবন চলার চূড়ান্ত পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে। ঐদিকে ইঙ্গিত দিয়ে আব্দুল মুহসিন বলেন,

وَمِنْ مَكَائِد الشَّيْطَان لِهَؤُلَاءِ الْمُفْرِطِيْنَ الطَاغِيْنَ الْغَافِلِيْنَ أَنَّهُ يُزَيِّنُ لَهُمْ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَرُكُوْبُ ورؤوسهم وَسُوْءَ الْفَهْمِ فِي الدِّيْنِ وَيُزَهِّدُهُمْ فِي الرُّجُوْعِ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ لِئَلاَّ يُبْصِرُوْهُمْ وَيُرْشِدُوْهُمْ إِلَى الصَّوَابِ وَلِيَبْقَوْا فِيْ غَيِّهِمْ وَضَلاَلِهِمْ.

'শয়তানের অনন্ত কুমন্ত্রণাই এই সমস্ত চূড়ান্ত সীমালংঘনকারীদের প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রতি, ঔদ্ধত্যের চরমে আরোহণ করা এবং দ্বীন সম্পর্কে নোংরা ধারণার দিকে সজ্জিত করেছে। এছাড়া শয়তানের কুমন্ত্রণাই তাদেরকে বিজ্ঞ আলেমগণের দিকে প্রত্যাবর্তন করা থেকে বিমুখ করে, যেন আলেমগণ তাদেরকে স্বচ্ছ জ্ঞান ও সঠিক পথ প্রদর্শন করতে না পারে; তারা যেন তাদের ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির মধ্যেই থেকে যায়'।[৩৯]

আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের মহান উৎস আল্লাহ্‌র অহি বর্তমান থাকতে প্রবৃত্তি ও ইবলীসী প্রতারণার অনুসরণ করে কেউ হেদায়াত পেতে পারে না। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ 'আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। কারণ তা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে' *(ছোয়াদ ২৬)*। অন্যত্র তিনি

৩৮. ঐ, বি আইয়ে আক্বলিন ওয়া দীনিন..., পৃঃ ১৪।
৩৯. ঐ, পৃঃ ৫-৬।

বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ 'আল্লাহ্র হেদায়াতকে অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজস্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট কে হতে পারে? *(ক্বাছাছ ৫০)*। আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَاتَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ.

'যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং যারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তোমরা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না' *(মায়েদাহ ৭৭)*। আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُوْلُ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ.

'তিনি বলেন, এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি, তোমার দ্বারা এবং যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের দ্বারা আমি অবশ্যই জাহান্নামকে পূর্ণ করব' *(ছোয়াদ ৮৪-৮৫)*।

সুধী পাঠক! দ্বীন প্রতিষ্ঠার নামে মূর্খতা যেমন বেড়েছে, তেমনি মুসলিমদের মাঝে বিভ্রান্তিও চরমে উঠেছে। স্রষ্টার জ্ঞানের উপর সৃষ্টির জ্ঞান জয় লাভ করেছে। চরমপন্থীরা অজ্ঞতা ও উগ্রতার কারণে তারা নিজেরা যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে, তেমনি অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করছে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছঃ)ও তাদের মূর্খতা সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।[৪০] আমরা তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড ও অজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করছি! ফিরাকুন মু'আছিরাহ গ্রন্থের প্রণেতা বলেন,

هَذَا هُوَ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِيْ خُرُوْجِهِمْ فَالْخَوَارِجُ لَهُمْ نَظْرَةٌ خَاصَّةٌ فِى الْإِمَامِ معقدة وشديدة والحكام القائمون فِىْ نَظْرِهِمْ لَايَسْتَحِقُّوْنَ الْخَلِيْفَةَ لِعَدَمِ تَوَفُّرِ شُرُوْطِ الْخَوَارِجِ الْقَاسِيَّةِ فِيْهِمْ.

'খারেজীদের উৎপত্তির সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ হল, নেতৃত্বের ব্যাপারে তাদের নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, যা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। এছাড়া প্রতিষ্ঠিত

৪০. ছহীহ বুখারী হা/৩৬১১, ১/৫১০ পৃঃ ও হা/৬৯৩০, ২/১০২৪ পৃঃ; মুসলিম হা/২৪৫৯, ১/৩৪২ পৃঃ।

শাসকদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই ছিল যে, তাঁরা খেলাফতের হক্বদার নন। কারণ হল তাদের মধ্যে খারেজীদের কঠোর শর্তসমূহ অনুপস্থিত'।[৪১]

ইসলাম বনাম চরমপন্থা :

চরমপন্থা হল কোন বিষয়ে চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বন করা। উগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক মধ্যম ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতিকে চরমত্বে আসীন করানোই চরমপন্থা। Ultraism বা চরমপন্থাবাদ নামে মতবাদও প্রচলিত আছে। যাতে ধর্মমত ও অনুশাসনের ক্ষেত্রে সীমাতিক্রান্ত বুঝায়।[৪২] সাহিত্যের ক্ষেত্রে আল্ট্রাইজম বা চরমপন্থাবাদ কথাটি মানবতা বিরোধী মতবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৪৩] এর আরবী প্রতিশব্দ হল اَلتَّطَرُّفُ সে দিক থেকে تَطَرُّفِيٌّ অর্থ চরমপন্থী এবং تَطَرُّفِيَّةٌ মানে চরমপন্থাবাদ। এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, جَاوَزَ حَدَّ الْاعْتِدَالِ وَلَمْ يَتَوَسَّطْ 'সে ন্যায়পূর্ণ পন্থার সীমালংঘন করেছে, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেনি।[৪৪]

গোঁড়ামী হল অত্যন্ত পক্ষপাত বা পক্ষপাতের আতিশয্য, একগুঁয়েমী, যিদ। Dogmatism বা Fanatism অর্থাৎ গোঁড়ামীবাদ নামে মতবাদও প্রচলিত আছে। অযৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শনের প্রতি গভীর বিশ্বাসই গোঁড়ামী। লাইপনিৎস (Leibniz) ও তাঁর অনুসারীদের মতামতকে গোঁড়া মতবাদ বলা হয়। তারা মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতা পরীক্ষা না করেই মত প্রতিষ্ঠা করতে চাইত।[৪৫] এর আরবী প্রতিশব্দ হল, اَلتَّعَصُّبُ অভিধানে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, شَدَّ الْعِصَابَةَ وأَتَى بِالْعَصَبِيَّةِ وتَقَنَّعَ بِالشَّيْءِ وَرَضِيَ بِهِ 'কোন দল কঠোরতা আরোপ করেছে এবং পক্ষপাতিত্বকেই অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছে; কোন বিষয়কে ঘোমটা বা মুখোশ হিসাবে

---

৪১. ড. গালিব বিন আলী এওয়াজী, ফিরাকুন মু'আছিরাহ (জেদ্দা : আল-মাকতাবাতুল আছরিয়াহ আয-যাহাবিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ : ২০০১ ইং/১৪২২ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৮।
৪২. SAILENDRA BIWAS, SAMSAD ENNGLISH-BENGALI DICTIONARY (CALCUTTA; SAHITYA SAMSAD. 46th Impression; June 1998), P. 1227.
৪৩. বদিউর রহমান, সাহিত্য সংজ্ঞা অভিধান (ঢাকা: গতিধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০১), পৃঃ ৮৩।
৪৪. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৫।
৪৫. বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), পৃঃ ৩৪৮।

ধারণ করেছে এবং তাতেই সন্তুষ্ট রয়েছে'।[৪৬] আরো বলা হয়ে থাকে, تَعَصَّبَ الْقَوْمُ عَلَيْهِمْ 'কোন সম্প্রদায় নিজেরদের উপর গোঁড়ামী অর্পণ করেছে'।[৪৭]

নিয়ম-কানুন বা যুক্তির তোয়াক্কা না করে কোন চিন্তা ও বিশ্বাসকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরাই গোঁড়ামী। যা সাধারণত ধর্মীয় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক কাঠামো, রাষ্ট্র ও বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে পরবর্তীতে প্রতিভাত হওয়া উন্নয়নশীল প্রক্রিয়া ও কৌশলকে উপেক্ষা করা। তাই শুধু ধর্ম নয়, বরং রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এমনকি প্রগতিবাদের ক্ষেত্রেও গোঁড়ামীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৪৮]

মূলতঃ গোঁড়ামী ও চরমপন্থা মনুষ্য প্রবৃত্তির খণ্ডিত দু'টি অংশ। এ জন্য শব্দ দু'টি সাধারণত পাশাপাশি আলোচিত হয়ে থাকে। আবার কখনো একই অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। একপেশে সিদ্ধান্তের উপর অটুট থাকার মাধ্যমে যেমন চরমত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তেমনি কোন বিষয়ে চরম পন্থাকে অক্টোপাসের ন্যায় আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁকড়ে থাকলেও গোঁড়ামীর স্বরূপ ফুটে উঠে। এ জন্য চরমপন্থী ও গোঁড়া ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইসলাম অর্থ শান্তি, নিজের ইচ্ছাকে অন্যের নিকট সোপর্দ করা। ইসলামের মৌলিক দাবী হল, মনোবৃত্তির আতিশয্য থেকে মুক্ত হয়ে মহান আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করা। সর্বক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনপূর্বক সঠিক সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। যেকোন প্রকারের চরমপন্থা ও গোঁড়ামীর সাথে ইসলামের সামান্য কোন সম্পর্ক নেই।[৪৯] কারণ ইসলাম উদারতাপূর্ণ এক মধ্যমপন্থী জীবন বিধান। এখানে যেমন কোন ধরণের উগ্রত্ব ও চরমত্বের আশ্রয় নেই, তেমনি বৈরাগ্য ও শৈথিল্যেরও স্থান নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৪৬. আল্লামা মাজদুদ দ্বীন মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব আল-ফীরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হিঃ), আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১ খৃঃ/১৪১২ হিঃ), পৃঃ ২৫৬।

৪৭. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, ২য় খণ্ড (ইস্তাম্বুল : আল-মাকতাবুল ইসলামিয়াহ, কায়রো- দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৭২ খৃঃ/১৩৭২ হিঃ), পৃঃ ৬০৩।

৪৮. হারুনুর রশীদ, রাজনীতি কোষ (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলা বাজার, দ্বিতীয় প্রকাশ: আগষ্ট ২০০০), পৃঃ ১৫৬-৫৭।

৪৯. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ আল-কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর: মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী (ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, মে ২০০৫), বই দ্রষ্টব্য।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

'এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হও এবং রাসূলও যেন তোমাদের সাক্ষী স্বরূপ হন' *(বাক্বারাহ ১৪৩)*। মওকূফ সূত্রে একটি হাদীছ বলে, خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا 'কার্যাদির মধ্যে মধ্যমপন্থাই সর্বোত্তম'।[৫০] কবি যুহাইর বলেন,

هُمْ وَسَطٌ تَرْضَى الْأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ * إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي بِمُعْظَمِ.

'তারা হল মধ্যমপন্থী। বিশ্ববাসী তাদের শাসনে সন্তুষ্ট থাকে, যদিও রাত্রি সমূহের কোন এক রাত্রিতে হঠাৎ বড় ধরনের কোন বিপদেরও আগমন ঘটে'।[৫১] অন্য এক আরবী কবি বলেন,

لاَتَذْهَبَنَّ فِي الْأُمُوْرِ مُفْرِطًا * وَتَسْأَلَنَّ إِنْ سَأَلْتَ شِطَطًا * وَكُنْ مِنَ النَّاسِ جَمِيْعًا وَسَطًا.

'তুমি কার্যসমূহে শিথিলতা অবলম্বন করতে যেও না। তুমি যদি চরমত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাও তাহলে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক। বরং সমস্ত মধ্যমপন্থী মানুষের অন্তর্ভুক্ত হও'।[৫২] ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

لما كان الوسط مجانبا للغلق والتقصير كان محمودا أي هذه الامة لم تغل غلـــو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم.

'মধ্যমপন্থা যখন বাড়াবাড়ি এবং শৈথিল্য উভয়েরই পার্শ্বস্থল (বা মধ্যস্থল), তখন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। অর্থাৎ এই উম্মত (উম্মতে মুহাম্মাদী) কোন

---

৫০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৬৬০১; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৭০৫৬-এর আলোচনা দ্রঃ।

৫১. মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ইবনু ইয়াযীদ ইবনু কাছীর বিন গালিব আল-আমালী আবু জা'ফর আত-ত্বাবারী (২২৪-৩১০), জামেউল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন ৩/১৪২ পৃঃ, সূরা বাক্বারাহ ১৪৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

৫২. মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর আল-জামেউ বায়না ফান্নাইর রিওয়াইয়াতি ও ওয়াদ দিরাইয়াতি মিন ইলমিত তাফসীর ১/২৩৪ পৃঃ।

বাড়াবাড়ি করেনি, যেমন খ্রীষ্টানরা তাদের নবীগণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। অনুরূপ তারা শৈথিল্যও প্রদর্শন করেনি, যেমন ইহুদীরা তাদের নবীগণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে'।[৫৩]

দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হল যে, গোঁড়ামী, চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি খ্রীষ্টানদের স্বভাব আর শৈথিল্য ও আলস্য প্রদর্শন ইহুদীদের স্বভাব। ইহুদী-খ্রীষ্টানরা এই পন্থা অবলম্বনের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَاتَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ.

'আপনি বলুন, হে কিতাবধারীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অন্যায় বাড়াবাড়ি কর না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং যারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তোমরা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না' *(মায়েদাহ ৭৭)*। অতএব ইসলামে কোনরূপ একগুঁয়েমী নেই; নেই কোন শঠতা। বরং ইসলাম সহজসাধ্য জীবন বিধান। যেমন-

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'তিনি (আল্লাহ) দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি' *(হজ্জ ৭৮)*।

(২) তিনি আরো বলেন, لَاإِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ 'দ্বীনের মধ্যে কোন জবরদস্তি নেই' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*।

(৩) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত' *(বাক্বারাহ ২৮৬; তালাক ৭)*।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَادَّ هَذَا الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا.

---

৫৩. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু আবুবকর আল-কুরতুবী আবু আব্দুল্লাহ, তাফসীরুল কুরতুবী ২/১৫৪ পৃঃ।

'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ-সরল, কঠিন নয়। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং তার নিকটবর্তী হও, আশান্বিত থাক'।[৫৪]

(৫) অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ 'তোমাদেরকে মূলত সহজ করেই পাঠানো হয়েছে, কঠিন করে পাঠানো হয়নি'।[৫৫]

(৬) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِيْ مُعَنِّتًا وَلَامُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِيْ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে বোঝা হিসাবে এবং যেদী করে পাঠাননি; বরং তিনি আমাকে একজন সহজপন্থী শিক্ষক হিসাবে পাঠিয়েছেন'।[৫৬]

শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করে গোঁড়ামী প্রদর্শন করে কাফের ফৎওয়া দেয়া এবং হত্যা করা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এই হত্যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

অবৈধ হত্যার পরিণাম :

ইসলাম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না রেখে বিভিন্ন কলাকৌশলে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হারাম। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا.

'যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তার

---

৫৪. ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৬, হা/৩৯ 'ওযূ' অধ্যায়; মিশকাত হা/১২৪৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'আমলে মনোনিবেশ করা' অনুচ্ছেদ ।

৫৫. ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬ হা/২২০; মিশকাত হা/৪৯১, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'গোসল' অনুচ্ছেদ।

৫৬. ছহীহ মুসলিম হা/৩৭৬৩ 'তালাক' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মিশকাত হা/৩২৪৯, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'মহিলাদের দেখাশুনা' অনুচ্ছেদ।

উপর অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন' *(নিসা ৯৩)*।

(২) অন্যত্র বলেছেন, وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا 'যে কেউ সীমালংঘন ও যুলুম করে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করবে, আমি তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব' *(নিসা ৩০)*।

(৩) আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا- يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا.

'যে এটা করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানজনক অবস্থায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' *(ফুরক্বান ৬৮-৬৯)*।

(৪) মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَلَاتَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ 'আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে তোমরা যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা কর না' *(বাণী ইসরাঈল ৩৩; আন'আম ১৫১)*।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا 'যে আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৫৭]

(৬) তিনি বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী এবং হত্যা করা কুফরী'।[৫৮]

(৭) অন্যত্র হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّيْنِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

---

৫৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৬৮৭৪; মুসলিম হা/১৬১; মিশকাত হা/৩৫২০, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়, অনুচ্ছে-৩।

৫৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৪৮; ছহীহ মুসলিম হা/১১৬; মিশকাত হা/৪৮১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬০৩, ৯/৭৮ পৃঃ, 'আদব' অধ্যায়, 'জিহ্বাকে সংরক্ষণ, গীবত ও গালমন্দ' অনুচ্ছেদ।

'এমন কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়, যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। তাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া- (এক) যার জানের বদলে জান ওয়াজিব হয়ে গেছে (দুই) বিবাহিত ব্যভিচারী এবং (তিন) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে যে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে'।[৫৯]

(৮) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّ لَاعَدْلاً 'যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে উল্লাস প্রদর্শন করে, আল্লাহ তা'আলা তার কোন ফরয এবং নফল ইবাদত কবুল করবেন না'।[৬০]

(৯) অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى بَكَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اجْتَمَعُوْا عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ لَكَبَّهَمُ اللهُ جَمِيْعًا عَلَى وُجُوْهِهِمْ فِى النَّارِ.

'আসমান-যমীনের সমস্ত অধিবাসী একত্রিত হয়ে যদি কোন একজন মুসলিমকে হত্যা করে, তবুও আল্লাহ তা'আলা সমস্ত অধিবাসীকেই মুখের উপর ভর করিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৬১]

(১০) অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

'আশা করা যায় প্রত্যেক পাপীকেই আল্লাহ ক্ষমা করবে। তবে যে ব্যক্তি কাফের বা মুশরিক অবস্থায় মারা যাবে অথবা যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করবে তাকে ছাড়া'।[৬২]

---

৫৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৬৮৭৮; ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৬; মিশকাত হা/৩৪৪৬, 'ক্বিছাছ' অধ্যায়।

৬০. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৭০, 'ফিতান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬।

৬১. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুছ ছাগীর হা/৫৬৫; সনদ ছহীহ, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৪৪৩, ১/৬২৯ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৫২৪৭; তিরমিযী হা/১৩৯৮; মিশকাত হা/৩৪৬৪, 'ক্বিছাছ' অধ্যায়।

৬২. আবুদাঊদ হা/৪২৭০, 'ফিতান' অধ্যায়; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৪৬৮।

(১১) অনুরূপ কোন মুসলিম দেশের যিম্মীকেও হত্যা করা বড় অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا.

'যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে (বিনা কারণে) হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। যদিও তার সুগন্ধি চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব পর্যন্ত পাওয়া যাবে'।[৬৩]

(১২) অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِيْ غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন'।[৬৪]

(১৩) অন্য হাদীছে এসেছে,

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ.

'কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে ফাসেক্ব এবং কাফের বলে অপবাদ দিবে না। কারণ সেই ব্যক্তি যদি তা না হয় তবে ঐ অপবাদ তার নিজের উপরই ফিরে যাবে'।[৬৫]

(১৪) এক যুদ্ধে জুহায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) আঘাত করতে গেলে সে কালেমা পাঠ করে। এরপরও উসামা (রাঃ) তাকে আঘাত করেন এবং হত্যা করেন। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বলা হলে তিনি হতবাক হয়ে বলেন,

---

৬৩. ছহীহ বুখারী হা/৩১৬৬, 'জিযিয়া' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত হা/৩৪৫২, 'ক্বিছাছ' অধ্যায়।

৬৪. আবুদাঊদ হা/২৭৬০, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬৫; সনদ ছহীহ, নাসাঈ হা/৪৭৪৭।

৬৫. ছহীহ বুখারী হা/৬০৪৫, 'আদব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৪, মিশকাত হা/৪৮১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬০৫, ৯/৭৮ পৃঃ, 'আদব' অধ্যায়, 'জিহ্বা সংরক্ষণ' অনুচ্ছেদ।

أَقَتَلْتَهُ وَقَدْ شَهِدَ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ تَعَوُّذًا قَالَ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَهُ مِرَارًا.

'কালেমা পড়ার পরও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ? উসামা (রাঃ) বলেন, সে নিজের জান বাঁচানোর জন্য কালেমা পড়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কেন তার হৃদয় চিরে দেখলে না? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারবার বলতে লাগলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সে যখন কালেমা নিয়ে আসবে তখন তুমি কী করবে?[৬৬]

(১৫) খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর দ্বারাও অনুরূপ ঘটনা ঘটলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৬৭]

(১৬) এমনকি কোন কাফের কোন মুসলিম ব্যক্তির হাত কেটে নেয়ার পরও যদি সে কালেমা পাঠ করে তবুও তাকে হত্যা করা যাবে না।

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ آَأَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ .

মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আমি যদি কোন কাফেরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং সে আমাকে তরবারি দ্বারা আমার হাত কেটে ফেলে অতঃপর সে আমার নিকট থেকে সরে

৬৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৪২৬৯, 'মাগাযী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৪; ছহীহ মুসলিম হা/২৮৭ ও ২৮৯, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৩; মিশকাত হা/৩৪৫০-৫১; বঙ্গাবাদ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬, হা/৩৩০৩ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়।

৬৭. ছহীহ বুখারী হা/৪৩৩৯, 'মাগাযী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৮; মিশকাত হা/৩৯৭৬, 'জিহাদ' অধ্যায়, 'যুদ্ধ বন্দীদের বিধান' অনুচ্ছেদ।

গিয়ে গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয় আর বলে, আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি যদি তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হই আর সে বলে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু' তখন আমি কি তাকে হত্যা করতে পারব? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, না তুমি তাকে হত্যা ক রতে পারবে না। মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, সে তো আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে? রাসূল (ছাঃ) আবারও বললেন, তুমি তাকে হত্যা কর না। কারণ এখন যদি তুমি তাকে হত্যা কর তবে সে কিন্তু তোমার মর্যাদায় রয়েছে। আর তুমি হবে তার স্থানে যে অবস্থায় কালেমা বলার পূর্বে সে ছিল।[৬৮]

(১৭) অনেকে মৌখিকভাবে স্বীকার করলেও অন্তরে কুফরী করে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন, إِنِّي لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ 'নিশ্চয়ই আমাকে মানুষের হৃদয় চিরা এবং পেট ফাঁড়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি'।[৬৯] এ জন্যই ওহোদ যুদ্ধ থেকে তিনশ' ব্যক্তি মুনাফিক আব্দুল্লহ বিন উবায়ের নেতৃত্বে ফিরে আসলেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি।

সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর জিহাদের নামে বোমা হামলা, ব্রাশ ফায়ার ও অন্যান্য কৌশলে হত্যাকাণ্ড পরিচালনার প্রতিবাদে একটি পুস্তক লিখেছেন। নামকরণ করেছেন, بِأَىِّ عَقْلٍ وَدِيْنٍ يَكُوْنُ التَّفْجِيْرُ وَ التَّدْمِيْرُ جِهَادًا؟ অর্থাৎ 'কোন্ জ্ঞান এবং কোন্ দ্বীনের আলোকে বিস্ফোরণ ঘটানো ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালনো জিহাদ হতে পারে'? মাননীয় লেখক সাম্প্রতিক কালের এ সমস্ত হত্যাকাণ্ডকে চরমপন্থী খারেজীদের আক্বীদার সাথে তুলনা করেছেন।

তিনি বলেন, নিশ্চয়ই শয়তান দ্বীনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই ইবাদতকারীদের মধ্যে প্রবেশ করে। এজন্য তার একমাত্র পথ হল, দ্বীন সম্পর্কে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি সৃষ্টি করা। যেমন খারেজী ও অন্যান্য ভ্রান্ত ফের্কা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। তারা নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে।

---

৬৮. ছহীহ বুখারী হা/৪০১৯, 'মাগাযী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২; মিশকাত হা/৩৪৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩০২, ৭/৩৫ পৃঃ।

৬৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৪৩৫১, 'মাগাযী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬১; ছহীহ মুসলিম হা/২৫০০।

তিনি আরো বলেন, ১৪২৪ হিজরীতে (২০০৩ খৃঃ) সঊদী আরবের রাজধানী রিয়ায এবং মক্কা-মদীনাতে বোমা বিস্ফোরণ ও অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, তাতে পূর্ণিমার রাতের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে যে, এগুলো শয়তানের দ্বারা পথভ্রষ্ট, সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির পরিণতি মাত্র।

তিনি আরো বলেন, إن يَزِيِّنُ الشَّيْطَانُ لِمَنْ قَامَ بِهِ أَنَّهُ مِنَ الْجِهَادِ 'যে ব্যক্তি এটাকে জিহাদ মনে করে, নিঃসন্দেহে শয়তান তাকে প্ররোচনায় সজ্জিত করেছে'। কোন্ জ্ঞান এবং কোন্ দ্বীনের আলোকে সাধারণ জনগণকে এবং মুসলিম ও যিম্মীদেরকে হত্যা করা, নিরাপদ ব্যক্তিদের আতংকিত করা, মহিলাদের স্বামীহারা করা, শিশু সন্তানদের ইয়াতীম করা, বিশাল বিশাল স্থাপনা ধ্বংস করা জিহাদ হতে পারে?[৭০] মাননীয় লেখক পরিশেষে তরুণদের নছীহত করে বলেন,

وَاتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا الشَّبَابُ فِيْ أَنْفُسِكُمْ لاَتَكُوْنُوْا فَرِيْسَةً لِلشَّيْطَانِ يَجْمَعُ لَكُمْ بَيْنَ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْأَخِرَةِ وَاتَّقُوا اللهَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الشُّيُوْخِ وَالْكُهُوْلِ وَالشَّبَابِ ... أَفِيْقُوْا مِنْ سُبَاتِكُمْ وَانْتَبِهُوْا مِنْ غَفْلَتِكُمْ وَلاَتَكُوْنُوْا مَطِيَّةً لِلشَّيْطَانِ لِلْإِفْسَادِ فِى الْأَرْضِ.

'হে তরুণ সমাজ! তোমরা নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, শয়তানের আশ্রয়ে পরিণত হয়ো না। নইলে তোমাদের জন্য দুনিয়াবী লাঞ্ছনা এবং পরকালীন শাস্তি উভয়টিই একত্রিত হবে। তোমরা মুসলিমদের সম্মানী, জ্ঞানী, মুরব্বীবর্গ এবং তরুণদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। ... তোমরা তোমাদের অজ্ঞ নিদ্রা হতে জাগ্রহ হও, উদাসীনতা হতে সতর্ক হও। সাবধান! পৃথিবীতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে তোমরা শয়তানের বাহনে পরিণত হয়ো না'।[৭১]

এছাড়া উক্ত বিষয়ে সঊদী আরবের উচ্চতর ওলামা পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)-এর নেতৃত্বে বিশ্বের মোট ২১ জন বিখ্যাত পণ্ডিতের সমন্বয়ে একটি লিফলেট প্রকাশ করা

৭০. ঐ, পৃঃ ১৫-১৬।
৭১. ঐ, পৃঃ ৩৬-৩৭।

হয়েছে। এর শিরোনাম হল- خطورة التسرع فى التكفير والقيام بالتفجير 'ত্বরিত কাফের সাব্যস্ত করা ও বোমা বিস্ফোরণ করার ভয়াবহতা'। উক্ত লিফলেটেও বিভিন্ন অপরাধে যাকে তাকে কাফের আখ্যায়িত করে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করাকে গর্হিত অন্যায় ও হারাম আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অতএব ইসলামে গোঁড়ামী, চরমপন্থা, বাড়াবাড়ি, জবরদস্তি ও কঠোরতার আশ্রয় নেই। অনুরূপ শৈথিল্যবাদেরও ঠাঁই নেই। এগুলো সবই ইসলামে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ইসলাম হল সাম্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দপূর্ণ এক মধ্যমপন্থী জীবন বিধান, যা বিশ্বের মুসলিম অমুসলিম প্রায় সকল বিদগ্ধ পণ্ডিতের নিকট সমভাবে বিদিত। যেমন ইসলামের সুমহান নীতিমালার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকার করে Major A. Q. Leonard বলেন,

Islam is a profound and true cult which strives to uplift its votarises from the depths of human darkness, upwards into the higher realm of light and truth.

'ইসলাম এমন একটি সুসম্পন্ন ও সত্য ধর্ম, যা তার সমর্থক ও ভক্তদেরকে মানবীয় অজ্ঞতার গভীরতা থেকে উদ্ধার করতে সহায়তা করে এবং সত্য ও আলোর উন্নততর কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে দেয়'।[৭২]

কমরেড এম. এন. রায় বলেন,

When dispassionate and scientific study of history dissipates legends and discredits malicious tales, the rise of Islam stands out not as a scourge but a blessing to mankind.

'আবেগহীন ও বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের ফলে যখন ইতিহাস থেকে কিংবদন্তী আর ভয়ঙ্কর সব কল্পকথা মুছে যায়, তখন এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলামের অভ্যুত্থান মানবজাতির জন্য অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদ'।[৭৩]

অনুরূপ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক, বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে মাইকেল এইচ, হার্ট যথার্থ বলেছেন,

---

৭২. আবু নাঈম মোঃ মুফীদুল ইসলাম, মানব রচিত আইন বনাম ইসলামী শরী'আত : তুলনামূলক আলোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশ পত্রিকা (ঢাকা: ৪২ বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২), পৃঃ ৩১।

৭৩. The Historycal Role of Islam (1931), P. 63।

My choice of Muhaummad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be history who was supremely successful on both the religious and secular levels.

'সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্থান পেতে পারে, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনিই ইতিহাসের সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেন'।[৭৪]

সুধী পাঠক! ইসলাম শব্দের অর্থই হল শান্তি। তাই জোরপূর্বক চাপ সৃষ্টি করে ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করা হয়নি। কারণ সাম্য, সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ হল ইসলামের মৌলিক দর্শন, সৌভ্রাতৃত্বের অন্তরঙ্গ আবেদন এর প্রাণ, পরম সহনশীলতা ও মহানুভবতা এর আভরণ ও প্রসাধন। আর বদান্যতা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আবহ। তাই ইসলামের এই বিশ্ববিজয়ী অলংকারধ্বনি যুগে যুগে অমুসলিম মনীষীদের কণ্ঠেও অনুরণিত হয়েছে বারংবার। একজন ইটালিয়ান বিধর্মী লেখক ইসলাম সম্পর্কে বলেন,

Islam is a religion, which provides a code of life, establishes the fundamental principles of our morality on a systematic and positive base; Precisely formulates man's duty to himself and others by means of rules, which are capable evolutions and compatible, which gives its laws a divine sanction; So islam deserves our profound admiration as its influence is cotinual and salutary on man.

'ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা সরবরাহ করেছে জীবন বিধান, নিয়মতান্ত্রিকতা এবং যথার্থ পদ্ধতিতে আমাদের নৈতিকতা সম্পর্কে মৌলিক নীতিমালাগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছে, আইনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে মানুষ ব্যক্তিগত এবং অন্যের প্রতি যে দায়িত্ব রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে, যা ক্রমবিকাশে সক্ষম এবং ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের সাথে এত সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, এর আইনগুলো স্বর্গীয় অনুমোদন লাভ করেছে। তাই ইসলাম আমাদের গভীর শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। কারণ এর প্রভাব নিরবচ্ছিন্ন এবং মানুষের জন্য হিতকর'।[৭৫]

---

৭৪. মাইকেল এইচ হার্ট, দি হাণ্ড্রেড, বঙ্গানুবাদ : শ্রেষ্ঠ ১০০ (ঢাকা : পরশ পাবলিসার্স, ১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ৩, ভূমিকা দ্রঃ।

৭৫. Mr. Laura veccia Vogluri, Apologic de Islamism, P. 88.

মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য একমাত্র ইসলামই যে সঠিক **পথের সন্ধান** দিতে পারে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাড'শ তা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন এভাবে-

Islam is the only religion, which appears to me to possess assimilating capacity to the changing phases of humanity which can make its appeal to every age.

'আমার নিকট সুস্পষ্ট যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা মানবজাতির পরিবর্তনশীল সকল অবস্থাকেই সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং তা প্রত্যেক যুগেই প্রযোজ্য-যথোপযুক্ত'।[৭৬]

গোঁড়ামী ও চরমপন্থা ইসলামের স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই এখানে কোন প্রকারের চরমত্ব ও শৈথিল্য থাকতে পারে না। মূলতঃ খারেজীরা ইহুদী কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে শরী'আতের অপব্যাখ্যা করে রাজনীতির নামে উক্ত চরমপন্থার জন্ম দেয়। বর্তমানেও নামে বেনামে বিশ্বের সর্বত্রই এই মতবাদের বীজ রয়েছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন নামে চালু আছে। যাদের অংশ বিশেষকে বর্তমানে 'জঙ্গী', 'চরমপন্থী' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। পূর্বের মত বর্তমানেও তারা কোন অপশক্তির ক্রীড়নক সেজে ইসলামের লেবাস পরে বোমাবাজি ও হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। আড়ালে থাকা ঐ শত্রুদের মূল টার্গেট হল- ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও দেশের স্বাধীনতা। আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের ন্যায় এদেশকে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের খোরাক বানাতে চায়। অতএব দেশের মুসলিম জনগণ সাবধান!

খারেজীদের অপব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা :

চরমপন্থী খারেজীরা রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। ফলে অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও সাধারণ জনগণ বিভ্রান্তি তে পতিত হয় এবং উদ্ভট ব্যাখ্যাকে কুরআনী বিধান মনে করে। আর অন্যদেরকে কুরআন বিরোধী, কাফের, মুরতাদ ইত্যাদি বলে ফৎওয়া দেয় এবং হত্যা করা জায়েয মনে করে। এভাবেই তারা ওছমান, আলী (রাঃ) এবং ছাহাবীদেরকে হত্যা করেছে, কাফের, মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছে।

---

৭৬. আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ২-৩।

মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হল শরী'আতের অপব্যাখ্যা। চরমপন্থীরা তৎকালে যে সমস্ত আয়াত ও হাদীছ উল্লেখ করে হত্যাকাণ্ডের পথ বেছে নিয়েছিল, বর্তমানেও একই আয়াত ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল :

(এক) إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ 'আল্লাহ ছাড়া কারোও হুকুম নেই' *(ইউসুফ ৪০, ৬৭)*। **সুতরাং আলী (রাঃ) মীমাংসার ক্ষেত্রে যে শালিশ বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।**

পর্যালোচনা : আয়াতটি কুরআনের তিন জায়গায় এসেছে *(আন'আম ৫৭; ইউসুফ ৪০ ও ৬৭)*। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা হল, ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ফসল হিসাবে আলী (রাঃ) এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় আপোষ করার শর্তে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানায়। তখন মীমাংসার জন্য আলী (রাঃ)-এর পক্ষে আবু মূসা আশ'আরী আর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে আমর ইবনু আছকে শালিস নিযুক্ত করা হয়। এটাকে একশ্রেণীর লোক আলী (রাঃ)-এর অপরাধ মনে করে। আর দলীল হিসাবে কুরআন থেকে উক্ত আয়াত পেশ করে। অতঃপর তারা তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে। এরাই ইতিহাসে খারেজী বলে পরিচিত।[৭৭]

চরমপন্থীরা এই আয়াতের মর্ম না বুঝেই আলী, মু'আবিয়া সহ অন্যান্য ছাহাবীদেরকে কাফের বলে ফৎওয়া দিয়েছিল। তাই আলী (রাঃ) বলেছিলেন, كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيْدَ بِهِ بَاطِلٌ 'কথাটি ঠিকই কিন্তু বাতিল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে'। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَ يَجُوْزُ هَذَا مِنْهُمْ 'তারা মৌখিকভাবে হক্ব কথা বললেও সেটা তাদের পক্ষ থেকে (অপব্যাখ্যা করায়) আসা বৈধ নয়'।[৭৮] অথচ এর মৌলিক উদ্দেশ্য হল- বিধানদাতা আল্লাহ তা'আলা এবং তার চূড়ান্ত ফায়সালাকারীও তিনি। তাঁর সৃষ্টি হিসাবে এই বিধান মেনে চলবে সকল মানুষ। কেউ প্রজাসাধারণের উপর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবে, যা শরী'আত কর্তৃক

---

৭৭. আত-তারীখুল ইসলামী, পৃঃ ২৭৪-২৭৭।
৭৮. ছহীহ মুসলিম হা/২৫১৭, 'যাকাত' অধ্যায়।

নির্দিষ্ট।[৭৯] খারেজীরা যে উক্ত আয়াতের মর্ম বুঝেনি তা আলী (রাঃ)-এর কথায় স্পষ্ট হয়ে গেছে। অথচ কুরআনেই তৃতীয় পক্ষ নির্ধারণ করে মীমাংসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে *(মায়েদাহ ৯৫; নিসা ৩৫)*। তাছাড়া বনু কুরায়যার যুদ্ধের সময় সা'আদ বিন মা'আয (রাঃ)-এর ফায়সালা মেনে নেওয়ার শর্তে রাসূল (ছাঃ) বিবাদ মীমাংসা করেন।[৮০]

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম শাসক কাবীরা গোনাহ করলেই তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করতে হবে- তার দলীল কোথায়? কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এই প্রতিনিধি কখনো ভালও হতে পারে, কখনো খারাপও হতে পারে।[৮১] তাই এই অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আলী (রাঃ) বলেছিলেন, يَقُوْلُوْنَ لَا إِمَارَةَ وَلَا بُدَّ مِنْ إِمَارَةٍ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ 'তারা বলছে কোন ইমারত বা প্রতিনিধিত্ব নেই। অথচ ভাল হোক আর খারাপ হোক প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক'।[৮২]

অতএব নিজের বুঝ অনুযায়ী কুরআনের আয়াতের অর্থ করলে পথভ্রষ্ট হবে। এর পরিণাম ভয়াবহ।[৮৩] তাই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী কুরআন বুঝতে হবে *(নিসা ১১৫)*। দুঃখজনক হল, আধুনিক চরমপন্থীরাও উক্ত আয়াত দ্বারাই মানুষকে কাফের ফৎওয়া দিচ্ছে।

(দুই) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 'তোমাদের প্রতি ক্বিতাল ফরয করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ২৬১)*। যেমন বলা হয়েছে, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 'তোমাদের প্রতি ছিয়াম ফরয করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। দু'টি বিষয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরয করা হয়েছে। অথচ শুধু ছিয়ামের নির্দেশ পালন করা হয়, কিন্তু ক্বিতালের নির্দেশ পালন করা হয় না। এভাবে কুরআনের হুকুমকে অস্বীকার করা হয়।

---

৭৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১-৬৪; আহমাদ, তিরমিযী সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৯৪, 'ইমারত' অধ্যায়।

৮০. বুখারী হা/৩০৪৩; মিশকাত হা/৩৯৬৩।

৮১. ছহীহ ছহীহ বুখারী হা/৭০৫২; ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৫২; মিশকাত হা/৩৬৭১ 'নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৭/২৩৩ পৃঃ; আল্লামা শাওকানী, তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/১২২ পৃঃ, আন'আম ৫৭-এ ব্যাখ্যা দ্রঃ তাফসীরে কুরতুবী, ৬/২৮২ পৃঃ।

৮২. আল-মিলাল ১/১২১ পৃঃ; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৮৬৫৪।

৮৩. মুসলিম হা/৫৫৬; মিশকাত হা/২৮১।

পর্যালোচনা : উক্ত দু'টি আয়াতের ন্যায় আরো একটি আয়াতে বলা হয়েছে, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى 'তোমাদের উপরে হত্যার বদলে হত্যাকে ফরয করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৭৮)*। আয়াতগুলোর হুকুম অনুযায়ী রামাযান আসলে ছিয়াম পালন করা হয়। সারা বছর ছিয়াম পালন করা হয় না। অনুরূপ অন্য কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্বিছাছ কার্যকর হয় না। কিতালের বেলায় উক্ত হুকুম মানতে রাযী নয়। যে কোন সময় কারণ ছাড়াই যুদ্ধ করতে হবে। মূলতঃ তারা জিহাদ ও ক্বিতালের পার্থক্য সম্পর্কে জানে না। কাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করতে হবে, তার বিধান সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। প্রেক্ষাপট ও সুনির্দিষ্ট শারঈ কারণ অনুযায়ী জিহাদের চূড়ান্ত স্তর ক্বিতালের ফরয নির্দেশ পালন করতে হবে।[৮৪] বলা বাহুল্য যে, এটাই সালাফীদের তরীক্বা।[৮৫] কারণ অন্যান্য আয়াতে এর প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা হয়েছে *(বাক্বারাহ ১৯০-৯১, ৯৪ প্রভৃতি)*। এ বিষয়ে জিহাদ ও জঙ্গীবাদ সংক্রান্ত আলোচনা দ্রঃ।

(তিন) শুধু মুখেই শুনি 'মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ'। জীবনভর দাওয়াত দিয়েই গেল আজও জিহাদের সময় হল না। জিহাদের হাতিয়ার কথা, কলম ও সংগঠন। তাই তারা খাতা কলমের মাধ্যমেই জিহাদ করবে। এভাবেই তারা কৌশলে জিহাদকে অস্বীকার করেছে। অথচ জিহাদ ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

পর্যালোচনা : অজ্ঞতার সর্বোচ্চ স্তর যখনই অতিক্রম করে, তখনই কেবল উক্ত কথা আওড়াতে পারে। সাধারণ দাওয়াত ও জিহাদের মর্মার্থ অনুধাবন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। অথচ দাওয়াত হল, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত তাওহীদী আহ্বানকে জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নাম। আর জিহাদ হল- উক্ত তাওহীদী আহ্বান বিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নাম। আর এই প্রচেষ্টা কখনো লেখনীর মাধ্যমে, কখনো বক্তব্যের মাধ্যমে, কখনো সংঘবদ্ধ হয়ে সাংগঠনিকভাবে পালন করা যায়। আর জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে তা হবে ক্বিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ তা'আলা ও

---

৮৪. তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯০-৯২ পৃঃ।

৮৫. বিস্তারিত দেখুনঃ তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯০-৯২ পৃঃ, বাক্বারাহ ১৯০-৯৩ আয়াতের ব্যাখ্যা; তাফসীরে কুরতুবী ২/২৩১ পৃঃ ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অর্থনৈতিক শক্তিকে অগ্রগণ্য করে জিহাদের মাধ্যম করেছেন *(সূরা ছফ ১০-১৩; তওবাহ ৪১-৪৫ প্রভৃতি)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ. 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৮৬] উক্ত পর্যায়গুলোর মধ্যে বর্তমানে কোন্ দেশে কোন্ পদ্ধতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আশা করি তা সকলেই উপলব্ধি করতে সক্ষম। অতএব জিহাদ অর্থ যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং ক্বিতাল যে জিহাদের চূড়ান্ত স্তর তা কি নতুন করে বলার প্রয়োজন আছে? আর জিহাদ ও ক্বিতালের স্বাভাবিক অর্থ নিলে উভয়ের অর্থ হবে শুধু কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঠে সশস্ত্র যুদ্ধ করা।[৮৭] ফলে এ সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াত ও হাদীছের অর্থ সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে যাবে।

(চার) قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ 'তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যতক্ষণ না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়' *(আনফাল ৩৯; বাক্বারাহ ১৯৩)*। **তাদের মতে ফিৎনা বলতে যাবতীয় অবৈধ কর্মকাণ্ড। সেগুলো দূরীভূত করে আল্লাহ্র দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে।**

পর্যালোচনা : অথচ উক্ত আয়াতে 'ফিতনা' বলতে কাফের-মুশরিকদের শিরকী কর্মকাণ্ডের প্রভাব বুঝানো হয়েছে। এই শিরকী প্রভাব মুক্ত হয়ে মানুষ যতক্ষণ কালেমা ত্বাইয়েবার স্বীকৃতি প্রদান না করবে, অথবা কর না দিবে, ততক্ষণ এ সংগ্রাম চলবে।[৮৮] একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একাধিক হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়।[৮৯] তবে এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন সেখানে মুসলিমরা সামগ্রিকভাবে প্রভাব বিস্তার ও শক্তি পয়োগ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল- শতকরা ৯০ জন কালেমা ত্বাইয়েবায় বিশ্বাসী মুসলিম দেশে আজ কার বিরুদ্ধে এ আয়াতের হুকুম প্রয়োগ করবে? তবে মুসলিম রাষ্ট্রকে

---

৮৬. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়; উক্ত হাদীছে 'যবান' দ্বারা কথা ও কলম উদ্দেশ্য।

৮৭. সকল অভিধান দ্রঃ; ফাৎহুল বারী শরহে ছহীহ বুখারী, ৬/৩ ও ৪৬৪৭ পৃঃ।

৮৮. ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯২ পৃঃ; তাফসীরে ইবনে কাছীর (বৈরুত : দারুল মা'রেফাহ, ১৯৮৯/১৪০৯), ১/২৩৪ পৃঃ; সূরা বাক্বারাহ ১৯৩ নং আয়াতে ব্যাখ্যা দ্রঃ।

৮৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২ 'ঈমান' অধ্যায়।

গ্রাস করার জন্য যখন কোন অপশক্তি আক্রমণ করবে, তখন ঐ শক্তির বিরুদ্ধে জান মাল সবকিছু নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটাই কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশ *(বাক্বারাহ ১৯০-১৯১ ও ১৯৪)*। এবং সালাফীদের চিরন্তন আক্বীদা।[৯০] যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রায় প্রতিটি যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছিল প্রতিরোধ বা প্রতিরক্ষামূলক। আর উপরিউক্ত উভয় প্রেক্ষাপটের জন্য কুরআন-হাদীছে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, মুজাহিদদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং শাহাদাতের মর্যাদার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ হল সশস্ত্র জিহাদ স্বাভাবিকভাবেই সাধারণের জন্য অতৃপ্তিকর। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ 'উহা তোমাদের নিকট অপসন্দনীয়' *(বাক্বারাহ ২১৬)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন কর না....'। 'তোমরা তাদেরকে যেখানে পাবে, সেখানে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে, তোমরাও তাদেরকে সে স্থান হতে বহিষ্কার করবে। ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদে হারামের নিকট তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধ করবে না, যতক্ষন না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা করবে' *(বাক্বারাহ ১৯০-৯১)*। পরক্ষণেই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তোমরাও তার উপর অনুরূপ আক্রমণ করবে' *(বাক্বারাহ ১৯৪)*।

উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত আয়াত সমূহকে কেউ কেউ 'মানসূখ' বা হুকুম রহিত বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এ দাবী ঠিক নয়। যেমন শায়খ বিন বায (রহঃ) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়ার বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ وَأَوْلَى مِنْ أَقْوَالِ بِالنَّسْخِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ يَرْحَمُهُ اللهُ.

'মানসূখ হওয়ার চেয়ে না হওয়ার কথাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং শ্রেয়। আর এটাই শায়খ ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-এর মত'।[৯১]

৯০. আলোচনা দ্রঃ তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯০-৯২ পৃঃ।
৯১. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, ফাযলুল জিহাদ ওয়াল মুজাহেদীন (রিয়ায : ইদারতুল বহুছিল ইলমিয়াহ, ১৪১১ হিঃ), পৃঃ ২৬।

দুর্ভাগ্য হল, আজ জিহাদ বা কিতাল সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলোকে সম্পূর্ণ উল্টাভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আর এরূপ উদ্ভট ব্যাখ্যা করার কারণে সর্বত্র বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। যদি এটাই হয় তবে জার্মানীর কুখ্যাত হ্যান্স যে গত ১৩ অক্টোবর '০৪ বাংলাদেশে এসে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে যুদ্ধবাজ বলেছিল, তার মধ্যে আর এদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? অথচ এ কথা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) কখনও অস্ত্র দেখিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং তিনি তাঁর অতুলনীয় অনুপম আদর্শের মাধ্যমেই পথভোলা মানুষকে সত্যের পথে নিয়ে এসেছিলেন।

শান্ত একটি মুসলিম দেশে কথিত জিহাদের নামে বিভিন্ন অপকর্ম সাধন করা বিপর্যয় সৃষ্টি করারই নামান্তর। কারণ এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। নিম্নের হাদীছটি লক্ষ্য করুন-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوْا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِيْ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِيْ فَقَالَا أَلَمْ يَقُلِ اللهُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّيْنُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تُقَاتِلُوْا حَتَّى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِغَيْرِ اللهِ.

'একদা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নিকট দু'জন ব্যক্তি এসে বলল, লোকেরা ফিৎনা সৃষ্টি করছে, অথচ আপনি ওমর (রাঃ)-এর পুত্র এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম সাথী। তাদের বিরুদ্ধে বের হতে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার মুসলিম ভাইয়ের রক্তকে আমার প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। তখন তারা বলল, আল্লাহ কি বলেননি, 'যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর'? *(বাক্বারাহ ১৯৩)*। তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'আমরা যুদ্ধ করেছি যতক্ষণ না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তোমরা যুদ্ধ করতে চাচ্ছ ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এবং গায়রুল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য'।[৯২]

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বের বাণী আজকের প্রেক্ষাপটের সাথে কী চমৎকার মিল রয়েছে! জিহাদের নামে দেশে গায়রুল্লাহর দ্বীনই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

---

৯২. ছহীহ ছহীহ বুখারী হা/৪৫১৩; মিশকাত হা/৫৯৯৫।

চলছে। যেকোন সময় স্বাধীন মুসলিম দেশটির উপর ইসলাম বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসী শক্তি হানা দিবে। ইবনু ওমর (রাঃ)-এর উক্তি কী সাক্ষ্য দেয়?

আজকে যেভাবে আমরা ইসলামী বিধানে প্রায় সবই শান্তভাবে পালন করছি, সেদিন কি তা সম্ভব হবে? উক্ত দেশগুলোর অধিবাসীদের করুণ আর্তনাদ কি আমরা শ্রবণ করছি না! হে তরুণরা সাবধান! তোমরা পাগলা ঘোড়ার ন্যায় দিকভ্রান্ত হয়ে কোথায় ছুটে চলেছ? মূলতঃ তাদের লক্ষ্য হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম করে তড়িৎ ক্ষমতা অর্জন অথবা শাহাদত (?) বরণ করা। তাই যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত আয়াত ও হাদীছকে একত্রিত করে জিহাদের নামে মাত করছে। অথচ তারা সেগুলোর মৌলিক অর্থ জানে না। কখন, কার বিরুদ্ধে সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কেও জ্ঞান রাখে না। তারা শর্টকার্ট যে কোন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শাহাদতকে নিজেদের ইচ্ছাধীন প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। অথচ সোনালী যুগের অসংখ্য মর্দে মুজাহিদ কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে আজীবন সশস্ত্র জিহাদ করেছেন, শাহাদতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে বারংবার অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু অবশেষে শাহাদত তাদের ভাগ্যে জুটেনি। যদিও তাঁরা পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ্র নিকট শাহাদতের মর্যাদা পাবেন।[৯৩] এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত চির অজেয় বীর খালিদ সাইফুল্লাহ (রাঃ)।

আজকাল দেখা যায়, যে সমস্ত তরুণকে দীর্ঘদিন রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী রাফউল ইয়াদায়েন করে, বুকের উপর হাত বেঁধে, সরবে আমীন বলে ছালাত আদায় করার জন্য নছীহত করলেও কোনই ফল হয়নি। অথচ ঐ তারাই শাহাদাতের ধোঁকায় পড়ে রাতারাতি সবকিছুই গ্রহণ করেছে। কুরআন-সুন্নাহ্র বিধান জানা সত্ত্বেও কোনদিন সুন্নাতী দাড়ি রাখেনি, পোষাক পরেনি। কিন্তু হঠাৎ সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এমনকি লেখাপড়াকে পর্যন্ত হারাম মনে করে ছেড়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, 'বছরের পর বছর আল্লাহ লেখা পড়ার জন্য পাঠাননি', 'ছাহাবীগণ কি এত লেখাপড়া করেছেন'? ইত্যাদি মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছে। মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরকে বুঝানো হচ্ছে, তাহক্বীক্ব, তা'লীল, তারকীব, কুরআন-হাদীছের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য আল্লাহ বলেননি। শুধু জানতে হবে আল্লাহ এক। তার দলীল فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ 'তুমি জান যে আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই' (মুহাম্মাদ ১৯)।

৯৩. ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়।

আফসোস! দ্বীনের সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা আর শাহাদতের জন্য তারা পাগল। এ কেমন অজ্ঞতা! কেমন ধোঁকাবাজি! আত্মহত্যার কী সুন্দর অভিনব পন্থা!

(পাঁচ) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ 'আল্লাহ তা'আলা যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৪৪)*। **সুতরাং শাসকগোষ্ঠী যে কোন অন্যায় করলে বা অন্যায় কর্ম প্রতিরোধ না করলে এবং ইলাহী বিধান প্রতিষ্ঠা না করলে তারা কাফের হয়ে যাবে এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে।**

পর্যালোচনা : উক্ত আয়াতের পরে আরো দু'টি আয়াত রয়েছে। যেমন- وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'আল্লাহ তা'আলা যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা যালেম' এবং وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ أُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُوْنَ 'আল্লাহ তা'আলা যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা ফাসেক্ব' *(মায়েদাহ ৪৫ ও ৪৭)*। একই অপরাধ করে কেউ কাফের হচ্ছে, কেউ যালেম আবার কেউ ফাসেক্ব হচ্ছে। তাই এর কারণ জানা আবশ্যক। কখন কাফের, কখন যালেম এবং কখন ফাসেক্ব তা স্পষ্ট না হলে বিভ্রান্তিতে পড়া স্বাভাবিক। মূলতঃ যারা আল্লাহ্র বিধানকে বিশ্বাস করে না, অনুসরণ করে না এবং অন্যকে অনুসরণ করতে বাধা দেয় তারা পরিষ্কার কাফের। যারা বিশ্বাস করে কিন্তু নিজেরা অনুসরণ করে না, কাউকে করতেও দেয় না তারা যালেম। আর যারা বিশ্বাস করে কিন্তু মানে না, কেউ অনুসরণ করলে বাধা দেয় না তারা ফাসেক্ব।[৯৪] কাফের মুরতাদকে হত্যা করার শরী'আতে বিধান আছে। কিন্তু যালেম ও ফাসেক্বকে হত্যা করার কোন বিধান আছে কি? কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে খারেজীদের সামান্য জ্ঞান না থাকার কারণে তারা তাদের অশুভ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সরাসরি কাফের, মুরতাদ বলে থাকে। অথচ কাফের, যালেম ও ফাসেক্ব সবার হুকুম কখনোই এক নয়। তাই আলোচ্য আয়াতের বাখ্যায় ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন,

---

৯৪. তাফসীরে কুরতুবী ৬/১৯০ পৃঃ; ইবনু কাছীর ৩/১২০ পৃঃ।

وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُوْلُ إِنَّ كُلَّ مَنْ كَفَرَ فَهُوَ فَاسِقٌ ظَالِمٌ عَاصِيٌ وَلَيْسَ كُلُّ فَاسِقٍ ظَالِمٍ عَاصٍ كَافِرًا بَلْ قَدْ يَكُوْنُ مُؤْمِنًا بِاللهِ التَّوْفِيْق.

'আমরা বলি প্রত্যেকেই যারা কুফরী করে তার ফাসেক্ব, যালেম, পাপী। আর প্রত্যেক ফাসেক্ব, যালেম পাপী কাফের নয়, বরং আল্লাহ্র মর্জি অনুযায়ী কিছুটা হলেও মুমিন থাকে'।[৯৫] অন্যত্র তিনি বলেন,

ذَهَبَ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَالْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَاسِقٌ نَاقِصُ الْإِيْمَان.

'আহলেহাদীছগণ এবং ফক্বীহগণের নিকটে ঐ ব্যক্তি ফাসেক্ব মুমিন ও অপূর্ণাঙ্গ ঈমানদার'।[৯৬]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন, এ ব্যাপারে মধ্যমপন্থী বক্তব্য হল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য। তাই আমরা বলি,

هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيْمَانِ أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيْمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيْرَتِهِ.

'ঐ ব্যক্তিও মুমিন। তবে অপূর্ণাঙ্গ মুমিন অথবা পাপী মুমিন কিংবা তার ঈমানের বলয়ে সে মুমিন, আর কাবীরা গোনাহের কারণে সে ফাসেক্ব'।[৯৭] আল্লামা ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) বলেন,

فَهُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيْمَانِ أَوْ مُؤْمِنٌ بِالْإِيْمَانِ فَاسِقٌ بِالْكَبِيْرَةِ.... فَلَا يُشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَنَّهُ فِى النَّارِ لِذَنْبٍ عَمِلَهُ وَلَا لِكَبِيْرَةٍ أَتَاهَا وَلَانُخْرِجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ.

'ঐ ব্যক্তিও মুমিন তবে অপূর্ণাঙ্গ মুমিন অথবা ঈমানের কারণে সে মুমিন এবং কাবীরা গোনাহের কারণে ফাসেক্ব। .... সুতরাং আহলে কিবলার কারো উপর কোন পাপের কারণে জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দেয়া যাবে না, এমনকি সে কাবীরা গোনাহ করলেও। আমরা তাকে কোন অপকর্মের জন্য ইসলাম থেকেও বের করে দেই না'।[৯৮] অন্যত্র তিনি বলেন,

---

৯৫. আল-ফিছাল ২/২৫৫; আরো দ্রঃ ফিরাকুন মু'আছিরাহ ১/২৮৩ পৃঃ।
৯৬. আল-ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, ২/২৫০ পৃঃ।
৯৭. শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৭/৬৭৩ পৃঃ।
৯৮. ঐ, কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ৮৫।

لَايُكَفَّرُ أَهْلُ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِيْ وَالْكَبَائِرِ.

'কাবীরা গোনাহ বা অন্যান্য পাপের কারণে আহলে ক্বিবলার কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যায় না'।[৯৯]

ইমাম ত্বাহাবী (২৩৯-৩২১ হিঃ) বলেন,

وَلَانُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَّالَمْ يَسْتَحِلَّهُ وَلَانَقُوْلُ لَايَضُرُّ مَعَ الْإِيْمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ.

'আমরা এমন কোন অপরাধের কারণে আহলে ক্বিবলার কাউকে কাফের আখ্যায়িত করি না, যে অপরাধ তার (জান-মাল) হালাল করে না। আবার এটাও বলি না যে, সে যে অপরাধ করে তা তার ঈমানের ক্ষতি করে না'।[১০০]

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তিদের সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُ يَشْفَعُ فِيْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَأَنَّهُ لَايَخْلُدُ فِي النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ.

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করবেন। আর আল্লাহকে এক বলে স্বীকারকারী তাওহীদপন্থীদের একজনও জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না'।[১০১] তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের উপমা পেশ করতে গিয়ে সালাফ বিদ্বানগণের কথা তুলে ধরেন,

يَقُوْلُ عَلَمَاءُ السَّلَفِ فِي الْمُقَدَّمَاتِ الْإِعْتِقَادِيَّةِ لَانُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ وَلَانُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَقَدْ ثَبَتَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَشُرْبُ الْخَمَرِ عَلَى أُنَاسٍ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُحْكَمُ فِيْهِمْ مِنْ كُفْرٍ... بَلْ جُلِّدَ هَذَا.

---

৯৯. কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ৮৪।
১০০. শরহে আল-আক্বীদাতুত ত্বহাবীয়াহ, পৃঃ ৩৫৫।
১০১. মাজমূ'উ ফাতওয়া, ১/১০৮ পঃ।

'সালাফী বিদ্বানগণ আক্বীদার ক্ষেত্রে ভূমিকাতেই বলে থাকেন যে, আমরা কোন অপরাধের কারণে আহলে ক্বিবলার কাউকে কাফের আখ্যায়িত করি না এবং কোন অপকর্মের জন্যও তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেই না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে অনেক মানুষের দ্বারা ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপানের মত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যাপারে কাফের হওয়ার বিধান পেশ করা হয়নি। ... বরং এক্ষেত্রে শাস্তির বিধান করা হয়েছে'।[১০২]

কুফরীর প্রকার :

কুফর দু'প্রকার : (১) كُفْـرٌ اعْتِقَـادِىٌّ বা বিশ্বাসগত কুফরী, যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। (২) كُفْـرٌ عَمَلِـىٌّ আমলগত কুফরী, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তবে সে মহাপাপী হয়, যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। প্রথমটি বড় কুফর (كفر أكبر) এবং দ্বিতীয়টি ছোট কুফর (كفر أصغر)। তাই কেউ আক্বীদাগতভাবে কাফের না হলে তাকে কুফরির হুকুম বা হত্যার হুকুম দেওয়া যাবে না। এটাই সালাফীদের আক্বীদা। ইবনু তায়মিয়া, আলবানী (রহঃ) এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন। অতএব কাবীরা গোনাহের কারণে কোন মুসলিম শাসককে কাফের আখ্যা দেয়া যাবে না, যদি আল্লাহকে, দ্বীন ইসলামকে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদর্শিত শরী'আতকে বিশ্বাস করে।[১০৩]

উক্ত কারণেই মানুষ হত্যা ও নানা নির্যাতন করলেও ফাসেক্ব শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে ইবনু ওমর (রাঃ) সহ কোন ছাহাবী কাফের ফৎওয়া দেননি। তাই হাসান বাছরী (রাঃ) ফাসেক শাসক্ব হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সম্পর্কে বলেন, إِنَّ الْحَجَّاجَ عَذَابُ اللهِ فَلَا تَدْفَعُوْا عَذَابَ اللهِ بِأَيْدِيْكُمْ وَلَكِنْ عَلَيْكُمُ الْاسْتِكَانَةُ وَالتَّضَرُّعُ. 'হাজ্জাজ আল্লাহ্র গযব। সুতরাং তোমরা তোমাদের হাত দ্বারা আল্লাহ্র গযবকে প্রতিহত কর না। বরং তোমাদের উচিত বিনীত ও বিনম্র হওয়া'।[১০৪]

---

১০২. বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৭/৬৭০-৬৭৬ পৃঃ।

১০৩. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন, ফিতনাতুত তাকফীর ওয়াল হাকেমিয়াহ (ছাপা : ১৪১৬হিঃ), পৃঃ ৩৩; এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আ-গালিব প্রণীত, 'জিহাদ ও কিতাল' বই।

১০৪. মাসিক আল-ফুরক্বান (কুয়েত : জমঈয়াতু এহইয়াত তুরাছ আল-ইসলামী, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮০, ১০ম বর্ষ, পৃঃ ১৬।

অনুরূপ 'কুরআন সৃষ্ট' এই কুফরী মতবাদের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) তাঁর উপর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতনকারী খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহ (২১৮-২২৭ হিঃ)-কে 'কাফের' বলেননি। বরং তার ইস্তিগফারের জন্য দো'আ করেছেন একারণে যে, খলীফা ও তাঁর সাথীদের নিকট প্রকৃত বিষয়ের স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না।[১০৫]

(ছয়) গোনাহগার শাসক ও শাসিতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব এবং তাদের জান-মাল হালাল। কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি ঈমানশূন্য কাফের, হত্যাযোগ্য অপরাধী এবং তওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

পর্যালোচনা : উক্ত আক্বীদার ভিত্তিতে সামান্য অপরাধের কারণে তারা মুসলিম দেশের শাসকগোষ্ঠীকে কাফের সাব্যস্ত করে এবং তাদেরকে হত্যা করাই এর একমাত্র সামাধান মনে করে।[১০৬] এমনকি তাদের মতে প্রজাসাধারণ যদি কোন অপরাধ করে আর শাসকগণ সেই অপরাধের প্রতিরোধ না করে, তবে তারাও চূড়ান্ত অপরাধী হিসাবে কাফের।[১০৭] এছাড়া সামান্য অপরাধর জন্য তারা যে কোন সাধারণ ব্যক্তিকেও কাফের, মুরতাদ সাব্যস্ত করে, জান-মালকে হালাল মনে করে নৃশংসভাবে হত্যা করে, ধন-সম্পদ লুট করে।

তারা বিশেষতঃ বিদ্রোহ করে শাসকদের বিরুদ্ধে এবং যারা তাদের দলভুক্ত নয়, যারা তাদের এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে এবং সংশোধন হওয়ার পথ বাতলিয়ে দেয় তাদের বিরুদ্ধে। মূল কথা হল- নিজেদের যেকোন স্বার্থের এতটুকু কেউ বিরোধিতা করলে তারা তার বিরুদ্ধে চরম পন্থা বেছে নেয়।[১০৮] শুধু তাই নয় তাদেরকে সরাসরি মুশরিক ও জাহান্নামী পর্যন্ত

---

১০৫. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (রিয়াদ : ১৪০৪ হিঃ) ২৩/৩৪৮-৪৯; আবু ইয়া'লা, তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ১/১৬৩-৬৭, ২৪০ পৃঃ।

১০৬. وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى النار... قالوا من كذب كذبة صغيرة أو عمل ذنبا صغيرا فأصر على ذلك فهو كافر وكذالك أيضا فى الكبائر আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/১১৪ পৃঃ; আল-ফিছাল ফিল মিলাল, ৩/১২৫ পৃঃ 'খারেজীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের বর্ণনা' অধ্যায়।

১০৭. فالسيف جزاؤه العاجل... فقد وإذا صدر منه أقل ذنب فإما أن يعتدل يلعن توبته وإلا أيضا فى كفر رعيته فإذا تركه رعيته دون إنكار فإنهم يكفرون اعتبر هؤلاء كفر الإمام سببا ফিরাকুন মু'আছিরাহ ১/২৭৫ ও ২৮৯; আল-ফারকু বায়নান ফিরাক্ব, পৃঃ ৮৮; আল-মিলাল ১/১২৬।

১০৮. السر والستحلوها فى العلانية إنهم يرون أن الخالفين لهم كفار..... وحرموا دمائهم فى আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব, পৃঃ ৮২-৮৩; ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২৫৯ পৃঃ।

মনে করে।[১০৯] ঐ ব্যক্তি যত বড় হক্বপন্থীই হোন না কেন, বড় মুহাদ্দিছ হোন আর আলেম হোন। তাই ওছমান, আলী, ইবনু খাব্বাব (রাঃ) সহ কতিপয় ছাহাবীকে তারা হত্যা করেছে।

এছাড়া তাদের দৃষ্টিতে যে সমস্ত মুসলিম ব্যক্তি চারিত্রিক স্খলনের দোষে দুষ্ট এবং যারা সূদ-ঘুষ, গান-বাজনার মত বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িত, তারা কাফের ও হত্যাযোগ্য অপরাধী। অনুরূপভাবে যারা বিধর্মীদের কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত, যারা গণতন্ত্রসহ অন্যান্য মানব রচিত মতবাদে বিশ্বাসী, এমনকি শরী'আত বিরোধী দেশের সংবিধানের অধীনে এমপি, মন্ত্রী, দায়িত্বশীল হিসাবে শপথ গ্রহণ করে তারাও সরাসরি কাফের অথবা মুশরিক। তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব, তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া বৈধ। যদিও সেই শাসকগোষ্ঠী এবং জনগণ ছালাত, ছিয়াম সহ অন্যান্য ইসলামী বিধি-বিধানও পালন করে থাকে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূলগণ, ফেরেশতামণ্ডলী, কিতাব সমূহ, পরকাল ও তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে চরমপন্থীরা শাসকদের শ্রেণীভেদকেও একাকার করে ফেলেছে। তারা ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রের পার্থক্য করতে পারেনি। শাসক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করার নীল দর্শন পেশ করতে গিয়ে তারা মূলতঃ এ পথে বিভিন্নরূপী বাধারই সৃষ্টি করেছে।

মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে কখন বিদ্রোহ করা যাবে?

যে দেশে সাংবিধানিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই ইসলামী দেশের শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে শর্তারোপ করেছেন, তার আলোকেই করতে হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশের শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েম করতে হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম মদীনা এবং পরবর্তীতে মক্কায় কিভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েম করেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত শাসকের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটিয়েছেন সেই পদ্ধতিই বিশেষভাবে অনুসরণীয়।

অন্যদিকে কোন মুসলিমপ্রধান দেশের শাসকগোষ্ঠী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যদি সেদেশে সাংবিধানিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তাহলে তার অপসারণের বিষয়টি একটু ভিন্ন। কারণ হল তারা মুসলিম। এছাড়া তারা যদি

---

১০৯. মুহাম্মাদ আহমাদ আবু যাহরাহ, আল-মাযাহিবুল ইসলামিয়াহ (মিসরঃ ইদারতুছ ছাক্বাফিয়াহ আল-আম্মাহ, তাবি), পৃঃ ১২০।

ইসলামের বিধি-বিধানে বিশ্বাস করে, সাধ্যপক্ষে নিজেরাও পালন করার চেষ্টা করে এবং জনসাধারণও যদি শান্তভাবে পালন করতে পারে, তাতে কোন বাধা না আসে, বরং কখনো কখনো সহযোগিতা করে, তবে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এ জন্য দু'টি পথ অবলম্বন করতে হবে।

(এক) এমতাবস্থায় শাসক পরিবর্তন করাই বেশি যরূরী নয় বরং রাষ্ট্রকে ইসলামী দেশ হিসাবে ঘোষণা করা, সাংবিধানিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশে সামগ্রিকভাবে ইসলামের বিধান প্রয়োগ করা- এক কথায় ইসলামী খেলাফাত প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রতি সর্বাত্মক চাপ সৃষ্টি করাই বেশি যরূরী। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত মুসলিমপ্রধান দেশে সামগ্রিক পরিসরে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই ওয়াকিফহাল করে গড়ে তোলা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সুশীল সমাজ ব্যবস্থার যে বাস্তবতা সে সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করাও অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যেন স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষে যথোপযুক্ত গণ-সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এদেশে শতকরা ৯০ জন নাগরিকই মুসলিম, শাসকগোষ্ঠীও মুসলিম। তাই প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব হল, এক আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে নিজেদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে সেই আল্লাহ্র বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা করতঃ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জোর আন্দোলন করা। এক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃবৃন্দ, আলেম-ওলামা, ইসলামী ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অবশ্যই অগ্রগণ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল- তা কিভাবে সম্ভব? মুসলিম নেতৃবৃন্দ আজ স্ব স্ব দল ও মত নিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড। আবার প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। অথচ তারা পথ ও পদ্ধতি, আক্বীদা ও আমলের বিভিন্নতায় শতধাবিভক্ত। এছাড়া হিন্দু, গ্রীক, পারসিক দর্শনের প্রভাবে সৃষ্ট ছূফী, মা'রেফতী, পীর-ফকীরী ধোঁকাবাজী, ইলিয়াসী শৈথিল্যবাদ এবং বিভিন্ন তরীকাপন্থী অসংখ্য জোটেরও একটি বৃহৎ অংশ ইসলামের কথিত ধ্বজাধারী হিসাবে এদেশে বিদ্যমান, যারা দেশের ধনিক শ্রেণী ও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক আমলাদের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় টিকে আছে।

এছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলতে হেজাযের 'হেরা' পর্বতের নিভৃতে নাযিল হওয়া মক্কা-মদীনার আসল ইসলাম, না কি পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে কালের বাঁকে বাঁকে প্রণীত ইসলাম, এ নিয়েও রয়েছে দূরতম মতপার্থক্য। যেহেতু মূল

ইসলাম এবং পরিবর্তিত বা বিকৃত ইসলামের মাঝে উৎসস্থান, সূচনাকাল, ভিত্তি ও অনুসরণীয় নীতির দিক থেকেও রয়েছে সর্বাঙ্গীন বৈপরীত্য। তাই মুসলিমদের একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বাধা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এরই মাঝে কোন ইসলামী দল যদি নানামুখী স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুযোগ মত বিভিন্ন বস্তুবাদী দলের সাথে একাকার হয়ে যায়, তবে সেটাও জটিলতর সমস্যা। সকল ক্ষেত্রে এমন মতপার্থক্য বিদ্যমান রেখে একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব। এমনকি স্ব স্ব ব্যক্তি জীবনে প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও নানা মতপার্থক্যের কারণে নিরুৎসাহিত হতে হয় এবং বিভিন্নমুখী বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

অতএব প্রকৃত ইসলাম তথা কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকেই সকল প্রকার কর্মনীতি নির্ধারণ করতে হবে। তবেই অনৈক্যের যাবতীয় ভিত্তি নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য। এই একক অভ্রান্ত নীতিতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এক প্লাটফরমে জমায়েত হলে নিঃসন্দেহে জনতাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের অনুসরণ করবে। কারণ জনগণের মাঝে ঠিকই ঐক্য আছে, ঐক্য নেই কেবল নেতাদের মাঝে। এক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক প্রস্তাব উপস্থাপন করা যেতে পারে-

(ক) সকল ক্ষেত্রে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই নিঃশর্তভাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে (খ) স্ব স্ব দলের পক্ষ থেকে প্রণীত উছূলী বিতর্ক, ব্যাখ্যাগত বৈপরীত্য এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন ফিক্বহী মাসআলা নিঃসঙ্কোচে পরিহার করতে হবে এবং এ সমস্ত বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও নীতির অনুসরণ করতে হবে (গ) যঈফ ও জাল হাদীছ এবং এর আলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত আমলসমূহ দ্বিধাহীন চিত্তে পরিত্যাগ.করতে হবে (ঘ) ভালোর দোহাই দিয়ে সৃষ্ট ভিত্তিহীন আমল সমূহ দ্বিধাহীন চিত্তে পরিত্যাগ করতে হবে (ঙ) বিভিন্ন তরীক্বা, পীর-মুরীদী প্রথা ও ছূফী-মা'রেফতী দর্শনের নামে পীর পূজা, কবর পূজা সহ যাবতীয় শিরকী কর্মকাণ্ডকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে (চ) সঠিক কর্মনীতির প্রতি আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সকলকেই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে উদার প্রাণ হতে হবে। আবুবকর, ওমর (রাঃ)-এর মত উম্মতের সেরা ব্যক্তিবর্গ সঠিক বিষয়ের প্রতি আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, সেভাবে অগ্রসর হলে ইনশাআল্লাহ মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব।

অতএব মৌলিক ক্ষেত্র সংশোধন না করে শাসকগোষ্ঠীকে পরিবর্তনের এলোপাতাড়ি শর্টকাট প্রচেষ্টা একেবারেই মূল্যহীন। তবে শাসকগোষ্ঠী যদি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, এমনকি সংশোধনেরও নিতান্ত অযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে বৈধ পন্থায় তাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। অন্যথা কাফের, মুশরিক, মুরতাদ আখ্যায়িত করে হত্যাকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করার নীতিমালা ইসলামে নেই। এদিকে ইসলামী দেশের শাসকের ক্ষমতাচ্যুতির ক্ষেত্রে হাদীছে মৌলিক দু'টি কারণ উল্লেখিত হয়েছে।

(শাসক যদি প্রকাশ্য কুফরী করে, যা পবিত্র কুরআন কিংবা ছহীহ হাদীছের সুনির্দিষ্ট বিধান দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ '.... যতক্ষণ তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী কাজ প্রত্যক্ষ না করবে, যে বিষয়ে তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে'।[১১০] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮২৫ হিঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন,

أَىْ نَصٌّ أَوْ خَبَرٌ صَحِيْحٌ لَايُحْتَمَلُ التَّأْوِيْلُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَايَجُوْزُ الْخُرُوْجُ عَلَيْهِمْ مَادَامَ فِعْلُهُمْ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلَ.

'অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অথবা ছহীহ হাদীছ দ্বারা (কুফরী) সাব্যস্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে কোনরূপ অনুমান বা সন্দেহ করা যাবে না। এতে স্পষ্ট হয় যে, যতক্ষণ তাদের কর্মকাণ্ড অনুমান বা সন্দেহের আড়ালে থাকবে ততক্ষণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিচ্ছিন্ন হওয়া বৈধ হবে না'।[১১১]

ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, শাসকদের শাসন কর্তৃত্বের ব্যাপারে তোমরা বিসম্বাদ বা টানা-হেঁচড়া কর না এবং তাদের উপর হস্তক্ষেপও কর না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের মধ্যে প্রকাশ্য মুনকার কাজ প্রত্যক্ষ না কর, যা ইসলামের মূলনীতি সমূহের আলোকেই তোমরা জানতে পারবে। যখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের ঐ কাজের বিরোধিতা করবে এবং যেখানেই অবস্থান কর না কেন সেখানেই হক্ব কথা বলবে।

---

১১০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭০৫৬; মিশকাত হা/৩৬৬৬।
১১১. দ্রঃ ফাৎহুলবারী ১৩/১০ পৃঃ, হা/৭০৫৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।

وَأَمَّا الْخُرُوْجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنْ كَانُوْا فَسَقَةً ظَالِمِيْنَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيْثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَايَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ.

'এছাড়া তাদের দল থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে হত্যা করা মুসলিম উম্মাহ্র ঐকমত্যে হারাম। যদিও তারা অত্যাচারী বেশধারী ফাসেক্বও হয়। আমি যা উল্লেখ করলাম হাদীছগুলো সে অর্থই প্রকাশ করে। তাছাড়া আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, ফাসেক্বী কর্মের দোষে শাসকদেরকে অপসারণ করা যাবে না'।[১১২]

(দুই) অবশেষে ছালাত পর্যন্ত যদি আদায় না করে বা সাধারণের মাঝে ছালাত কায়েম না করে।[১১৩] অর্থাৎ রাষ্ট্রে যদি ছালাত আদায় করতেও বাধা আসে।[১১৪] উপরিউক্ত উভয় পরিস্থিতিতে প্রজাসাধারণের করণীয় হিসাবে দু'টি দিক রয়েছে। (ক) শাসক পরিবর্তনের যথোপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য, দৃঢ় বিশ্বাস ও মোক্ষম প্রেক্ষাপট সম্পন্ন বাস্তবতা থাকলে তার বিরুদ্ধে বৈধ পন্থায় বিদ্রোহ করা যাবে। উল্লেখ্য, বহিঃশত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হলে যেকোন প্রকার শাসকের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে। (খ) বিরাজমান পরিস্থিতির চেয়ে যদি আরো অধিক বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা থাকে, তাহলে ধৈর্যধারণ করতে হবে। এর দীর্ঘতা যদি ক্বিয়ামত পর্যন্তও প্রলম্বিত হয়। সম্ভবতঃ এজন্যই দ্বিতীয় বিষয়টির প্রতিই রাসূল (ছাঃ) বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন মর্মে হাদীছ দ্বারা অনুমিত হয়। যেমন তিনি বলেন,

إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ أَثَرَةً شَدِيْدَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ.

'নিশ্চয়ই আমার পরে তোমরা অতি সত্ত্বর (শাসকদের) চরম স্বার্থপরতার সাক্ষাৎ পাবে। তাই হাউযে কাওছারের প্রান্তে আমার সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তোমরা ধৈর্যধারণ করবে'।[১১৫] অন্যত্র তিনি বলেন,

---

১১২. ছহীহ মুসলিম শরহে নববী সহ (বৈরুত: দারুল মা'রেফাহ, ১৯৯৬ খৃঃ), ১১-১২ খণ্ড, পৃঃ ৪৩২-৩৩, হা/৪৭৪৮ 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬।

১১৩. ছহীহ মুসলিম হা/১৮৫৫; মিশকাত হা/৩৬৭১ 'ইমরাত' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ ৭/২৩৩ পৃঃ।

১১৪. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী ৬/৪৪৯ পৃঃ, হা/২৩২৭ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ 'ফিতান' অধ্যায়।

১১৫. ছহীহ ছহীহ বুখারী হা/৩৭৯২; মুসলিম হা/৪৭৫৬ ও হা/২৪৩৩।

وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

'যদিও তোমার পৃষ্ঠদেশে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তার কথা শ্রবণ করবে এবং আনুগত্য করবে'।[১১৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ أَثَرَةً وَأُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوْا اللهَ حَقَّكُمْ.

'নিশ্চয়ই আমার পর তোমরা অচিরেই (শাসকদের) এমন সব স্বর্থপরতা ও শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড অবলোকন করবে, যেগুলো তোমরা অপসন্দ করবে। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে সময়ের জন্য আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন, তাদের প্রাপ্য তোমরা পরিশোধ করবে এবং তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে'।[১১৭] উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী উপযুক্ত আলোচনা করেছেন।[১১৮]

বাধ্যগত অবস্থায় করণীয় :

শর্তানুযায়ী কখনো শাসকের কোন অন্যায় কাজের আনুগত্য করা বা সহযোগিতা করা যাবে না। এমনকি তার অন্যায় কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। নইলে এরূপ দ্বিমুখী স্বার্থপরতার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। বরং যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিবাদ করতে হবে, শাসকের সামনে হক্ব কথা বলতে হবে, সঠিক পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করতে হবে এবং তার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।[১১৯] অন্য হাদীছে আছে,

---

১১৬. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৬২; আহমাদ, ইবনু হিব্বান, ফাৎহুল বারী ১৩/৯ পৃঃ, হা/৭০৫২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ ।

১১৭. ছহীহ ছহীহ বুখারী হা/৭০৫২; মুসলিম হা/৪৭৫২।

১১৮. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৬২;- فيه الحث على السمع المتولى ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولايخرج عليه ولايخلع بل يتضرع إلى الله والطاعة وإن كان تعالى فى كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه.

১১৯. শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬ 'নেতৃত্ব' অধ্যায়।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوْا : أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لَا مَاصَلَّوْا.

'তোমাদের মধ্যে অনেক আমীর হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, কোন কাজ মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি ঐ কাজকে অপসন্দ করবে, সেও নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসারী হবে (সে মুক্তিও পাবে না নিরাপত্তাও পাবে না)। ছাহাবীগণ বললেন, তাহলে কি আমরা তখন ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে'।[১২০]

আউফ ইবনু মালিক (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে,

مَا أَقَامُوْا فِيكُمُ الصَّلَاةَ مَا أَقَامُوْا فِيكُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاكْرَهُوْا عَمَلَهُ وَلَاتَنْزِعُوْا يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ.

'না যতক্ষন তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করে । না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করে। অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের শাসকদের নিকট থেকে এমন কিছু দেখবে, যা তোমরা অপসন্দ কর, তখন তোমরা তার কার্যকে অপসন্দ কর; কিন্তু তাদের থেকে আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিয়ো না'।[১২১] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ 'যে ব্যক্তি স্বৈরাচার শাসকের নিকটে হক্ব কথা বলে তার জন্য সেটাই সর্বোত্তম জিহাদ'।[১২২] দাওরী (রাঃ) থেকে ইবনু তীন বর্ণনা করেন,

الذى عليه العلماء فى أمر الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولاظلم وجب وإلا قالوا جب الصبر.

১২০. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১ 'নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৭/২৩৩ পৃঃ।

১২১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৫।

১২২. তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭০৫।

'স্বৈরাচার শাসকদের সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হল, বিশৃংখলা-বিপর্যয় এবং সীমালংঘন ছাড়াই যদি তার থেকে আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করা যায়, তাহলে তা অবশ্যই করা যাবে। অন্যথা ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব'।[১২৩] ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রাঃ) বলেন, اَلصَّبْرُ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ أَصْلٌ مِّنْ أُصُوْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. 'স্বৈরাচার শাসকদের উপর ধৈর্যধারণ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি মূলনীতি'।[১২৪]

কোন্ শাসক কোন্ প্রকৃতির বা কে যালেম কে ফাসেক, কে প্রকৃত অপরধী এবং কে ন্যায়পরায়ণ সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। দুর্ভাগ্য হল, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে চরমপন্থীরাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শাসকদের বিরুদ্ধে অন্যায় বিদ্রোহের সূচনা করে। এই মূল সূত্র ধরে সকল যুগেই মুসলিমদের মধ্যে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলার বীজ উপ্ত হয়েছে। খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন শায়খ আল-হাবী তার এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন, চরমপন্থী খারেজীরা তাদের অজ্ঞতা, তাতে তারা দ্বীনও কায়েম করতে পারেনি, দুনিয়াতেও টিকে থাকতে পারেনি। অনুরূপ দ্বীনের মধ্যে যেমন স্বস্তি ফিরে আনতে পারেনি তেমনি দুনিয়াতেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি (فلا أقاموا دينا ولاأبقوا دنيا... لايحصل به صلاح الدين ولاصلاح الدنيا)

তিনি আরো বলেন, এতে করে পৃথিবীতে কেবল চরম নৈরাজ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য সকল যুগেই এ সমস্ত কর্মকাণ্ডকে মুসলিম বিশ্ব ধিক্কার জানিয়েছে। বিশেষ করে এ মতবাদের সূচনাকালে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবুবকর ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ), সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব, হাসান বাছরী (রহঃ) প্রমুখ সোনালী যুগের সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ এ সমস্ত নির্মম হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে নিন্দা জানিয়েছেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

---

১২৩. ফাৎহুল বারী ১৩/১০; এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছহীহ মুসলিম শরহে নববী, ১১ ও ১২ তম সংযুক্ত খণ্ড, পৃঃ ৪৩২-৪৩৫ ও ৪৪০, হা/৪৭৪৮-এর ব্যাখ্যা, 'ইমারত' অধ্যায়।

১২৪. ঐ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৫২৭ পৃঃ।

فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيْلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيْلِهَا وَتَعْطِيْلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيْهَا...

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং তার পরিপূর্ণতা দান করার জন্য। আর বিপর্যয়-বিশৃংখলাকে উৎখাত ও হ্রাস করার জন্য। সুতরাং খলীফা ইয়াযীদ, আব্দুল মালেক ও মানছূর-এর মত কাউকে বর্জন করে অস্ত্র দেখিয়ে হত্যা করা, অতঃপর অন্যকে বসানোর পক্ষে মত পোষণ করা হবে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। কারণ তা শান্তির চেয়ে অনেক বিপর্যয়কর (فهذا رأى فاسد فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحة)। শায়খ আল-হাবী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেন,

لَمْ يُثْنِ الرَّسُوْلُ عَلَى أَحَدٍ بِقِتَالٍ فِيْ فِتْنَةٍ وَإِنَّمَا أُثْنِى عَلَى الْحُسْنِ لِإِصْلَاحٍ, بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাউকে হত্যার মাধ্যমে ফিৎনা সৃষ্টি করে প্রশংসিত হননি; বরং তিনি প্রশংসিত হয়েছেন মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে অতি সুন্দর প্রক্রিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। *(আল-ফুরক্বান, পৃঃ ১৬)*।

আহলেহাদীছ আক্বীদা বনাম খারেজী আক্বীদা :

'আক্বীদা' হল মুসলিম জীবনের মৌল ভিত্তি। ইসলামের বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসই সফলতা-বিফলতার মূল চাবিকাঠি। আক্বীদা বিশুদ্ধ হলে মুমিন জীবনের কথা, কর্ম সবকিছুই আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে এবং চূড়ান্ত প্রতিদানে আখেরাতে ধন্য হবে। পক্ষান্তরে আক্বীদায় সামান্যতম ত্রুটি থাকলে আল্লাহ্র শানে কোন কিছুই গৃহীত হবে না, ফলে পারলৌকিক জীবনে চরমভাবে বিপর্যস্ত হতে হবে। তাছাড়া এ আক্বীদার কারণে পার্থিব জীবনেও নেমে আসে নানা রকম বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

'যে বিশ্বাসের সাথে কুফরী করবে তার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫)*। শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) উক্ত আয়াতের আলোকে বলেন,

مَعْلُوْمٌ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْأَعْمَالَ وَالْأَقْوَالَ إِنَّمَا تَصِحُّ وَتُقْبَلُ إِذَا صَدَرَتْ عَنْ عَقِيْدَةٍ صَحِيْحَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الْعَقِيْدَةُ غَيْرَ صَحِيْحَةٍ بَطَلَ مَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا.

‘শারঈ বিধি-বিধান তথা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যাবতীয় আমল ও কথা তখনই কেবল বিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হয়, যখন তা বিশুদ্ধ আক্বীদার মাধ্যমে উৎসারিত হয়। আর যদি আক্বীদা বিশুদ্ধ না হয় তবে আমল, কথা সবকিছুই বাতিল বলে গণ্য হয়’।[১২৫]

অতএব আক্বীদা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ এ ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই উদাসীন। মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তি, বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হল এই আক্বীদা। এজন্য বলা হয়, ‘বিশুদ্ধ আক্বীদা দ্বীন ইসলামের মূল এবং মুসলিম মিল্লাতের সুদৃঢ় ভিত্তি’ اَلْعَقِيْدَةُ الصَّحِيْحَةُ هِيَ أَصْلُ دِيْنِ الْإِسْلاَمِ وَأَسَاسُ الْمِلَّةِ বিশুদ্ধ আক্বীদার মানদণ্ডে আহলেহাদীছগণের আক্বীদাই নির্ভেজাল ও সর্বাধিক বিশুদ্ধ। নিম্নে আহলেহাদীছদের আক্বীদার সাথে চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার পার্থক্যের কয়েকটি মৌলিক দিক তুলে ধরা হল-

(১) খারেজীদের আক্বীদাহ হল- হৃদয়ে বিশ্বাস মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন তিনটিই ঈমানের মূল ও অবিচ্ছিন্ন অংশ। এজন্য তারা কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে ঈমানহীন কাফের মনে করে।[১২৬] পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণের আক্বীদাহ হল- হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি মূল আর আমল তার শাখা। এজন্য তাঁদের মতে কেউ কাবীরা গোনাহ করলে তার ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কাফের হয়ে যায় না।[১২৭]

---

১২৫. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, আল-আক্বীদাতুছ ছহীহাহ (রিয়ায : দারুল ক্বাসেম, ১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ৩ ভূমিকা দ্রঃ।

১২৬. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব ইবনু মানদাহ (৩১০-৩৯৫ হিঃ), কিতাবুল ঈমান, তাহক্বীক্ব : আলী বিন মুহাম্মাদ আল-ফক্বীহী (মদীনা : মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১ খৃঃ/১৪০১ হিঃ), ১/৩৩১ পৃঃ; ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, ২/২৫০ পৃঃ।

১২৭. ইবনু মানদাহ, কিতাবুল ঈমান ১/৩৩১ ও ৩৩৯-এর টীকা।

(২) চরমপন্থীদের মতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই।[১২৮] পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণের আক্বীদা হল, সৎ আমলের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পাপকার্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।[১২৯]

(৩) তাদের মতে কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের হওয়ায় হত্যাযোগ্য অপরাধী এবং তওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।[১৩০] পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণের মতে- এমন ব্যক্তির ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এমনকি গোনাহের ধারা অব্যাহত থাকায় ঈমান শূন্য হলেও সে ইসলাম থেকে খারিজ নয়। তাই সে কাফেরও নয়, হত্যাযোগ্য অপরাধীও নয়। তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। পাপের প্রায়শ্চিত্য ভোগের পর কালেমা ত্বাইয়েবার বদৌলতে এক সময় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে যেমন পূর্ণ মুমিন বলা যাবে না, তেমনি কাফেরও বলা যাবে না। তবে ফাসিক্ব, গোনাহগার বলা যাবে।[১৩১]

(৪) খারেজীদের মতে- ওছমান ও আলী (রাঃ) সহ তাঁদের হাতে বায়'আতকারী সকল ছাহাবী কাফের। ছিফফিনের যুদ্ধে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়ের পক্ষে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যারা তাদের সন্ধিতে সন্তুষ্ট ছিলেন বা আজও আছেন এবং যারা তাদের বিরোধিতা করে থাকে তারা সকলেই কাফের, তাদের রক্তও হালাল।[১৩২] আহলেহাদীছগণ উক্ত আক্বীদাকে কুফরী আক্বীদা বলে বিশ্বাস করেন। আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝের দ্বন্দ্বকে তাঁরা ইহুদীদের সূক্ষ্ম চক্রান্তের ফসল মনে করেন। তারা এক পক্ষকে মুমিন অন্য পক্ষকে মহা অপরাধী বা উভয় পক্ষের নিহতদের কাউকে শহীদ কাউকে কাফের বলেন না। তাদের নিকট আহলে বায়ত সহ সকল ছাহাবী

---

১২৮. আল্লামা নবাব ছিদ্দিক্ব হাসান খান ভূপালী, কাৎফুছ ছামার (রিয়ায : ওয়াযারাতুশ শুয়ূনিল ইসলামিয়া, ১৪২১ হিঃ), পৃঃ ৬৭-এর টীকা দ্রঃ।

১২৯. আল-ফিছাল ফিল মিলাল ২/২৫০-৫৩; কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ৬৬-৬৭ টীকা দ্রঃ; সূরা আনফাল ২-৪; বাক্বারাহ ১০, তওবা ১২৪; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫ 'ঈমান' অধ্যায় প্রভৃতি।

১৩০. ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২৭৩ পৃঃ; আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/১১৪ পৃঃ।

১৩১. আবু ইসমাঈল আব্দুর রহমান আছ-ছাবুনী, আক্বীদাতুস সালাফ (কুয়েত : দারুস সালাফিয়াহ, ১৯৮৪ খৃঃ/১৪০৪ হিঃ), পৃঃ ৭১ ও ৮২-৮৩; ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ১/১০৮ পৃঃ, ও ৭/৬৭৩ পৃঃ; আল-ফিছাল ২/ ২৫২ পৃঃ।

১৩২. আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব, পৃঃ ৬১; আল-মিলাল, ১/১১৭ পৃঃ **ফিরাকুন** মু'আছিরাহ, ১/২৯০ পৃঃ।

পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তারা তাঁদের সমালোচনা হতে বিরত থাকেন, বরং একে গুনাহে কাবীরা মনে করেন। ছাহাবীদের সম্পর্কে সকল বাড়াবাড়ি হতে আহলেহাদীছগণ সম্পূর্ণ মুক্ত।[১৩৩]

(৫) খারেজী চরমপন্থীরা গোনাহগার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, সশস্ত্র সংগ্রাম করা ওয়াজিব মনে করে এবং শাসক সহ তার সমর্থক প্রজা সাধারণের রক্ত হালাল মনে করে।[১৩৪] পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণ উক্ত আক্বীদাকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তাদের মতে যাবতীয় ন্যায় কাজে শাসকের আনুগত্য করতে হবে। এমন গোনাহগার শাসকের উদ্দেশ্যে সদুপদেশ দিতে হবে, সংশোধনের জন্য তার উদ্দেশ্যে হক্ব কথা বলতে হবে, অপসন্দীয় হলে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং তাঁর হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে হবে। আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। এক্ষেত্রে তাঁরা সরাসরি সালাফীদের পন্থা অনুসরণ করেন।[১৩৫]

(৬) চরমপন্থীরা নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা কুরআন-হাদীছের মনগড়া ব্যাখ্যা করে। তারা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ উক্ত মত ব্যক্ত করেছেন।[১৩৬] পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণ কখনো কুরআন-সুন্নাহ্র মনগড়া ব্যাখ্যা করেন না। তারা এক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহনের ব্যাখ্যাকে

---

১৩৩. কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ৬৬-৬৮ টীকা সহ দ্রঃ; আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব, পৃঃ ৩৫২-৩৫৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৯৯৮ ও ৩০০৫ 'ছাহাবীদের মর্যাদা' অধ্যায়; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' (ডক্টরেট থিসিস) 'আক্বীদা' অধ্যায়; মাসিক আত-তাহরীক ১ম সংখ্যা 'ঈমান' নিবন্ধ।

১৩৪. ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২৭৪-৭৬ ও ২৮৫-২৯১ পৃঃ।

১৩৫. কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ১৩৪-১৩৬ ও ১৩৮; মুত্তফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৫, ৩৬৯৬ ও ৩৬৮-৭৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৬, ৩৬৭১, ৩৭০৫; ফাৎহুল বারী শরহে ছহীহ বুখারী ১৩/৮-১০ পৃঃ, হা/৭০৫২-৭০৫৭ 'ফিতান' অধ্যায়।

১৩৬. দ্রঃ ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২৭৮-২৭৯ পৃঃ يؤءلون النصوص تأويلا يوافق أهوائهم وقد اغلطوا حين ظنوا أن تأويلهم هو ماتهدف إليه النصوص।

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। তাঁদের ব্যাখ্যার সাথে যদি কোন বিদ্বানের ব্যাখ্যা সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে ঐ বিদ্বানের ব্যাখ্যাকে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন।[১৩৭]

(৭) খারেজীদের মৌলিক উদ্দেশ্য হল- যে কোন পন্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা।[১৩৮] পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগনের মৌলিক উদ্দেশ্য হল- ব্যক্তির আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন করা, যা ছিল নবী-রাসূলগণের মৌলিক উদ্দেশ্য। তবে তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতাকে এজন্য সহায়ক ও পরিপূরক মনে করেন।[১৩৯] তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনকে সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উপরে ছেড়ে দেন *(সূরা নূর ৫৫)* এবং এটা পাওয়াকে দুনিয়াবী অতিরিক্ত সফলতা মনে করেন *(সূরা ছফ ১৩)*। আর আখেরাতের সফলতাকেই চূড়ান্ত ও মৌলিক সফলতা বলে মনেপ্রাণে আক্বীদা পেষাণ করে থাকেন *(সূরা ছফ ১১, ১২)*।

চরমপন্থী খারেজীদের উক্ত আক্বীদার সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছদের আক্বীদার কোনরূপ সম্পর্ক নেই, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। এমনকি শাখা-প্রশাখার দিক থেকেও কোন মিল নেই। আহলেহাদীছদের মতে কেউ কোন কুফরী কাজ করলেই তৎক্ষণাৎ কাফের হয়ে যায় না, বরং সে ফাসেক্ব, যালেম কিংবা পাপী সাব্যস্ত হয়। ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী *(৩৮৪-৪৫৬ হিঃ)* বলেন,

وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُوْلُ إِنَّ كُلَّ مَنْ كَفَرَ فَهُوَ فَاسِقٌ ظَالِمٌ عَاصِيٌ وَلَيْسَ كُلُّ فَاسِقٍ ظَالِمٍ عَاصٍ كَافِرًا بَلْ قَدْ يَكُوْنُ مُؤْمِنًا بِاللهِ التَّوْفِيْقِ.

---

১৩৭. ইবনু তায়মিয়াহ, মুক্বাদ্দামাহ ফী উছূলিত তাফসীর, পৃঃ ৯৫-৯৬ ও ১০২; তাফসীরে ইবনে কাছীর ভূমিকা দ্রঃ; মুহাম্মাদ আল-মাহমূদ আন-নাজদী, হুসনুত তাহরীব ফী তাহযীবে তাফসীর ইবনে কাছীর (কুয়েতঃ জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৯৯৯/১৪১৯), ১/৫-৭ পৃঃ ভূমিকা দ্রঃ।

১৩৮. দ্রঃ ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২২৬, ২৩৪ পৃঃ شغلت الدولة الإسلامية فترة طويلة من الزن وقد بسطوا نفوذهم السياسى على بقاع واسعة من الدولة الإسلامية ق المشرق وقى المغرب العربى ।

১৩৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/১১৮ পৃঃ; কুরতুবী ১৬/৮-৯; তাফসীরে ফাতহুল ক্বাদীর ৫/৫২৯-৩১ পৃঃ সূরা শূরার ১৩-এর ব্যাখ্যা; বিস্তারিত দ্রঃ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব 'ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৪); 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' ও 'উদাত্ত আহ্বান' বই।

'আমরা বলি প্রত্যেকেই যারা কুফরী করে তার ফাসেক্ব, যালেম, পাপী। আর প্রত্যেক ফাসেক্ব, যালেম পাপী কাফের নয়, বরং আল্লাহ্‌র মর্জি অনুযায়ী কিছুটা হলেও মুমিন থাকে'।[১৪০] আহলেহাদীছদের মতে- কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি ফাসেক্ব বা অপূর্ণাঙ্গ মুমিন। পাপের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকায় ঈমান শূন্য হলেও সে ইসলাম থেকে খারিজ নয় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামীও নয়। জাহান্নামে পাপের শাস্তি ভোগের পর কালেমা ত্বাইয়েবার বরকতে এক সময় সে জান্নাতে যাবে।

আহলেহাদীছগণ উক্ত আক্বীদার কারণে যে কোন প্রকার অপরাধের বিরুদ্ধে শারঈ বিধানের আলোকেই চূড়ান্ত ফায়ছালা পেশ করে থাকেন। নিজস্ব প্রবৃত্তির আলোকে কোন সিদ্ধান্ত পেশ করেন না। যারা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে তাদের বিরুদ্ধে হত্যার বদলে হত্যা, খুনের বদলে খুন আল্লাহ্‌র এই বিধানের আলোকে রক্ত হালাল মনে করেন *(বাক্বারাহ ১৭৮)*। অনরূপভাবে যতক্ষণ কেউ আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে ইসলামী শরী'আতকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে কাফের না হবে এবং ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে মুরতাদ না হবে, ততক্ষণ তাঁরা কারো জান-মাল হালাল মনে করেন না। তবে এ সমস্ত বিধান বাস্তবায়ন করবে দেশের সরকার। কারো পক্ষে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার অধিকার ইসলামে নেই।

জিহাদ বনাম জঙ্গীবাদ :

বিশ্বাস, কর্ম ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পরিচয় ফুটে ওঠে। সে অনুযায়ী পূর্বের চরমপন্থী খারেজীদের সাথে বর্তমানে কথিত জঙ্গীদের পুরোপুরি মিল রয়েছে। যদিও 'ইসলামী জঙ্গী' বলা হচ্ছে। আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, চরমপন্থীদের সাথে ইসলামের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। তাই তাদেরকে সালাফী বিদ্বানগণ ইসলাম বহির্ভূত ফের্কা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তারা দ্বীন কায়েমের ধুয়া তুলে কথিত জিহাদের নামে মিথ্যা প্রতারণা করে মুসলিমদেরকে কাফের-মুরতাদ আখ্যায়িত করে হত্যা করছে। কিন্তু যারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র চিরশত্রু, কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, সে সমস্ত বিধর্মী, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজারীদের বিরুদ্ধে তাদের কোন আন্দোলন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া দেড় হাযার বছর পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণী এমনই। তাই জঙ্গীবাদের সাথে ইসলামের কোনরূপ সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই উঠে না।

---

১৪০. আল-ফিছাল, ২/২৫৫; আরো দ্রঃ ফিরাকুন মু'আছিরাহ ১/২৮৩ পৃঃ।

অনুরূপ কোন মুসলিম ব্যক্তিও জঙ্গী হতে পারে না। পাশ্চাত্যের খুদকুঁড়ো খাওয়া কতিপয় দেশদ্রোহী মিডিয়া 'ইসলামী জঙ্গী' বা 'মুসলিম জঙ্গী' নামে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাও ইসলামকে কলঙ্কিত করার শামিল। এই শব্দগুলো ঐ বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা, বৃটেনেরই তৈরি। তারাই অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে এই গোষ্ঠী তৈরি করেছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করছে। কারণ যে জঙ্গী সে তো জঙ্গীই। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র সাথে কোন যোগসূত্র থাকতে পারে না। মূলতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে এটি একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। ইহুদী-খ্রীস্টান সাম্রাজ্যবাদের নীল নকশা। তারা বিভিন্ন অজুহাতে ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি দেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ মুসলিমকে হত্যা করছে। কিন্তু তাদেরকে জঙ্গী বলা হচ্ছে না। আসলে সন্ত্রাস, জঙ্গী তৎপরতা ঐ সাম্রাজ্যবাদেরই সম্পত্তি। এক হিটলারই মেরেছে ৬০ লক্ষ ইহুদী। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মারা গেছে প্রায় ৬ কোটি মানুষ। জোসেফ স্ট্যালিন ২ কোটি মানুষকে হত্যা করেছে। তার অবরোধের কারণে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। মাওসেতুং চীনে তার মতবাদের প্রতিষ্ঠায় দেড় থেকে দুই কোটি মানুষকে হত্যা করেছে। মুসোলীনী শুধু ইটালিতেই প্রায় চার লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। কথিত ফরাসী বিপ্লবের হোতা ম্যাক্সমিলিয়ান রোবসপিয়ার ২ লক্ষের বেশী মানুষকে হত্যা করেছে। হিন্দু নেতা 'অশোক' শুধু কলিপের কেটা যুদ্ধেই এক লাখের বেশী মানুষকে হত্যা করেছে। এ ধরনের আরো অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।[১৪১] সাম্প্রতিক আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ইত্যাদি যুদ্ধগুলোকে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স কত লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে তার কোন হিসাব নেই। বিশ্ব সন্ত্রাসের এ সমস্ত কার্যক্রম যারা চালিয়েছে তারা সবাই অমুসলিম। কেউ খ্রীস্টান, কেউ ইহুদী, কেউ হিন্দু। তাদের তুলনায় কথিত জঙ্গীরা কত জন মানুষকে হত্যা করেছে? নিরস্ত্র মুসলিম উম্মাহ আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা চালানোকে সন্ত্রাস বলা হচ্ছে। এর চেয়ে মিথ্যাচার আর কাকে বলে!

---

১৪১. ডাঃ যাকির নায়েক, সন্ত্রাস কি শুধু মুসলমানদের? লেকচার সমগ্র (ঢাকা : ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ, মে ২০০৯), পৃঃ ৬০৪-৬০৫।

জিহাদ ও ক্বিতাল :

সূরা হজ্জের ৩৯ আয়াত নাযিল হওয়ার মাধ্যমে জিহাদের অনুমতি আসে। আর ২য় হিজরীতে মদীনায় সূরা বাক্বারার ২১৬ নং আয়াত নাযিলের মাধ্যমে প্রথম 'জিহাদ' ফরয করা হয়। 'জিহাদ' শব্দটি জুহদ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রচেষ্টা, কষ্ট, চূড়ান্ত। আর ক্বিতাল অর্থ পরস্পরে লড়াই করা। অনুরূপ 'ক্বতল' অর্থ হত্যা করা। মূলতঃ 'জিহাদ' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। আর 'ক্বিতাল' বলতে যুদ্ধের মাঠে লড়াই করা বুঝায়। যদিও দু'টি শব্দ অনেক সময় একই অর্থ বহন করে। তবে ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' শব্দটিই অধিক প্রচলিত। জিহাদের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন,

الْجِهَادُ شَرْعًا بَذْلُ الْجُهْدِ فِيْ قِتَالِ الْكُفَّارِ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَالْفُسَّاقِ.

'শারঈ পরিভাষায় জিহাদ হল, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। এর দ্বারা নফস, শয়তান ও ফাসেক্বদের বিরুদ্ধেও জিহাদকেও বুঝানো হয়'।[১৪২] মূলতঃ জিহাদ ব্যাপক আর ক্বিতাল তার সর্বোচ্চ স্তর।

জিহাদ আল্লাহ প্রদত্ত চির শাশ্বত বিধান, যা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপরই ফরয।[১৪৩] আল্লাহ্‌র অহি বিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিহত করে এলাহী বিধানকে প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করার চেষ্টা-সাধনার নাম 'জিহাদ'। কখনো বাকশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করা যায়। কখনো লেখনি শক্তি, আবার কখনো ঐক্যবদ্ধ জনশক্তির মাধ্যমে এই হুকুম পালনযোগ্য। আবার কখনো ইসলাম ও দেশের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখতে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হয়। আর এটাই ক্বিতাল বা জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। এ দায়িত্ব বিশেষ করে সরকারের। দেশের সরকার প্রয়োজনে সমগ্র জনতার মাধ্যমে সেই আগ্রাসী শত্রুকে

---

১৪২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী শরহ ছহীহুল বুখারী (কায়রো : ১৪০৭/১৯৮৭) ৬/৫ পৃঃ, 'জিহাদ' অধ্যায় ।

১৪৩. তওবাহ ৪১, নিসা ৯৫, আলে ইমরান ১৪২, তওবাহ ১৬, মুহাম্মাদ ৩১; ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।

প্রতিহত করবে। জিহাদের উক্ত স্তর সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) অর্থনৈতিক শক্তিকেও জিহাদের অন্যতম মাধ্যম বলেছেন।[১৪৪]

'জিহাদ' শব্দের অর্থগত এই ব্যাপকতার কারণে কখনো পিতা-মাতার খেদমত করাকে অন্যতম জিহাদ বলা হয়েছে, কখনো মনোবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বুঝায়। অনুরূপ শাসকের নিকট হক্ব কথা বলাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে।[১৪৫] মোটকথা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জিহাদের পদ্ধতিই মুসলিমদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় পদ্ধতি।

জঙ্গী তৎপরতা : টার্গেট ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব

ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিমদেরকে বিভিন্ন নামে চিত্রিত করে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আড়ালে থেকে ইসলামের নামে একে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে পরিচালনা করছে। যেমন- মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদীদের চক্রান্তে সেদিন খারেজী চরমপন্থীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করেছিল। আজকেও গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা হিসাবে ইহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি কথিত জঙ্গীগোষ্ঠী তৈরী করেছে মর্মে সন্দেহ নেই। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রের এই দোসররা বিশেষ করে যারা কুরআন-সুন্নাহ্‌র মূল রক্ষাকবচ আহলেহাদীছ ও সালাফীদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলীন করে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

জঙ্গী তৎপরতা মূলতঃ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা মাত্র। কথিত জিহাদের নামে আকস্মাৎ বোমাবাজি করে মানুষ হত্যা করা, সমাজে ত্রাসের রাজ্য কায়েম করা, বুলেটের আঘাতে পাখির মত আদম হত্যা করার নতুন কৌশল। ইসলাম বা ইলামের কোন নবী এই শিক্ষা দেননি। অতএব জঙ্গী তৎপরতার সাথে জিহাদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

উক্ত অপতৎপরতার **মূল উদ্দেশ্য ছিল** আহলেহাদীছদের নস্যাৎ করা। সর্বহারা **উচ্ছেদের** নাম করে রাজশাহীতে জঙ্গী নামানো ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। যদিও

---

১৪৪. তওবাহ ৪১, ছফ ১১ প্রভৃতি; আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮২১, 'জিহাদ' অধ্যায়।

১৪৫. আনকাবূত ৬; ছহীহ ছহীহ বুখারী হা/৫৯৭২ ও ৬৪৯৪ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; তিরমিযী, সনদ ছহীহ, হা/১৬৭১ 'জিহাদদের ফযীলত' অধ্যায়; তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭০৫।

কিছু সর্বহারার তৎপরতা ছিল। ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গায় কেন নামানো হল না? রাজশাহীর তুলনায় সেখানে সর্বহারার তৎপরতা বেশী ছিল। মূলতঃ পশ্চিমাদের টার্গেট আহলেহাদীছ ও সালাফীদের দমন করা। কারণ ইসলামপন্থী অন্যদেরকে সহজে বশংবদে পরিণত করা গেলে আহলেহাদীছদেরকে কখনো পারা যাবে না। বরং তারা চিরন্তন আদর্শে ঘুরে দাঁড়ালে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না; বরং ভঙ্গ হবে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন : আহলেহাদীছ আন্দোলন

আহলেহাদীছদেরকে সাম্প্রতিক জঙ্গী তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত করার গভীর ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার অঙ্গ সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যাচার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ আহলেহাদীছদের আক্বীদার সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরেও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও কতিপয় দেশবিরোধী মিডিয়ার মিথ্যাচারের কারণে ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রে সংগঠনের আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ চার জন কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর তাদের উপর মিথ্যা মামলা চাপানো হয়। ইতিহাসের বর্বরতম অত্যাচার করা হয়। ত্রাসের রাজ্য কায়েম করা হয় সর্বত্র। অথচ যুগ যুগ ধরে আহলেহাদীছগণই যাবতীয় মিথ্যা দর্শনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। যখনই ইসলামের নামে বোমা হামলা ও মানুষ হত্যার অপতৎপরতা শুরু হয়, তখনই আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং তার সংগঠন উক্ত অপতৎপরতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। নিম্নে কতিপয় ডকুমেন্ট উল্লেখ করা হল-

জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আতের লেখনী :

(১) ২০০১ সালে সংগঠনের মুখপত্র মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় 'দরসে কুরআন' বিভাগে 'জিহাদ ও কিতাল' প্রবন্ধে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখেছেন, 'কবীরা গোনাহগার মুসলমানদের খতম করে সমাজকে নির্ভেজাল করার জঙ্গীবাদী তৎপরতা কোন জিহাদ নয়, কিতালও নয়'।[১৪৬]

---

১৪৬. মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০১, পৃঃ ১৩।

(২) আমীরে জামা'আতের লিখিত এবং ২০০৪ সালে প্রকাশিত 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র'।[১৪৭]

(৩) একই বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'বাংলাদেশে সম্প্রতি ক্রমেই রাষ্ট্রঘাতি চক্রের চরমপন্থী রাজনৈতিক তৎপরতার পক্ষে ইসলামকে ব্যবহার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তি বাহিনী'-র নামে সন্ত্রাসী বাহিনী সৃষ্টির ন্যায় এটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তথ্যাভিজ্ঞ মহল দৃঢ়তার সাথে মত প্রকাশ করে থাকেন। যাই হোক তারা এদেশীয় কিছু লোককে দিয়ে 'দ্বীন কায়েমে'র অপব্যাখ্যা সম্বলিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করছে, তেমনি অল্পশিক্ষিত তরুণদেরকে 'জিহাদে'র অপব্যাখ্যা দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে একই উদ্দেশ্যে তৎপর অন্যূন ১০টি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের নাম এসেছে। এমনকি কোন কোন স্থানে এদের দেওয়াল লিখনও নযরে পড়েছে। বলা যায়, এদের সকলেরই উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা'।

(৪) ৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে, 'এইসব চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সম্মানিত আলেম-ওলামাকে কাফির-মুশরিক বলে অভিহিত করছে ও তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ক্রমেই পরিবেশ ঘোলাটে করছে। মূলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার বিদেশী নীল-নকশা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে'।

(৫) তিনি আরও বলেছেন, 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য'।

---

১৪৭. 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি', পৃঃ ২৭।

(৬) ৩৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, 'বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘরবাড়ি এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোকাবাজি। ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হৌক-এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়'।

(৭) ৪০. পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, 'সাম্প্রতিককালে জিহাদের ধোঁকা দিয়ে বহু তরুণকে বোমাবাজিতে নামানো হচ্ছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও'।

উপরোক্ত দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যগুলিতে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আতের দৃঢ় অবস্থান সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যেও তিনি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য দিয়েছেন। অথচ তাকেই সরকার জঙ্গীবাদের মদদদাতা হিসাবে গ্রেফতার করে ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়টি রচনা করেছে। এক জঘন্য মিথ্যাচারের জন্ম দিয়ে সরকার জাতির বাহবা কুড়াতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে বিলম্বে হলেও সত্য প্রকাশিত হয়েছে। অপরাধীরা ধৃত হয়ে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে। আর ষড়যন্ত্রকারী ও যালেমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে।

(৮) প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' শীর্ষক বইয়ে 'সংশয় নিরশন' শিরোনামে লিখেছেন, 'জিহাদ বলতে অনেকে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ বুঝাতে চান। অথচ হাদীছে জান, মাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করতে বলা হয়েছে।[১৪৮] প্রথম যুগে ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার জন্য যখনই কুফরী শক্তি অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখনই ইসলামের ইতিহাসে বদর, ওহোদ, খন্দকের জিহাদী ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। নইলে ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনের প্রথম ১৪ বছর স্রেফ দাওয়াতের মধ্যেই কেটেছে। আজও যদি কুফরী শক্তি অস্ত্র নিয়ে

---

১৪৮. আবুদাঊদ, সানাঈ, মিশকাত হা/৩৮২১।

ইসলামী দেশের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপরে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ 'ফরযে আয়েন' হবে। যেভাবে কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান, ইরাক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কুফরী শক্তিকে মুকাবিলা করা হচ্ছে। কিন্তু শান্ত অবস্থায় দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গী তৎপরতা চালানো, বিদ্রোহ করা বা বিদ্রোহের উস্কানী দেওয়া, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে।[১৪৯]

(৯) ২৫ মে ১৯৯৮ সালে সাতক্ষীরা চিলড্রেনস পার্কে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে ড. গালিব বলেন, 'আপনারা বলুন! বোমাবাজির রাস্তা কি কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জায়েয আছে? বলুন! কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা কি জায়েয আছে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মান হামালা আলাইনাস সিলা-হ ফালাইসা মিন্না' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মুসলমানের বক্ষ লক্ষ্য করে অস্ত্র উত্তোলন করল, সে মুসলমানের দলভুক্ত থাকল না'। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'আল-কাতেলু ওয়াল-মাকতূলু কিলা-হুমা ফিন-নার' অর্থাৎ 'হত্যাকারী এবং নিহত উভয় জাহান্নামী'। অতএব হাদীছ মওজূদ থাকতে কেমন করে আমি আমার দেশের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করতে পারি? অতএব বুলেটের রাজনীতি এদেশে চলবে না।'

(১০) ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ সালে নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত তাবলীগী ইজতেমার ভাষণে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর এই তাবলীগী ইজতেমা একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে এ কারণে যে, আজকে আমাদেরকে বাংলাদেশের ৪টি জঙ্গীবাদী সংগঠনের অন্যতম সংগঠন হিসাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি বহুল প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় চিহ্নিত করা হয়েছে। সেটাকেই আবার বাংলাদেশের একটি বাংলা পত্রিকায় অনুবাদ করে প্রচার করা হয়েছে। এ সংখ্যা মাসিক 'আত-তাহরীকে'ও আপনারা সে রিপোর্টটি পাবেন। এ দেশের আড়াই কোটি আহলেহাদীছ জনগণকে জঙ্গীবাদী বলে চিহ্নিত করার পিছনে কাদের যে কি

১৪৯. 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন', পৃঃ ২০।

মতলব রয়েছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। আপনারা যারা বসে আছেন, আমরা কি কখনো আপনাদেরকে জঙ্গীবাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি? আমরা কি কখনো আপনাদেরকে সন্ত্রাসী হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছি? আমরা কি কখনো আপনাদেরকে সন্ত্রাসী হবার প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাংক লুট, গাড়ী ভাংচুর, ইন্ডিয়াতে গিয়ে কাশ্মীরে দাঙ্গাবাজী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলাম? দুর্ভাগ্য, আজ আমাদের উপরেই এই ব্লেইম দেওয়া হয়েছে।...

রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে-চুরিয়ে যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আজকাল মানুষের সামনে কিছু সন্ত্রাসবাদী জঙ্গী সংগঠন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমরা ঐ ধরনের জিহাদে বিশ্বাসী নই।... মানুষের আক্বীদায় যদি পরিবর্তন না আসে, জিহাদ কাকে বলে সে নিজে যদি না বুঝে, মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যদি সে উপলব্ধি না করে, তাহ'লে শুধুমাত্র অস্ত্র দিয়ে একটা মানুষকে বা একটা জাতিকে বা একটা পরিবারকে পরিবর্তন করা কি সম্ভব? কোনদিনই সম্ভব নয়। এর বাস্তব প্রমাণ সাড়ে ছয়শ' বছর ধরে দিল্লীতে মুসলমানরা সমস্ত ভারতবর্ষ শাসন করেছিল, হাতে অস্ত্র ছিল, বিরাট সেনাবাহিনী ছিল, টাকা-পয়সার কোন অভাব ছিল না, যার প্রমাণ দিল্লীর দেওয়ানে খাছ, দেওয়ানে আম, আগ্রার তাজমহল, কুতুবমিনার, যার তুলনীয় একটা বিল্ডিং তৈরী করার ক্ষমতা ভারত সরকারের হয় নাই। এতকিছু দেওয়া সত্ত্বেও মুসলিম মাইনরিটি আজও পর্যন্ত খোদ দিল্লীতে। ১৯০ বছর ইংরেজরা এ দেশ শাসন করেছে, কই বাংলাদেশের মুসলমান বা হিন্দু ভাইরা কি খৃষ্টান হয়ে গেছেন নাকি? ১৯০ বছর ধরে শাসন করেও আমাদের আক্বীদার পরিবর্তন তারা করতে পারে নাই! বোঝা গেল রাজনৈতিক সুবিধা দিয়ে আর অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে, আর সশস্ত্র হুমকি দিয়ে মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। নবীগণ অস্ত্র হাতে নিয়ে মানুষের সামনে আসেন নাই। তাঁরা অস্ত্রহীন অবস্থায় এসেছিলেন। তাঁদের দাওয়াত ছিল আক্বীদা পরিবর্তনের দাওয়াত।...অতএব বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাংলাদেশের যমীনে যে কাজ করে যাচ্ছে সেটা নবীদের মৌলিক তরীকার কাজটিই করে যাচ্ছে। আক্বীদা পরিবর্তনের কাজ করে যাচ্ছে।'

(১১) ২৫ মে ২০০২ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্দ্যোগে আয়োজিত ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক

কর্মী সম্মেলনে বলেন, 'আমাদের যে আন্দোলন চলছে, অন্যরা এটা খুব ভাল চোখে দেখছে এটা মোটেও ভাববেন না।...আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলার যমীনে জোরেসোরে সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে যাক এটা কি অন্যরা পসন্দ করবে? আর সেজন্যই এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার স্বার্থে জিহাদ ও কিতালের শ্লোগান তোলা হয়েছে। যাতে জিহাদের নাম করেই আহলেহাদীছ যুবসংঘের ছেলেদেরকে, আহলেহাদীছের এই তাজা মানুষগুলোকে টান দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আপনাদেরকে ভুলানো হচ্ছে জিহাদের নাম করে। খবরদার! এগুলো জিহাদ নয়, জিহাদের ব্যবসা।... যারা আজ জিহাদ করছে কালকে তারা খেতে পেত না। অথচ আজকে হোন্ডা নিয়ে আর মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অর্থ পাচ্ছে কোথায়?... আপনার মুভমেন্টকে খতম করার জন্য আপনার ঘরেই লোক লাগানো হয়েছে। সাবধান থাকবেন। জিহাদ ও কিতাল যেটাই বলুক না কেন উদ্দেশ্য আপনি, আপনার সংগঠন খতম করা। ইসলামী দল বাংলাদেশে তো আরো রয়েছে, তাদের মধ্যে তো এগুলো নেই! কারণ টার্গেট আপনি। অতএব সাবধান হয়ে যান কোন ধোকায় পা দিবেন না।'

(১২) ২০০৩ সালের ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত তাবলীগী ইজতেমার ভাষণে তিনি বলেন, 'আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, আমাদের শ্লোগান দা'ওয়াত ও জিহাদ শুনে অনেকের মনে ইতিমধ্যেই সন্দেহ হয়ে গেছে যে, এদের হাতে মনে হয় অস্ত্র আছে। হয়তবা বোমা নিয়ে বসে আছেন। আমি এখানে উপস্থিত সকল ভাইকে যাদেরকে আমি চিনি বা চিনি না সবাইকে লক্ষ্য করে বলছি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কোন রকম সরকার বিরোধী জঙ্গী তৎপরতায় বিশ্বাস করে না।

(১৩) ২০০৪ সালের ৫ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মসজিদে জুম'আর খুৎবায় তিনি বলেন, 'বিদ'আতীরা কখনোই আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বরদাশত করে নাই। যখনই আন্দোলন এগিয়ে চলেছে তখনই এটাকে ছুরিকাঘাত করার জন্য চারিদিক থেকে শুরু হয়ে গেছে একেকটা পত্র বোমা আর লেখনীর বোমা। এখন আবার আহলেহাদীছদের মধ্যেই তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'মুজাহিদীনে'র নাম করে 'মুসলিমীনে'র নাম করে আমাদের ছেলেদেরকে নিয়ে যাচ্ছে চরমপন্থী আন্দোলনে। সাবধান থাকবেন। আপনার ছেলেকে যদি

কেউ বলে, তুমি আমার জিহাদ মুভমেন্টে ঢুকো, অস্ত্র প্রশিক্ষণ দাও, ঐতো জান্নাত দেখা যাচ্ছে। 'ইন্নি ওয়াজাদতু রায়হাতাল জান্নাহ মিন ওয়ারায়ে ওহোদ' অর্থাৎ 'ওহোদর পাহাড়ের অপর পার্শ্ব থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি'। এই হাদীছ শুনিয়ে শুনিয়ে আমাদের ছেলেদেরকে ঘর থেকে টেনে বের করে কোন নিভৃত পল্লীতে গিয়ে অথবা কোন মসজিদের মধ্যে ঢুকে বোমা তৈরির টেকনিক শেখানো হচ্ছে। আহলেহাদীছের সন্তানদের মধ্যেই যারা আমাদের মুভমেন্ট করে, যারা যুবসংঘ করে তাদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনারা সাবধান থাকবেন। যদি কোন মসজিদে এই ধরনের প্রতারণামূলক কাজ করতে কেউ আসে, জিহাদের নাম করে ধোকা দিতে আসে, সরাসরি মসজিদ থেকে তাদেরকে বের করে দিবেন। এরা আহলেহাদীছ নয়, এরা আহলেহাদীছের দুশমন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কস্মিনকালেও কোন চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাস করে না। এরা কখেনোই জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী নয়। এরা কখনোই কোন সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। মানুষকে জবরদস্তি করে, পিটিয়ে হত্যা করে, রাইফেলের ভয় দেখিয়ে, বোমা মেরে কস্মিনকালেও এরা মানুষকে হেদায়েতের দা'ওয়াত দেয় না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যে তরীকায় মানুষকে আহ্বান করেছেন, সে তরীকায় আমরা মানুষকে আহ্বান করি। মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়। কস্মিনকালেও বোমা মেরে মানুষকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই যদি হ'ত তাহলে আমেরিকা সারা বিশ্বকে গ্রাস করতে পারত। কিন্তু পারছে না। কাশ্মীরে বিগত ৫৬ বছর ধরে ভারত বোমা মারছে, কিন্তু কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে কি তারা হিন্দু বানাতে পেরেছে? ১৯০ বছর এই বাংলাদেশে ইংরেজরা শাসন করেছে, ইংরেজরা কি আমাদেরকে ইংরেজ বা খৃষ্টান বানাতে পেরেছে? অতএব বন্ধুরা আমার! আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্পষ্ট বিশ্বাস এই যে, রাসূলের তরীকায় শান্তি। আপনার লেখনি আপনার বক্তব্য আপনার সংগঠন সবই হবে হক্বের পক্ষে।'

(১৪) ২০০৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় মসজিদে জুম'আর খুৎবায় আমীরের জামা'আত বলেন, 'বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বালাদেশ' এই বাংলাদেশের বুকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে

সমাজ সংস্কার কামনা করে। আর সেটা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী আবশ্যক। আল্লাহ্র রাসূল যেভাবে মক্কা ও মদীনাতে নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ)-এর মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষীগণ; যাদের তুলনীয় ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনোই সৃষ্টি হবে না। দুর্ভাগ্য, ইতিহাস তাঁদেরকেও মিথ্যাবাদী বলেছে। ... আজকেও যারা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে নওদাপাড়া মারকাযকে সন্ত্রাসের মারকায বানাচ্ছে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইমারতকে যারা নিকৃষ্টভাবে জঙ্গীবাদের সমর্থক মনে করেছে, মিথ্যা নিঃসন্দেহে একদিন পরাজিত হবে। সত্য অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।...

জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনোই এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা কস্মিনকালেও জিহাদ করে না। তারা সন্ত্রাস করে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ। যারা মানুষ হত্যা করে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বোমাবাজি করে, মানুষকে টাঙ্গিয়ে পিটায়, অন্যায়ভাবে মানুষের উপর যুলুম করে, তারা কখনো ইসলামের বন্ধু নয়। ওরা ইসলামের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, মানবতার দুশমন। এদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। দুর্ভাগ্য আজ আমাদেরকেও তাদের সাথে শামিল করে ফেলা হয়েছে। আমি আহ্বান জানাব আহলেহাদীছ ভাইদেরকে, আহলেহাদীছ তরুণ ছেলেদেরকে, সাবধান হয়ে যাও, কোন চরমপন্থী আন্দোলনে ঢুকবে না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মার খেয়েছেন, নিজের দেহ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে, নিজের দাঁত ভেঙ্গেছে, তিনি রাস্তায় রাস্তায় গিয়েছেন, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছেন, মানুষ তাঁকে অগ্রাহ্য করেছে, দারুনভাবে অপদস্ত করেছে তিনি কখনো একটি বদদো'আ পর্যন্ত করেননি।...'

(১৫) সাংগঠনিক সার্কুলার :

উপরোক্ত বলিষ্ঠ লেখনী ও বক্তব্যের পাশাপাশি সাংঠনিকভাবে বার বার যেলা সভাপতি বরাবরে লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে দেশব্যাপী 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সকল স্তরের সদস্য ও সমর্থকদের চরমপন্থী সংগঠন থেকে চূড়ান্ত ভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। যার দু'একটি এখানে উল্লেখ করা হলো-

(ক) ১৩-৮-২০০০ তারিখে যেলা সভাপতিদের উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত পত্র, নং ৬৬/১-৩৮/২০০০ :

"প্রতি,

সভাপতি/আহ্বায়ক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
..................সাংগঠনিক যেলা।

জনাব,

তাসলীম বাদ আশা করি সুস্থ থেকে সাধ্যমত দ্বীনি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। অতঃপর আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জিহাদের নামে কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিশ্বাসী নয়। অথচ সম্প্রতি 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ' নামে বাংলাদেশে এক উগ্র ও সন্ত্রাসী গ্রুপের পদচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যারা দেশের বিভিন্ন যেলায় আমাদের কর্মীদের মধ্যেও ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি তাদের প্রতি আমাদের সমর্থন আছে বলেও তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে। অথচ উক্ত 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ' নামক সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে আমাদের কোন রকম সম্পর্ক বা সমর্থন নেই।

এক্ষণে আপনার প্রতি আমাদের নির্দেশ আপনার যেলার কোন কর্মী যদি উক্ত গ্রুপের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে তবে তাকে অবশ্যই বুঝাবেন। যদি তারা ফিরে না আসে তবে সাথে সাথে সে সম্পর্কে কেন্দ্রকে অবহিত করবেন। কেন্দ্রীয় সংগঠন তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। একই সাথে উক্ত গ্রুপের অপতৎপরতা থেকে আপনার যেলার সকল নেতা, কর্মী ও সর্বসাধারণকে সাবধান রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন! ওয়াসসালাম-

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

(খ) ৯-১১-২০০১ তারিখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি :

"এতদ্বারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের ধূয়া তুলিয়া 'জিহাদ'-এর নামে দেশের তরুণ ও যুবকদেরকে বিপথগামী করিবার জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠী অপতৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে বলিয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবরাখবরে প্রকাশ পাইতেছে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ হইতে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কোন জঙ্গীবাদী চরমপন্থী ব্যক্তি বা দলের প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কোনরূপ সমর্থন বা সম্পর্ক নাই। ঐসব দলের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হইলে সংগঠনের যেকোন স্তরের যেকোন ব্যক্তি যেকোন সময় সংগঠন হইতে 'বহিস্কৃত' বলিয়া গণ্য হইবেন।

তাং রাজশাহী
৯.১১.২০০১ ইং

অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন
বাংলাদেশ

<u>অনুলিপি প্রেরিত হইল :</u>
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সকল
যেলা সভাপতি

মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ
যুবসংঘ।"

(১৬) মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর ফৎওয়া :

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র মাসিক 'আত-তাহরীক' আগস্ট'২০০০ সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ 'প্রশ্নোত্তরে' এ সম্পর্কে পরিষ্কার জবাব প্রদান করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

প্রশ্ন (২৪/৩২৪) : বর্তমানে বাংলাদেশে একটি দলের নাম শুনা যাচ্ছে, যাদের দাবী সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম ক্বায়েম হবে না এবং এজন্য তারা গোপনে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং দিচ্ছে বলে শুনা যাচ্ছে। আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। আমরা কি ঐ দলে যোগ দিতে পারি?

উত্তর : সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম ক্বায়েম হবে না কথাটি ঠিক নয়। কারণ ইসলাম ক্বায়েমের মূল মাধ্যম হচ্ছে 'দাওয়াত'। যার দায়িত্ব সকল নবী পালন করেছেন এবং আমাদের নবী (ছাঃ) তাঁর জীবনের প্রথম ১৩ বৎসর তাই করেছেন। পরবর্তী মাদানী জীবনে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধ করেন। যা একমাত্র অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিল। তবুও তা ছিল প্রতিরক্ষামূলক কিংবা শান্তিচুক্তি ভঙ্গ অথবা ইসলামী দাওয়াত প্রত্যাখান করার কারণে। কোন পাপী মুসলমান বা জাহান্নামী ঘোষিত মুনাফিকের বিরুদ্ধে তাঁর কোন যুদ্ধ ছিল না। বরং মৌখিক কালেমার দাবীদারকে তিনি মুসলিম বলেই গণ্য করেন। (১) তিনি বলেন, 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আলাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল-াহ্র রাসূল এবং ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এইরূপ করবে, আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেহ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, (তবে জান ও মালের দণ্ড হবে)। দুনিয়াতে তাদের মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (আখেরাতে) আল্লাহ্র উপরই ন্যস্ত রইল' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২, 'ঈমান' অধ্যায়)*। (২) ফাসেক্ব নেতাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের উপর অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কোন কাজ তোমরা ভাল

মনে করবে, আর কোন কোন কাজ অন্যায় মনে করবে। যে ব্যক্তি সেই অন্যায় কাজকে অস্বীকার করবে (অর্থাৎ অন্যায় বলে ঘোষণা দিবে ও প্রতিবাদ করবে), সে দায়িত্ব মুক্ত হবে। যে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে (কিন্তু মুখে প্রতিবাদ করবে না), সে ব্যক্তি (মুনাফেকী থেকে) নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শাসকের অন্যায় কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে। এ সময় ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি ঐ সকল নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১, 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায়)*।

উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিক কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। যদি কখনো দেশ কাফের রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন মুসলিম হিসাবে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের উপরে যুদ্ধ করা 'ফরযে আয়েন' হবে। বর্তমান অবস্থায় প্রশ্নে উল্লেখিত কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোন স্তরের নেতা বা কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না।

সুধী পাঠক! এত কিছুর পরও তাকে গ্রেফতার করে এবং ১০টি মিথ্যা মামলা তার উপর চাপানো হয়। পরবর্তীতে সমস্ত মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যেমন-

৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে ৬টি যেলায় মোট ১০টি মিথ্যা মামলায় আমীরে জামা'আতকে আসামী করা হয়। প্রাথমিক তদন্তেই ৬টি মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হন। দীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারান্তরীণ থাকার পর ৩টি মামলায় যামিন পেয়ে ২৮ আগস্ট ২০০৮ কারামুক্ত হন। অতঃপর দীর্ঘ বিচারকার্য চলার পর উক্ত মামলাগুলো থেকে বেকসুর খালাস পান। ফালিল্লা-হিল হামদ। মামলার রিপোর্ট নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মামলার ধারা, ধরণ, তারিখ ও মামলা নম্বর	থানার ও যেলার নাম	ফলাফল
১	ধারা-৫৪, ০৫/০৫, ০৯/০৪/০৫	শাহমখদুম, রাজশাহী	ফাইনাল রিপোর্ট
২	এসটি ৪৫/০৫, বিস্ফোরকদ্রব্য, ০৪/০৭/০৫	উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	ফাইনাল রিপোর্ট
৩	বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ৪৮/০৫, বিস্ফোরকদ্রব্য, ১৩/১১/০৫	পোরশা, নওগাঁ	ফাইনাল রিপোর্ট
৪	হত্যা মামলা, নং ২১/০৫, ১৪/০৬/০৬	রাণীনগর, নওগাঁ	ফাইনাল রিপোর্ট
৫	সেশন ৩৬/০৬, ডাকাতি ০৫/০৭/০৬,	কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	ফাইনাল রিপোর্ট
৬	এসটি২২/০৫, বিস্ফোরকদ্রব্য, ২৬/০৭/০৫	গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা	ফাইনাল রিপোর্ট
৭	১৬/০৫, বিস্ফোরকদ্রব্য	পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	বেকসুর খালাস
৮	কেস/৩, জিআর/১৪/০৫, ০৬/০২/০৫, বিস্ফোরক দ্রব্য	গাবতলী, বগুড়া	বেকসুর খালাস
৯	ST ৬১/০৫ বিস্ফোরকদ্রব্য	শাহজাহানপুর, বগুড়া	বেকসুর খালাস
১০	৪৩৫/০৫ বিঃ ট্রাঃ (হাইকোর্ট-মিসকেস্ নং-১৮৮৮০/০৬), ১৩/১২/০৬ হত্যা	শাহজাহানপুর, বগুড়া	বেকসুর খালাস রায়ের তাং- ২০ নভেম্বর ২০১৩

উপরিউক্ত স্পষ্ট লেখনী ও বক্তব্য থাকতে কেন এই অপবাদ, কেন এই গ্রেফতার? মূলতঃ আহলেহাদীছ বা সালাফীগণ যুগ যুগ ধরে কুরআন-সুন্নাহ্র প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। আর এই নীতির কাছে সকল আদর্শ পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছে। এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। তাই এই আদর্শিক সংগঠনকে উৎখাত করার জন্যই এই অপতৎপরতা। কারণ অন্যান্য ইসলামী দল ও সংগঠনগুলো পাশ্চাত্যের মরণ ফাঁদে আটকে পড়ে গণতন্ত্রের পচা ড্রেনে নিমজ্জিত হয়েছে এবং পথ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আহলেহাদীছ

আন্দোলনকে কোন কালেও কোন শক্তি বশংবদে পরিণত করতে পারেনি। যেমন ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে খারেজীদেরকে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কোন ষড়যন্ত্রই স্থায়ী হয়নি। জানা আবশ্যক যে, যাবতীয় নোংরা দর্শন, মতবাদ ও ফের্কার বিরুদ্ধে আহলেহাদীছগণই সংগ্রাম করেছেন। অভ্রান্ত সত্যের চির অজেয় কাফেলা হিসাবে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহলেহাদীছরা যে আপোষহীন নেতৃত্ব দিয়েছিল সে সম্পর্কে ঐ সন্ত্রাসী মহল পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। সেদিন তারা অন্যদেরকে কব্জা করতে পারলেও আদর্শিক কারণে আহলেহাদীছদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। বরং তাদেরই আপোষহীন সংগ্রামের কারণে ঐ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতন ঘটেছিল। তাই তারা আজ সর্বাগ্রে আহলেহাদীছদেরকে দমন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কুরআন-সুন্নাহ ও দেশের সম্ভ্রম রক্ষায় তাদের এই আন্দোলন চিরন্তন। ইমাম আবু বকর আল-খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ)- বলেন,

فَقَدْ جَعَلَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُوْرَةَ حُرَّاسَ الدِّيْنِ ... وَكَمْ مِّنْ مُّلْحِدٍ يَرُوْمُ أَنْ يَّخْلِطَ بِالشَّرِيْعَةِ مَالَيْسَ مِنْهَا وَاللهُ تَعَالَى يَذُبُّ بِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ عَنْهَا فَهُمُ الْحُفَّاظُ لِأَرْكَانِهَا وَالْقَوَّامُوْنَ بِأَمْرِهَا وَشَأْنِهَا... أُلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'বিশ্বপ্রভু সাহায্যপ্রাপ্ত এই কাফেলাকে দ্বীনের পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন। .. যত দুষ্কৃতকারী শরী'আতে অনুপস্থিত এমন কোন বিষয় যখনই তার সাথে মিশ্রিত করতে চেয়েছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা 'আহলেহাদীছদের' দ্বারাই তা প্রতিহত করেছেন। মূলতঃ তারাই শরী'আতের রুকন সমূহের সংরক্ষণকারী এবং তার কর্তৃত্ব ও মর্যাদার তত্ত্বাবধানকারী। ... তারাই আল্লাহ্র সেনাবাহিনী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সেনাদলই সফলকাম'।[১৫০]

এটাই আহলেহাদীছদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। দাওয়াতী নীতির আলোকে তারা মানুষের আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল বা এমপি-মন্ত্রী হওয়া তাদের মূল লক্ষ্য নয়। তারা কেবল শাসকবর্গের সংশোধন চান। রাষ্ট্রকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে সকল ক্ষেত্রে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জোর দাবী জানান। তারা শাসকের যেকোন শারঈ কাজের আনুগত্য করে এবং অন্যায় কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে।

---

১৫০. শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৫।

'আহলেহাদীছগণ' কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসারী হিসাবে সর্বমহলেই পরিচিত। তাদের আক্বীদা ও আমল এক হলেও এদেশে তাদের কয়েকটি সংগঠন রয়েছে। এবং অনেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন বস্তুবাদী ও ইসলামী দলের সাথেও জড়িত। কিন্তু সেখানেও কোনদিন ধর্মের নামে কোন জঙ্গী তৎপরতার এই জঘন্য অপবাদ আরোপ করার সুযোগ নেই। এক্ষণে কেউ যদি কোন কারণে অপরাধী হয় তাহলে কি তার জন্য অন্যান্য সকল আহলেহাদীছ দোষী হতে পারে? অনুরূপ অপরিণামদর্শী কোন ঘাতক যদি শত্রুদের বশংবাদ সেজে আহলেহাদীছেদেরকে ধ্বংস করার জন্য আজকের তথকথিত 'জামা'আতুল মুজাহেদীন', 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' বা বিভিন্ন নামে ইসলাম ও দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড পচািলনা করে, তবুও সমস্ত আহলেহাদীছ দোষী হতে পারে না। এরপরও কেউ বা কোন গোষ্ঠী যদি আহলেহাদীছদেরকে দায়ী করে, তাহলে তাদের নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এখানে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব যুগের চরমপন্থী খারেজীরা মুসলিমদের অভ্যন্তরে থেকেই ইহুদীদের যোগসাজশে ওছমান (রাঃ) সহ কয়েক জন ছাহাবীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। কাফের, মুরতাদ বলে ঘোষণা করেছিল, মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করেছিল। তাই বলে কি ছাহাবায়ে কেরামকে দোষী করা যাবে?

সেই চরমপন্থী মিথ্যা অভিযোগের ইহুদী, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির কোপানলে পড়ে আহলেহাদীছগণ এবং তাদের নেতৃবৃন্দ। বিশেষ করে প্রবীণ শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের নেতৃত্বে পরিচালিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মীগণ। আহলেহাদীছ সমাজের অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, উচ্ছৃঙ্খল কিছু অল্প বয়সী তরুণদেরকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে আজ আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সংগঠন থেকে বহিস্কৃত এক প্রেতাত্মার চক্রান্তও কার্যকর হয়। ফলে মিডিয়ায় ডঃ গালিবের নাম উঠে আসে। দেশদ্রোহী কিছু মিডিয়াও শত্রুদের রসদ খেয়ে অপপ্রচার চালায়। দীর্ঘদিন যাবৎ সাজানো নাটক এভাবেই মঞ্চস্থ করা হয়।

এছাড়া তথাকথিত কিছু ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করেন। তারা ইসলামের মূলোৎপাটনে চির উন্মত্ত। আমাদের বোধগম্য নয় যে, মুসলিম ভূখণ্ডে জন্ম নিয়ে ইসলামী নাম নিয়ে, মুসলিমদের সমাজে বসবাস করে, ইসলাম, দেশ, জাতি ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিদেশী প্রভুদের পক্ষে কিভাবে তারা ওকালতী করতে পারে। এরাই কি সেদিনের ইংরেজ লড মেকলের আশার প্রদীপ নয়? উপমহাদেশ থেকে

পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে নিজেদের আজ্ঞাবহ তৈরী করার জন্য ১৯৩৬ সালে বলেছিল,

'We must at present do our best to form a class, who may be interpreters between us and millions, whom we govern, a class of persons, indian in blood and colour but English in taste, in opinion, in morals and intellect'.

'বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক চেষ্টা করতে হবে, যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে দূত হিসাবে কাজ করতে পারে। এরা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয় তবে স্বাদ, বুদ্ধি, মতামত এবঅং নীতিতে হবে ইংলিশ'।

উক্ত সূত্রের আলোকেই আহলেহাদীছদেরকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা চলে। তাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'র নেতা-কর্মী সহ সমস্ত আহলেহাদীছ সমাজের বিরুদ্ধে সাঁড়াশী অভিযান চালানো হয়। প্রশাসন ও গোয়েন্দাদের মাধ্যমে আহলেহাদীছ মাদরাসা, মসজিদ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অপারেশন চালিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো ফাঁকা করা হয়। গ্রামে-শহরে দেশের প্রত্যেকটি স্থানে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়।

অতঃপর আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে আসে। মানুষের সামনে সত্য উন্মুক্ত হয়। পরিবেশ শান্ত হয়। পক্ষান্তরে যারা এই নাটকের জন্ম দিয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতিশোধ নেন। হক্বপন্থীদের উপর অত্যাচার করার ফল তারা হাড়ে হাড়ে টের পায়। আমরা দীপ্ত কণ্ঠে বলতে চাই আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কোন শক্তি কোন দিনই সফল হতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। বরং আল্লাহ চাহে তো তারাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ ক্ষমতার মসনদ ও দুনিয়াবী হুংকার খুবই ক্ষণস্থায়ী। সময় আসলে সব মসনদই তছনছ হয়ে যাবে। তাই পূর্বের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়াই সমীচীন হবে। ঘাপটি মেরে থাকা কোন গোষ্ঠীও যদি আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তবে তারাও একদিন ঘাতক, দালাল বলে চিহ্নিত হবে এবং বিতাড়িত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা মহা পরাক্রমাশালী আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সবকিছুই সোপর্দ করছি। কারণ আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃথিবীর একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন হিসাবে এ আন্দোলন ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে স্বয়ং আল্লাহই যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন। তাঁর পক্ষ থেকে ফায়ছালা নেমে আসলে ইনশাআল্লাহ কোন শক্তিরই অস্তিত্ব থাকবে না।

(২) শী'আ মতবাদ :

শী'আ অর্থ অনুসারী, গোষ্ঠী, সাহার্যকারী ইত্যাদি।[১৫১] ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ফসল হিসাবে আলী (রাঃ) এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে শী'আ সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় আপোষ করার শর্তে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানায়। তখন মীমাংসার জন্য আলী (রাঃ)-এর পক্ষে আবু মূসা আশ'আরী আর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে আমর ইবনু আছকে শালিস নিযুক্ত করা হয়। এতে একশ্রেণীর লোক আলী (রাঃ)-এর পক্ষ ত্যাগ করে। তারা ইতিহাসে খারেজী বলে পরিচিত। আরেক শ্রেণী এই প্রক্রিয়াকে সমর্থক করে। তাদেরকেই 'শী'আ' বলা হয়।[১৫২] কেউ বলেন, আবুবকর (রাঃ)-কে খলীফা নির্বাচনের সময়ই তারা আলী (রাঃ)-এর পক্ষে অবস্থান করেছিল।[১৫৩]

শী'আরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নেতা বা ইমাম নিযুক্তির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি প্রদর্শন করে। অতি ভক্তির কারণে তারা আলী (রাঃ) সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদার জন্ম দেয়। তাদের আক্বীদা মতে ইমাম নির্বাচনের অধিকার শুধু আল্লাহর নবীর। তিনি যাকে অছী নিযুক্ত করে যাবেন তিনিই ইমাম বা খলীফা হবেন। এভাবে প্রত্যেকেই এভাবে অছী নির্বাচন করে যাবেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। তাদের উদ্ভট ধারণা হল আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর অছী। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পরিবারের মধ্যেই এই খেলাফতের ধারা অব্যাহত থাকবে। তাই শী'আরা আবুবকর, ওমর এবং ওছমান (রাঃ)-কে খলীফা বলে স্বীকার করে না; বরং আলী (রাঃ)-কে বাদ দিয়ে যে সমস্ত ছাহাবী তাঁদের হাতে বায়'আত করেছেন তারা সকলেই কাফের। এ ধরনের অসংখ্য ভ্রান্ত আক্বীদা শী'আদের মধ্যে রয়েছে।[১৫৪] তবে তারা যে রাসূল (ছাঃ) পরিবারকে নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে সে সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তিনি বলেন,

---

১৫১. আলী বিন আহমাদ বিন সাঈদ ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-ফাছল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল ২/৯০ পৃঃ; আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১৪৫ পৃঃ।

১৫২. আত-তারীখুল ইসলামী, পৃঃ ২৭৪-২৭৭।

১৫৩. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৮৫), পৃঃ ৭৩।

১৫৪. আল-ফাছল ফিল মিলাল ৪/১৩৭ পৃঃ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلاَثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়ার সময় আয়েশা (রাঃ)-এর বাসস্থানের দিকে ইশারা করে বলেন, এই দিক থেকে ফেৎনা প্রকাশিত হবে। যে দিক থেকে শয়তানের শিং-এর মাঝ দিয়ে সূর্য উদিত হয়। এ কথা তিনি তিনবার বলেন।[১৫৫] অন্য হাদীছে এসেছে, পূর্বের দিকের ইরাক থেকে ফেৎনা বের হবে।[১৫৬]

ইরাকের কূফা থেকেই শী'আদের ফেৎনা প্রকাশিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার নিয়েই কুটূক্তি করে তাঁদেরকে অপমান করেছে।[১৫৭] উল্লেখ্য যে, পথভ্রষ্ট শী'আরা হাদীছের ভুল অর্থ করে আয়েশা (রাঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। মূলতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর মিম্বার থেকে তাঁর বাড়ী পূর্ব দিকে ছিল। কিন্তু মারদূদ শী'আরা অন্যান্য হাদীছগুলোর দিকে লক্ষ্য করে না।

মূলতঃ শী'আদের আসল দাবী ইমামত বা রাষ্ট্রীয় নেতা করা। ফলে তারা নেতৃত্বকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার সাথে সংযুক্ত করেছে। যেমন- اَلْإِيْمَانُ بِالْإِمَامِ جُزْءٌ مِنَ الْإِيْمَانِ بِاللهِ 'নেতৃত্বের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অংশ' (নাঊযুবিল্লাহ)। ঐ, পৃঃ ৩৬০। এছাড়া তারা নেতৃত্বকে দ্বীনের রুকুন সমূহের মধ্যে একটি রুকুন বলে বিশ্বাস পোষণ করে। যেমন- وَيَعْتَبِرُ الشِّيْعَةُ الْإِمَامَةَ.. رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلاَمِ 'শী'আরা রাষ্ট্রক্ষমতাকে ইসলামের রুকন সমূহের একটি রুকন গণ্য করে থাকে'। ঐ, পৃঃ ৩৫৯।

---

১৫৫. ছহীহ বুখারী হা/৩১০৪।

১৫৬. আহমাদ হা/৬৩০২, সনদ ছহীহ। عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِيَدِهِ يَؤُمُّ الْعِرَاقَ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

১৫৭. বুখারী হা/৩৭৫৩, 'ছাহাবীদের মর্যাদা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২২; বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৯৪-এর ব্যাখ্যা।- إن من تلك الفتن طعن الشيعة في كبار الصحابة رضي الله عنهم كالسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق التي نزلت براءتها من السماء

Contents

জ্ঞাতব্য : শী'আরা রাষ্ট্রক্ষমতাকে এমনই শীর্ষে স্থান দিয়েছে যে, ঈমানের ৬টি রুকনের মধ্যে প্রথম রুকন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অংশ সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা এমন একটি বিষয় যে, এর প্রতি ঈমান না আনলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ হবে না। এরপরও তারা রাষ্ট্রক্ষমতাকে 'ইসলামের রুকন' সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ অন্যান্য রুকন সমূহ পালন করা যেমন ফরয তেমনি রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করাও মৌলিকভাবে ফরয।

'রাষ্ট্রক্ষমতা' অর্জনকে দ্বীনের মূলনীতি সমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান মূলনীতি নির্ধারণ করা অথবা ঈমান ও ইসলামের রুকন সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা নিঃসন্দেহে খারেজী, শী'আ ও রাফেযীদের থেকে চলে আসা এক ভ্রান্ত মতবাদ। যার সাথে ইসলামের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, বরং আহলেসুন্নাহ ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছগণের মতে তা চরম মিথ্যাচার।

পথভ্রষ্ট শী'আদের অন্যতম দল 'রাফেযীরা' নেতৃত্বকে করায়ত্ত করা দ্বীনের মূলনীতি বা ঈমানের-রুকন বলে আক্বীদা পোষণ করে থাকে। যারা আলী (রাঃ)-কে একমাত্র ইমাম (খলীফা) হিসাবে মান্য করে। আর অন্য মহান তিন খলীফাকে তারা অস্বীকার করে। সর্বদা গালমন্দ করে এবং তাঁদের সকলকে কাফের মনে করে। ইসলাম বহির্ভূত সেই রাফেযী দলভুক্ত জনৈক লেখক ইবনুল মুত্তাহির পরিষ্কারভাবে নেতৃত্ব অর্জন করাকে দ্বীনের মূলনীতি ও ঈমানের রুকন সমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন,

أَهَمُّ الْمَطَالِبِ فِيْ أَحْكَامِ الدِّيْنِ وَأَشْرَفُ مَسَائِلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهِيَ مَسْئَلَةُ الْإِمَامَةِ.

'দ্বীনের আহকাম ও মুসলিমদের কার্যক্রমের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতা'।[১৫৮]

শী'আ ফের্কাও তাদের বিভ্রান্তিকর আক্বীদা ও আমলের কারণে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। তাদের আক্বীদা হল- রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর খলীফা হওয়ার একমাত্র হক্বদার ছিলেন আলী (রাঃ)। তাই আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে

১৫৮. মিনহাজুস সুন্নাহ ১/২৮ পৃঃ।

ছাহাবায়ে কেরাম বায়'আত করে সবাই কাফের হয়ে গেছে। সাথে সাথে তাদের ধারণা হল- আবুবকর , ওমর ও ওছমান (রাঃ) আলী (রাঃ)-কে খলীফ হতে দেননি। সুতরাং তারা কাফের। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) যে বিধান রেখে গিয়েছিলেন, লক্ষ লক্ষ জাল হাদীছ তৈরি করার মাধ্যমে তা তারা পরিবর্তন করেছে। যেমন আব্দুল করীম শহরাস্তানী (রহঃ) বলেন, إِنَّ دَعْوَى الشِّيْعَةِ لَيْسَتْ حُجَّةً عَلَى الْقُرْآنِ وَلاَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لأَنَّ الشِّيْعَةَ غَيْرُ مُسْلِمِيْنَ 'শী'আদের দাবী সমূহ কুরআনের উপরও দলীল নির্ভর নয় মুসলিমদের উপরও নয়। কারণ শী'আরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৫৯]

অনুরূপ রাফেযীরাও চরম মিথ্যাবাদী ফের্কা। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এবং শরী'আতের ব্যাপারে তারা সর্বোচ্চ মিথ্যাচার করেছে। তাই ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রঃ) বলেন, اَلرَّافِضَةُ أَكْذَبُ النَّاسِ وَذَلِكَ فِيْهِمْ قَدِيْمٌ 'রাফেযী ফের্কা মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মিথ্যাবাদী। আর এটা তাদের প্রাচীন অভ্যাস'।[১৬০] অতঃপর তিনি বলেন. وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ وَالْإِسْنَادِ عَلَى أَنَّ الرَّافِضَةَ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ 'মুহাদ্দিছগণ এ মর্মে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, হাদীছের বর্ণনা, সনদ ও বিবৃত প্রকাশের ক্ষেত্রে রাফেযীরা অন্যান্য দলের চেয়ে সর্বাধিক মিথ্যাবাদী'।[১৬১] ইমাম মালেক ও শাফেঈ (রহঃ) প্রমুখকে তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে অনুরূপ কথা বলেন।[১৬২] তারা যে মুসলিম নয় সে সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করে ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী বলেন,

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِيْ دَعْوَى الرَّوَافِضِ تَبْدِيْلُ الْقِرَاءَاتِ فَإِنَّ الرَّوَافِضَ لَيْسُوْا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّمَا هِيَ فِرَقٌ حَدَثٌ.. وَهِيَ طَائِفَةٌ تَجْرِيْ مَجْرَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَرَى فِي الْكِذْبِ وَالْكُفْرِ.

'রাফেযীদের দাবী সমূহের অন্যতম হল, কুরআনের ইবারতের পরিবর্তন। কারণ তারা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তারা নতুন একটি ফের্কা। উহা

---

১৫৯. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ২/৭৮।
১৬০. মিনহাজুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫।
১৬১. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫।
১৬২. বিস্তারিত দ্রঃ মিনহাজুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫-২৭।

এমন একটি দল যারা মিথ্যাচার ও কুফরীর দিক থেকে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের স্রোতে পরিচালিত হয়'।[১৬৩]

অতএব কোন মুসলিম ব্যক্তি শী'আদের দলভুক্ত হতে পারে না। শী'আদের কোন নীতি ও আদর্শকে মেনে নিতে পারে না। আজও শী'আরাই মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় শত্রু। সঊদী আরব, কুয়েত, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে যারা সালাফী মুসলিম তাদেরকে উৎখাত করাই তাদের মূল কর্মসূচী। অএতব সাবধান!

(৩) ক্বাদারিয়া মতবাদ :

তাক্বদীরকে অস্বীকার করার কারণে পূর্ব যুগের একশ্রেণীর লোককে ক্বাদারিয়া বলা হয়। প্রথম শতাব্দী হিজরী শেষার্ধে ইরাকের বছরায় এ মতবাদের সূচনা হয়। মা'বাদ আল-জুহানী (মৃঃ ৮০হিঃ) এই মতবাদের জন্মদাতা। ইউনুস আল-আসওয়ারী নামক এক খ্রীস্টান ব্যক্তির সূত্রে জুহানী উক্ত মতবাদ গ্রহণ করে। পরে গায়লান দেমাষ্কী উক্ত মতবাদ সমাজে ছড়িয়ে দেয়।[১৬৪] জানা আবশ্যক যে, কোন ব্যক্তি তাক্বদীরকে অস্বীকার করে মুসলিম থাকতে পারে না। কারণ এটা ঈমানের রুকুন। তাই রাসূল (ছাঃ) এদের ব্যাপারে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لاَ يَرِدَانِ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَلاَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের দু'টি দল আমার কাওছারের পানি পান করতে পারবে না এবং জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। ক্বাদারিয় ও মুরজিয়া।[১৬৫]

(৪) মুরজিয়া মতবাদ :

মুরজিয়া অর্থ বিলম্ববাদী, শৈথিল্যবাদী। আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর দ্বন্দ্বের সময় এরা উভয় পক্ষকে মুমিন গণ্য করে নিরপেক্ষ ছিল। তাদের সকলকে স্ব স্ব আমলের উপর ছেড়ে দিয়েছিল। তারা আমলকে ঈমান থেকে পৃথক ভেবে

---

১৬৩. আল-ফিছাল ফিল মিলাল ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫।
১৬৪. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/২০ পৃঃ।
১৬৫. তাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৪২০৪, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৪৮।

শিথিলতা প্রদর্শন করেছিল। সে জন্য তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয়।[১৬৬] এটি জাহান্নামী ফের্কা বলে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لاَ يَرِدَانِ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَلاَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের দু'টি দল আমার কাওছারের পানি পান করতে পারবে না এবং জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। ক্বাদারিয় ও মুরজিয়া।[১৬৭]

(৫) মু'তাযিলা মতবাদ :

ওয়াছিল বিন আতা (৮০-১৩১হিঃ)-এর তত্ত্বাবধানে উক্ত মতবাদের সূচনা হয়। 'ই'তিযাল' বা বিচ্ছিন্ন হওয়া শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। এই মতবাদের অনুসারীরা আল্লাহ তা'আলাকে গুণহীন সত্তা মনে করে। তাই আল্লাহ ইলম ছাড়াই আলীম (সর্বজ্ঞ)। অনুরূপ কুদরত (শক্তি) ছাড়াই ক্বাদীর (সর্বশক্তিমান) ইত্যাদি। এরা ছাহাবায়ে কেরামের রাস্তা ছেড়ে নতুন দর্শনের জন্ম দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে।[১৬৮] ইতিহাস থেকে জানা যায়, ওয়াছিল বিন আতা হাসান বছরী (রহঃ)-এর শিষ্য ছিলেন। ঈমানের মূলনীতি সম্পর্কে তিনি হাসান বছরীর সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করেন। তখন উস্তাদ হিসাবে বলেছিলেন, 'ওয়াছিল আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল'। এ থেকেই তাদেরকে মু'তাযিলা বলা হয়।[১৬৯]

উল্লেখ্য যে, উক্ত মতবাদগুলো অসংখ্য দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে। সে সময়ে এ ধরনের অসংখ্য দল গজিয়ে উঠেছিল। যেমন জাহমিয়া, জাবরিয়া, মু'আত্তিলা, মাতরুদিয়া, ইসমাঈলিয়া প্রভৃতি।

(৬) চার মাযহাব :

হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী নামে চারটি মাযহাব সমাজে সমধিক প্রচলিত। প্রসিদ্ধ চার ইমামের ৪০০ হিজরীর পরে মাযহাব তৈরি হয়। সবশেষে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ২৪১ হিজরীতে মারা যান। সেই

---

১৬৬. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১৩৮ পৃঃ।
১৬৭. তাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৪২০৪, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৪৮।
১৬৮. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম শহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/৪২ পৃঃ।
১৬৯. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/৪২ পৃঃ।

হিসাবে প্রায় ১৫৯ বছর পর মাযহাবে সূচনা হয়। মূল কথা কথিত মাযহাবগুলোর সাথে ইমামদের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) প্রচলিত মাযহাব সমূহের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন, إِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِه الْبِدْعَةُ فِى الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُوْمِ 'মূলতঃ এই বিদ'আতের (তাক্বলীদী মাযহাবের) উৎপত্তি হয়েছে ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর নিন্দিত যুগে'।[১৭০]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْمَعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبٍ وَّاحِدٍ بِعَيْنِه.

'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'।[১৭১]

তাছাড়া উক্ত মাযহাবের লোকেরা ইমামের নামে যা দাবী করে তার সাথে ইমামদের নীতি ও আদর্শের কোন মিল নেই। (এক) তারা তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী বানোয়াট আমল করে থাকে, যা ইমামদের নীতি বিরোধী।

(ক) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০হিঃ) বলেন,

لَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَّأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ.

'ঐ ব্যক্তির পক্ষে আমাদের কোন বক্তব্য গ্রহণ করা হালাল নয়, যে সম্পর্কে সে জানে না আমরা উহা কোথায় থেকে গ্রহণ করেছি'।[১৭২]

(খ) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِي رَأْيِي فَإِنْ وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَمَا لَمْ يُوَافِقْهُمَا فَاتْرُكُوْهُ.

---

১৭০. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৩ খৃঃ/১৪১৪ হিঃ), ২/১৪৫ পৃঃ।

১৭১. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩।

১৭২. ই'লামুল মুআক্কেঈন ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯; ইবনু আবেদীন, হাশিয়া বাহরুর রায়েক্ব ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৪৬।

Contents

'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল সিদ্ধানও দেই সঠিকও দেই। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলো তোমরা যাচাই কর। যে সমস্ত সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পাও সেগুলো গ্রহণ কর আর যেগুলো পাবে না সেগুলো পরিত্যাগ কর'।[১৭৩]

(গ) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪হিঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتَ كَلَامِي يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلَامِي الْحَائِطَ.

'যখন তুমি আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে, তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে'।[১৭৪]

(ঘ) ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন,

لَاتُقَلِّدْنِيْ وَلَا تُقَلِّدَنَّ مَالِكًا وَالْأَوْزَعِيَّ وَلَا النَّخْعِيَّ وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

'তুমি আমার তাক্বলীদ কর না, মালেক, আওযাঈ, নাখঈ বা অন্য কারোও তাক্বলীদ কর না। বরং সমাধান গ্রহণ কর কিতাব ও সুন্নাহ থেকে, যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন'।[১৭৫]

উক্ত আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ইমামই কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আমল করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই তাদের সাথে কথিত মাযহাবপন্থীদের কোন সম্পর্ক নেই।

(দুই) তারা মাযহাবকে বাঁচানোর জন্য অসংখ্য যঈফ ও জাল হাদীছের আশ্রয় নিয়েছে এবং সেগুলোকে ইমামের নামে চালিয়ে দিয়েছে। ফক্বীহগণ নিজ নিজ মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক ফিক্বহী গ্রন্থ রচনা করেছেন। অপরদিকে অন্য মাযহাবের দলীল খণ্ডন ও নিজ মাযহাবকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য

১৭৩. শারহু মুখতাছার খলীল লিল কারখী ২১/২১৩ পৃঃ।

১৭৪. আল-খুলাছা ফী আসবাবিল ইখতিলাফ, পৃঃ ১০৮; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ (কায়রোঃ আল-মাতবাআতুস সালাফিয়াহ, ১৩৪৫হিঃ), পৃঃ ২৭।

১৭৫. ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ, পৃঃ ২৮।

রচনা করেছেন পৃথক পৃথক ফিক্বহী উছূল। ফলে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিভক্তি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অথচ এটা ইমামদের নীতি বিরোধী। ফক্বীগণের এই করুণ বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আলামা মারজানী হানাফী বলেন,

وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ يَحْتَمِلُ الْخَطَاءَ فِيْ أَصْلِهِ وَغَالِبُهُ خَالٍ عَنِ الْإِسْنَادِ ... فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَوْضُوْعًا قَدِ افْتَرَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

'ফক্বীহদের বক্তব্যে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে গেছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হ'ল, সেগুলো সনদ বিহীন। .. নিঃসন্দেহে তা জাল হওয়ারই প্রমাণ বহন করে, যা অন্যের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে'।[১৭৬]

আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) ফিক্বহ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

فَكَمْ مِنْ كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ أَجِلَّةُ الْفُقَهَاءِ مَمْلُوْءٌ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ وَلَا سِيَّمَا الْفَتَاوَى فَقَدْ وَضَحَ لَنَا بِتَوْسِيْعِ النَّظْرِ أَنَّ أَصْحَابَهَا وَإِنْ كَانُوْا مِنَ الْكَامِلِيْنَ لَكِنَّهُمْ فِيْ نَقْلِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْمُتَسَاهِلِيْنَ.

'অনেক বিশ্বস্ত কিতাব, যার উপর বড় বড় ফক্বীহগণ নির্ভরশীল, সেগুলো জাল হাদীছ সমূহে পরিপূর্ণ। বিশেষ করে ফাতাওয়ার কিতাব সমূহ। গভীর দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়নকারীগণ যদিও পূর্ণ ইলমের অধিকারী, কিন্তু হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অলসতা প্রদর্শনকারী'।[১৭৭] অন্যত্র তিনি আরো পরিষ্কারভাবে সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলেন,

أَلَاتَرَى إِلَى صَاحِبِ الْهِدَايَةِ مِنْ أَجِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالرَّافِعِيِّ شَارِحِ الْوَجِيْزِ مِنْ أَجِلَّةِ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيْهَا بِالْأَنَامِلِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأَمَاجِدُ وَالْأَمَاثِلُ قَدْ ذَكَرَا فِيْ تَصَانِيْفِهِمَا مَالَمْ يُوْجَدْ لَهُ أَثَرٌ عِنْدَ خَبِيْرٍ بِالْحَدِيْثِ.

'(হে পাঠক!) তুমি কি হেদায়া রচনাকারীকে দেখ না, যিনি শীর্ষস্থানীয় হানাফীদের অন্যতম? এছাড়া 'আল-ওয়াজীয'-এর ভাষ্যকার রাফেঈকে দেখ

---

১৭৬. নাযেরাতুল হক্ব-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৪৬; হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃঃ ১৪৬।
১৭৭. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, জামে' ছাগীর-এর ভূমিকা নাফে' কাবীর, পৃঃ ১৩; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৩৭।

না, যিনি শাফেঈদের শীর্ষস্থানীয়? এই দু'জন ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় এবং যাদের উপর শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ নির্ভর করে থাকেন। অথচ উক্ত কিতাবদ্বয়ে তারা এমন বর্ণনা সমূহ উপস্থাপন করেছেন যেগুলোর কোন চিহ্ন পর্যন্ত মুহাদ্দিছগণের নিকট পাওয়া যায় না'।[১৭৮]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ) বহু পূর্বেই প্রভাবিত ফক্বীহদের সম্পর্কে বলে গেছেন,

وَجَمْهُوْرُ الْمُتَعَصِّبِيْنَ لاَيَعْرِفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إلاَّمَاشَاءَ اللهُ بَلْ يَتَمَسَّكُوْنَ بِأَحَادِيْثَ ضَعِيْفَةٍ وَآرَاءٍ فَاسِدَةٍ أَوْ حِكَايَاتٍ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالشُّيُوْخِ.

'মাশাআলাহ দু'একজন ছাড়া মাযহাবী গোঁড়ামী প্রদর্শনকারীদের কেউই কুরআন-সুন্নাহ বুঝেন না; বরং তারা আঁকড়ে ধরেন যঈফ ও জাল হাদীছের ভাণ্ডার, বিভ্রান্তিকর রায়-এর বোঝা এবং কতক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও কথিত আলেমদের কল্প-কাহিনীর সমাহার'।[১৭৯]

তারা ইমাম ও মাযহাবের নাম দিয়ে এভাবে অসংখ্য মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীছ তৈরি করেছে। অথচ ইমামগণ কখনোই যঈফ ও জাল হাদীছের পক্ষে ওকালতি করেননি। যেমন-

(১) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০হিঃ)-এর চূড়ান্ত মূলনীতি ছিল যঈফ হাদীছ ছেড়ে ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরা। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ **'যখন হাদীছ ছহীহ হবে সেটাই আমার মাযহাব'।[১৮০]**

(২) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) বলেন,

اِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ وَلاَيَكُوْنُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَاسَمِعَ.

---

১৭৮. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আজওয়াবে ফাযেলাহ-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৫৭; হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃঃ ১৫১।

১৭৯. ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ২২/২৫৪-২৫৫।

১৮০. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রাণী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০।

'তুমি জেনে রাখ, ঐ ব্যক্তি নিরাপদ নয়, যে ব্যক্তি যা শুনে তাই প্রচার করে। আর যে ব্যক্তি শুনা কথা (যাচাই ছাড়াই) প্রচার করে সে ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়'।[১৮১]

(৩) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন,

كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِيُّ وَطَاوُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ يَــذْهَبُوْنَ إِلَى أَلاَّيَقْبَلُوْا الْحَدِيْثَ إِلاَّعَنْ ثِقَةٍ يَعْرِفُ مَايَرْوِىْ وَيَحْفَظُ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ يُخَالِفُ هَذَا الْمَذْهَبَ.

'ইবনু সীরীন, ইবরাহীম নাখঈ, ত্বাউস এবং অন্যান্য সকল তাবেঈ এই মর্মে নীতি অবলম্বন করেছিলেন যে, শক্তিশালী স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি- যিনি বুঝে বর্ণনা করেন এবং স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন তার থেকে ছাড়া তারা অন্য কারো হাদীছ গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেন, মুহাদ্দিছগণের মধ্যে কাউকে আমি এই নীতির বিরোধিতা করতে দেখিনি'।[১৮২]

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الصَّحِيْحَ وَالسَّقِيْمَ وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوْخَ مِــنَ الْحَــدِيْثِ لاَيُسَمَّى عَالِمًا.

'নিশ্চয়ই যে আলেম হাদীছের ছহীহ-যঈফ ও নাসিখ-মানসূখ বুঝেন না তাকে আলেম বলা যাবে না'। ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাওয়াহাও একই কথা বলেছেন ।[১৮৩]

অতএব ইমাম হোন আর ফক্বীহ হোন বা অন্য কোন ব্যক্তি হোন শরী'আত সম্পর্কে যার বক্তব্যই পেশ করা হবে তার পক্ষে শারঈ দলীল থাকতে হবে এবং সেই দলীল ছহীহ হতে হবে। জাল, যঈফ ও ভিত্তিহীন হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যথা ইমাম ও ফক্বীহদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে।

---

১৮১. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, ১/১২ পৃঃ, 'যা শুনবে তাই প্রচার করা নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ-৩।

১৮২. আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩৭।

১৮৩. আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০/১৪২১), ১/৩৯, ভূমিকা দ্রঃ; আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, মা'রেফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৬০।

সতর্কবাণী :

উক্ত মূলনীতি উপেক্ষা করা হ'লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর যেমন মিথ্যারোপ করা হবে, তেমনি কোন ইমাম, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছের নামে দলীল বিহীন কথা বললেও তার উপর মিথ্যারোপ করা হবে। ইবনু দাক্বীকুল ঈদ তাই পরিষ্কার বলে দিয়েছেন,

إِنَّ نِسْبَةَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَى الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ حَرَامٌ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْفُقَهَـاءِ الْمُقَلِّدِيْنَ لَهُمْ مَعْرِفَتُهَا لِئَلَّا يَعْزُوْهَا إِلَيْهِمْ فَيُكَذِّبُوْا عَلَيْهِمْ.

'এই সমস্ত মাসআলাকে মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে সম্বোধন করা হারাম। মুক্বাল্লিদ ফক্বীহগণের উপর ওয়াজিব হ'ল সেগুলো অনুসন্ধান করা, তারা এমনিতেই যেন তাঁদের দিকে তা ছুড়ে না মারেন। অন্যথা তাদের উপর মিথ্যারোপ করা হবে'।[১৮৪]

শাহ ইসমাঈল শহীদ (১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের আলোকে বলেন,

فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ اتِّبَاعَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِحَيْثُ يَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ثَبَـتَ عَلَـى خِلَافِهِ دَلَائِلُ مِنَ السُّنَّةِ وَ الْكِتَابِ وَ يَأَوِّلُ إِلَى قَوْلِهِ شَوْبٌ مِنَ النَّصْرَنِيَّةِ وَ حَظٌّ مِنَ الشِّرْكِ.

'এর দ্বারা বুঝা গেল যে, অবশ্যই নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ করা, যেমন- তার কথা এমনভাবে আঁকড়ে ধরা, যদিও তা কুরআন-সুন্নাহর দলীল সমূহের বিরোধী সাব্যস্ত হয় এবং কুরআন সুন্নাহকে তার পক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে খ্রীষ্টানী স্বভাব মিশ্রিত আছে এবং শিরকের অংশ রয়েছে'।[১৮৫]

অতএব শারঈ বিষয়ে ইমামদের নামে কোন বক্তব্য পাওয়া মাত্রই প্রচার করা মহা অন্যায়। যতক্ষণ না তার পক্ষে ছহীহ দলীল পাওয়া যাবে।

---

১৮৪. ছালেহ আল-ফুল্লানী, ইক্বাযুল হিমাম (বৈরুত: ১৯৭৮), পৃঃ ৯৯।

১৮৫. শাহ ইসমাঈল শহীদ, তানভীরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রাফ'ঈল ইয়াদায়েন (মীরাট: মুজতবায়ী প্রেস, ১২৭৯ হিঃ/১৮৬৩ খৃঃ), পৃঃ ৪৫।

(৭) ছূফীবাদ :

আরবী 'ছূফ' শব্দ থেকে ছূফী শব্দের জন্ম। ছূফ অর্থ পশম। ছূফীরা তাদের সন্ন্যাসের ভাব ধরে পশমের কাপড় পরত বলেই ছূফী বলা হয়। ছূফী রোগাগ্রস্ত কতিপয় মূর্খ একে 'আহলে ছুফফা'-এর সাথে তুলনা করেছেন। এটা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয়।[১৮৬] ইবনু খালদূনের মতে দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীতে এই মতবাদের জন্ম হয়।[১৮৭] মরমীবাদ বলেও এর পরিচিতি রয়েছে। খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক দর্শনের সাথে মিশ্রিত হয়ে মুসলিম সমাজে মা'রেফতের নামে উক্ত মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ইরাকের বছরা নগরীতে যুহ্দ বা দুনিয়া ত্যাগের প্রেরণা থেকে এটা শুরু হয়।[১৮৮] এই দর্শনের সাথে ইসলামের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের তিনটি স্বর্ণযুগে এর অস্তিত্ব ছিল না। ইরানের আবু ইয়াযীদ বিস্তামী (২৬১হিঃ) (বায়েযীদ বুস্তামী) এবং হুসাইন বিন মানছূর হাল্লাজ (মৃতঃ ৩০৯হিঃ) এর মূল প্রচারক ছিলেন। পরবর্তীতে ছূফী সম্রাট সিরিয়ার মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (মৃঃ ৬৩৮ হিঃ) এই আক্বীদার বিস্তৃতি ঘটান।

উক্ত থিওরিতে বিশ্বাসী লোকেরা আল্লাহভীতি অর্জন ও সার্বক্ষণিক যিকির-আযকার করা এবং দুনিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। উক্ত প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার জন্য তারা অসংখ্য শিরক ও বিদ'আতের আবিষ্কার করে।[১৮৯] নিম্নে কয়েকটি শিরকী আক্বীদা উল্লেখ করা হল :

---

১৮৬. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া ১১/৫ ও ৬ পৃঃ।- وَلِأَنَّ غَالِبَ مَنْ تَكَلَّمَ بِاسْمِ الصُّوفِيِّ لَا يَعْرِفُ هَذِهِ الْقَبِيلَةَ وَلَا يَرْضَى أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إلَى قَبِيلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا وُجُودَ لَهَا فِي الْإِسْلَامِ وَقِيلَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ إنَّهُ نِسْبَةٌ إلَى لُبْسِ الصُّوفِ ؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا ظَهَرَتْ الصُّوفِيَّةُ مِنْ الْبَصْرَةِ

১৮৭. মুক্বাদ্দাম ইবনু খালদূন, পৃঃ ৪৬৭; আলী বিন বুখাইত আয-যাহরাণী, আল-ইহিরাফাতুল আক্বাদিয়া ওয়াল ইলমিয়াহ (মাক্কা মুকাররামা : দারু ত্বাইয়েবাহ, ১৯৯৮), পৃঃ ৪৩৭।

১৮৮. ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী, মে ২০০৫), পৃঃ ৪৬২-৪৬৩; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া ১১/৫ ও ৬ পৃঃ।

১৮৯. আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, দিরাসাত ফিত তাছাউফ (কায়রো : দারুল ইমাম আল-মুজাদ্দিদ, ২০০৫), পৃঃ ১৫৮-২২৮।

(এক) ওয়াহ্দাতুল ওজূদে বিশ্বাসী :

এক আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হওয়াকে 'ওয়াহদাতুল ওজূদ' বলে। মানুষ তো আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন হবেই, পৃথিবীর সবকিছুই এক আল্লাহর অংশ (নাঊযুবিল্লাহ)। সবকিছুতেই আল্লাহ্র উপস্থিতি রয়েছে। তাই সবই আল্লাহ। আল্লাহ আরশে নন, বরং সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজমান। এ জন্য তথাকথিত ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। বরং কোন ব্যক্তি যখন উক্ত মর্যাদা অর্জন করে তখন তাকে আর শরী'আতের বিধি-বিধান পালন করা লাগে না। কারণ সে আল্লাহর মাঝে বিলীন হয়ে যায়। তাদের বক্তব্য হল, فَإِنَّ مِنَ الصُّوْفِيَّةِ مَنْ يَقُوْلُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ اللهَ تَعَالَى سَقَطَتْ عَنْهُ الشَّرَائِعُ وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَاتَّصَلَ بِاللهِ تَعَالَى 'ছূফীরা বলে থাকেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারবে, তার উপর থেকে শরী'আতের হুকুম রহিত হয়ে যাবে। কেউ একটু বাড়িয়ে বলেছেন, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হবে'।[১৯০]

সুধী পাঠক! আল্লাহ্র সাথে এটা যে কত বড় অন্যায়, তা সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা বুঝে না। একশ্রেণীর আলেমও এই কুফুরী মতবাদের পিছনে ছুটে বেড়ায়। তারা বান্দা আর মা'বূদের পার্থক্য বুঝে না। এটাই হিন্দুদের আক্বীদা। তারা সর্বেশ্বরবাদ বা সবকিছুকেই ঈশ্বর মনে করে। তাই তারা ঈশ্বর, মানুষ ও ব্যঙের মাঝে কোন তফাৎ খুঁজে পায় না। যেমন বলে থাকে- 'হরির উপর হরি, হরি শোভা পায়, হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়। মূলতঃ এটি 'ফানাফিল্লাহ' ভিত্তিক কুফুরী আক্বীদা ।

(দুই) প্রকৃত ছূফীই আল্লাহ :

ছূফীবাদ যে কত জঘন্য তা আরো বুঝা যায় উক্ত কুফুরী আক্বীদা থেকে। তাদের ধারণা মানবদেহে যখন আল্লাহ প্রবেশ করে তখন মানুষ আল্লাহতে পরিণত হয় هُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ اللهَ يَحِلُّ فِى الْإِنْسَانِ [১৯১] ইরানের আবু ইয়াযীদ বিস্তামী (২৬১হিঃ) (বায়েযীদ বুস্তামী) বলেন, طَلَبْتُ اللهَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَإِذَا أَنَا هُوَ 'আমি ৬০ বছর যাবৎ আল্লাহকে খুঁজছি। এখন দেখছি আমি নিজেই

১৯০. আল-ফাছল ফিল মিলাল ৪/১৪৩ পৃঃ।
১৯১. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-জাওয়াবুছ ছহীহ ৩/৩২৯ পৃঃ।

আল্লাহ'।[১৯২] কেউ তাকে ডাক দিলে বাড়ীর ভিতর থেকে বলতেন, لَيْسَ فِي الْبَيْتِ غَيْرُ اللهِ 'বাড়ীতে আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই'।[১৯৩] আরো কঠোরভাবে নিজেকে আল্লাহ দাবী করে বলেন, سُبْحَانِيْ سُبْحَانِيْ مَا أَعْظَمَ شَأْنِيْ 'আমি মহা পবিত্র, 'আমি মহা পবিত্র, আমার মর্যাদা কতই না বড়'।[১৯৪] আল্লাহ তার দেহের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে ফলে তিনি নিজেই আল্লাহ হয়ে গেছেন। তারই অনুসারী হুসাইন বিন মানছূর হাল্লাজ (মৃতঃ ৩০৯হিঃ) বলেন, نَحْنُ رُوْحَانِ حَلَلْنَا بَدَنًا 'আমরা দু'টি রূহ। এখন একটি দেহে একাকার হয়ে গেছি'। তাই জোর দিয়ে বলেন, أَنَا الْحَقُّ 'আমিই আল্লাহ'।[১৯৫]

(তিন) যিনি আল্লাহ তিনিই মুহাম্মাদ :

তথাকথিত ভণ্ড ছূফীদের কুফুরী আক্বীদার শেষ নেই। তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেউ আল্লাহ বলে দাবী করে। তারা কবিতার সুরে সুরে বলে, 'আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা; 'আহমাদ' 'আহাদ' হলে তবে যায় জানা। মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে আহাদ নিরাঞ্জন' (নাঊযুবিল্লাহ)। তাফসীরে হাক্বীর মধ্যে বলা হয়েছে,

جبل بمكة كان عليه عرش الرحمن حين لا ليل ولا نهار اشارة بالجبل الى جسد محمد صلى الله عليه وسلم . وبعرش الرحمن الى قلبه كما وورد في الحديث قلب المؤمن عرش الله.

'মক্কায় এমন একটি পাহাড় রয়েছে, যার উপর আল্লাহর আরশ রয়েছে। যেখানে রাত ও দিন কিছুই নেই। উক্ত পাহাড় দ্বারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর

---

১৯২. আব্দুর রহমান দেমাস্কী, আন-নকশাবন্দইয়াহ (রিয়ায : দারু ত্বাইয়েবাহ, ১৯৮৮), পৃঃ ৬২।

১৯৩. মাওসূ'আতুর রাদ্দি আলাছ ছূফিয়াহ ৬৮/৭১ পৃঃ।- جاء الى بيته رجل فدق بابه فقال أبو يزيد من تطلب؟ فقال الطارق أريد أبا يزيد. فقال له أبو يزيد ليس في البيت غير الله

১৯৪. ড. সাফার আব্দুর রহমান, উছূলুল ফিরাক ওয়াল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিবুল ফিকরিয়া (মিশর : দারুর রুউওয়াদ, ২০১৩), পৃঃ ৮৫।

১৯৫. আব্দুর রহমান দেমাস্কী, আন-নকশাবন্দইয়াহ (রিয়ায : দারু ত্বাইয়েবাহ, ১৯৮৮), পৃঃ ৬২; মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী '৯৯, পৃঃ ৭।

শরীর বুঝানো হয়েছে। আর আরশ দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মুমিনের অন্তর আল্লাহর আরশ'।[১৯৬]

সুধী পাঠক! কিভাবে কোন্ যুক্তিতে আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে একাকার করা হল তা কি লক্ষ্য করেছেন? পরে হাদীছের নামে যে কথাটি বর্ণনা করেছেন তাও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। লেখক উক্ত মিথ্যা দাবীর পরে 'ফানাফিল্লাহর' পক্ষে অনেক আলোচনা করেছেন। এভাবে শিরকী আক্বীদা মানুষের মাঝে প্রচার করা হচ্ছে। তারা কালেমায়ে শাহাদাত মুখে উচ্চারণ করার পর কিভাবে আবদ এবং মা'বূদকে, বান্দা এবং আল্লাহকে এক হিসাবে মনে করছে তা বুঝা বড় ভার! এছাড়া তারা সুরে সুরে বলতে থাকেন, 'ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কর, উতার পাড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুছত্বফা হো কর'। অর্থাৎ 'আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মুছত্বফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হন তিনি' (নাঊযুবিল্লাহ)।[১৯৭]

(চার) নবী-রাসূলগণের চেয়ে ছূফীরাই শ্রেষ্ঠ :

ছূফীবাদে যারা বিশ্বাসী তারা রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে কথিত ওলীদেরকে বড় মনে করে। স্বয়ং বায়েযীদ বুস্তামী বলেন, لِوَائِيْ أَرْفَعُ مِنْ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ 'আমার পতাকা (মর্যাদা) মুহাম্মাদের পতাকার চেয়ে অধিকতর উঁচু'।[১৯৮] এ জন্যই কুরআন ও হাদীছের দিকে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু কথিত ওলী ও ছূফীদের মিথ্যা কাহিনী ও গল্প নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য :

সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের নামে যত ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট দল ও মাযহাব রয়েছে সেগুলোর প্রায় সবারই মাঝে ছূফীবাদের প্রভাব রয়েছে। দেওবন্দী মতবাদের যত শাখা-প্রশাখা আছে সবই ছূফীবাদে বিশ্বাসী। তাদের সবচেয়ে বড় শাখা ইলিয়াসী তাবলীগ। অনুরূপ চরমোনাই, হাটহাজারী, পটিয়া প্রভৃতি সবই ছূফী তরীকায় বিশ্বাসী। অন্যদিকে তাদের চরম বিরোধী ব্রেলভীরা বায়েযীদ বুস্তামী, মানছূর হাল্লাজ, ইবনুল আরাবীর খাছ এজেন্ট, মূল উত্তরসুরী। কবর, মাযার,

---

১৯৬. তাফসীরে হাক্কী ৪/৯৮ পৃঃ, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত।
১৯৭. আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর, ব্রেলভী মাসলাক কে আক্বাঈদ (ইউপি, মৌনাতভঞ্জন : ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম, জানুয়ারী ২০১৩), পৃঃ ৯৯।
১৯৮. মাওসূ'আতুর রাদ্দি আলাছ ছূফিয়াহ ৬৮/৭১ পৃঃ।

খানকা, গাছ, পাথর, মাছ, পুকুর, আগুন, মানুষ, মূর্তি, পীর, ফকীর ইত্যাদি পূজায় তারা খুবই দক্ষ। যিকিরের নামে রাতের মজলিসগুলোতে তারা নারী-পুরুষ একাকার হয়ে নষ্ট জগতে বিলীন হয়ে যায়। আটরশী, দেওয়ানবাগী, হাযারবাগী, চন্দ্রপুরী, মাইজভাণ্ডারী, কুতুববাগী প্রভৃতি লাখ লাখ খানকায় জঘন্য শিরকে পুরিপূর্ণ। সবার মাঝেই উক্ত ছূফী দর্শন লালিত হয়।

(ক) দেওবন্দী মতবাদের আধ্যাত্মিক নেতা ইমদাদুল্লাহ মাক্কী বলেন, 'মা'রেফতের অধিকারী ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীর উপর কতৃত্বশীল হয়। আল্লাহ তা'আলার যে কোন রশ্মিকে নিজের জন্য ধরে নিতে পারে। আল্লাহ্র যে কোন গুণে ইচ্ছা নিজেকে বিভূষিত করে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে। যেহেতু তার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী বিদ্যমান এবং আল্লাহ্র চরিত্রে বিলীন।'[১৯৯]

অন্য এক জায়গায় বলেন, 'কোনরূপ আড়াল ছাড়াই সে আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সে সুযোগ পাবে।'[২০০]

(খ) চরমোনাই আক্বীদাও একই রকম। দরবারের প্রতিষ্ঠা পীর সৈয়দ মুহাম্মাদ এছহাক শেখ সাদী, রূমী ও মানছূর হাল্লাজের অনেক কবিতা উল্লেখ করেছেন এবং উদাহরণসহ 'ফানাফিল্লাহর' দাবী উল্লেখ করেছেন। যেমন- মানছূর হাল্লাজ যখন আল্লাহ পাকের এস্কের জোশে দেওয়ানা হইতেন তখন তিনি এই শের পড়িতেন- 'ওগো আমার মা'শুক মাওলা! আপনি আপন কুদরাতী নজরে আমার দিকে চাহিয় দেখুন। আমি এখন আমি নাই। আমি আপনি হইয়াছি আর আপনি আমি হইয়াছেন। আমি হইয়াছি তন্, আপনি হইয়াছেন জান। আমি শরীর আপনি প্রাণ। এরপর আর কেহ বলিতে পারে না যে, আমি একজন আপনি আর একজন। বরং আমি ও আপনি এক হইয়া গিয়াছি, অর্থাৎ আমি আপনার জামালের খুশীর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছি, আমার অজুদ ফানা হইয়া গিয়াছে এবং আমার রূহ আপনার নূরের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। আমার আমিও যখন লয় হইয়া গিয়াছে, তখন আমি আর কোথায় আছি? আমি নাই। আপনিই ছিলেন, আপনিই আছেন, আপনিই থাকিবেন। আপনিতো আপনি, আমিও আপনি। আমি বলিতে আর কিছুই নাই'।

অতঃপর তিনি লিখেছেন, 'মনছূর হাল্লাজ এরূপ আল্লাহ পাকের মোরাকাবা করিতে করিতে আল্লাহর নূরের মধ্যে গরক হইয়া হঠাৎ একদিন বলিতে

---

১৯৯. যিয়াউল কুবুল (উর্দূ), পৃঃ ২৭-২৮; (বাংলা), পৃঃ ৫১।
২০০. যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ৭ ও ২৫; (বাংলা), পৃঃ ২০ ও ৪৪।

লাগিলে أَنَـا الْحَـقُّ (আনাল হক;) 'আমি খোদা। যে যতই তাহাকে নিষেধ করিল, ঈমান যাওয়ার ও কাফের হওয়ার ভয় দেখাইল; কিন্তু কিছুতেই বিরত হইলেন না ও ঐ কথা থেকে আর ফিরিলেন না। সদা বলিতেই রহিলেন আনাল হক (আমি খোদা)।[২০১]

সুধী পাঠক! চরমোনাই আক্বীদায় যে কুফরীর ছড়াছড়ি তা কি ভক্তরা জানে? উক্ত আক্বীদা কেউ পোষণ করলে সে কি মুসলিম থাকবে?

জ্ঞাতব্য : ছূফীবাদের চরমত্বে পৌঁছার চারটি স্তর আছে। শরীয়ত, তরীকত, হাক্বীক্বত ও মা'রেফত। মা'রেফত **হল** তার সর্বোচ্চ স্তর। পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা হয়, শরীয়ত হচ্ছে শব্দ, হাকীকত এর অর্থ। উক্ত অর্থ লাভ করতে যে শ্রম ব্যয় করতে হয় তারই নাম তরীকত। আর অর্থ লাভ করে যে তৃপ্তি অনুভূত হয় তারই নাম মা'রেফত।[২০২] এই স্তরও বিদ'আতী প্রথা। কুরআন-সুন্নাহর সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।[২০৩]

(৮) তরীক্বাতন্ত্র :

উপমহাদেশে তরীক্বার নামে অসংখ্য ভ্রান্ত মতবাদের জন্ম হয়েছে। কেউ কেউ ৪২ টি তরীকার নাম উল্লেখ করেছেন।[২০৪] পীর ও ফকীরতন্ত্রের নামে কোটি কোটি মানুষকে মুশরিক বানাচ্ছে। তারা মূল ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের তৈরি ভ্রান্ত দ্বীন অনুসরণ করছে। নিম্ন প্রসিদ্ধ কয়েকটি তরীকা উল্লেখ করা হল :

(ক) ব্রেলভী : ১৮৮০ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীতে ব্রেলভী মতবাদের জন্ম হয়। হানাফী মাযহাবের অনুসারী এবং ছূফীবাদে বিশ্বাসী আহমাদ রেযা খান (১৮৫৬-১৯২১ খৃঃ) এই মতবাদের জনক। ব্রিটিশ আমলে 'আশেকে রাসূল' নামে এই মতবাদটি পরিচিত ছিল। তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলেও তাদের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাস। যার মধ্যে তিনটি হ'ল প্রধান : (১) প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক

---

২০১. আল্লামা সৈয়দ. মোহাম্মদ এছহাক রহ.-এর রচনাবলী-২, আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী (ঢাকা : আল-এছহাক পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০০৭), পৃঃ ৪১-৪৩।

২০২. আলহাজ্ব শাহসুফী মোঃ হাবিবুর রহমান খন্দকার, মা'রেফাতের পরিচয় ও মদীনা জামাতের আদর্শ (ঢাকা : কামাল্লা দরবার শরীফ, জুলাই ২০০৯), পৃঃ ৮৭।

২০৩. আলোচনা দেখুন : তারেক আব্দুল হালীম, আছ-ছূফিয়াহ : নাশআতুহা ওয়া তাত্বাউরুহা (রিয়ায : মাকতাবাতুল কাওছার, ২০০৬), পৃঃ ৬২।

২০৪. মা'রেফাতের পরিচয় ও মদীনা জামাতের আদর্শ, পৃঃ ৮৭।

মাযহাব, যা দক্ষিণ এশীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এসেছে। (২) খ্রিস্টানদের নিকট থেকে আগত মাযহাব, যা হুলূল (حلول) ও ইত্তেহাদ (اتحاد) দু'ভাগে বিভক্ত। হুলূল (حلول) অর্থ 'মানুষের দেহে আল্লাহ্র অনুপ্রবেশ'। হিন্দু মতে, নররূপে নারায়ণ। (৩) ইত্তেহাদ বা ওয়াহাদাতুল উজূদ (وحدة الوجود) বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শনকে বুঝায়। যা হুলূল-এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে রূপ লাভ করে। এর অর্থ হ'ল আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে বান্দার সত্তা বিলীন হয়ে যাওয়া (الفناء في الله)। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অস্তিত্ববান সব কিছুই মূলত আল্লাহ্রই অংশ। আল্লাহ পৃথক কোন সত্তার নাম নয়। অস্তিত্ববান সবকিছুতেই তার প্রকাশ রয়েছে। নিম্নে এই ভ্রান্ত ফের্কাটির আক্বীদা সম্পর্কে আরও কিছু সংক্ষেপে বর্ণিত হ'ল।-

ব্রেলভী তরীকার আক্বীদা ও আমল :

(এক) আহমাদ রেযা খান (১৮৫৬-১৯২১ খৃঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর রাখেন। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন, কুরআনের ধারক আমাদের সরদার এবং আমাদের মাওলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে লাওহে মাহফূযের যাবতীয় কিছু দান করেছেন।[২০৫]

(দুই) তাদের মতে, বর্তমানে নবী করীম (ছাঃ) সৃষ্টির যাবতীয় কর্ম নিজে উপস্থিত থেকে দেখছেন। তিনি নূরের তৈরী এবং সর্বত্র হাযির (উপস্থিত) ও নাযির (দ্রষ্টা)।[২০৬] আহমাদ ইয়ার খান আরো বলেন, তিনি তাঁর অবস্থানস্থল হতেই দুনিয়ার সবকিছু দেখেন নিজ হাতের তালু দেখার ন্যায়। তিনি নিকটের ও দূরের সব আওয়ায শুনেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী চক্কর দিতে পারেন ও বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে পারেন এবং আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন।[২০৭]

(তিন) আল্লাহ্র ওলীরা বরের মর্যাদা তুল্য। সুতরাং তাদের থেকেও রহমত পাওয়া যায়। অর্থাৎ ওলীদের কাছেও দু'আ করা যায়।[২০৮]

---

২০৫. খালেছুল ই'তিক্বাদ, পৃঃ ৩৩।
২০৬. আহমাদ ইয়ার খান, মাওয়াইযু নাঈমিয়াহ পৃঃ ১৪।
২০৭. জা-আল হাক্ব ১/১৬০।
২০৮. আহমাদ ইয়ার গুযরাটী, জা-আল হাক্ব, পৃঃ ৩৩৫; আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর, ব্রেলভী তা'লীমাত (ইউপি, মৌনাতভঞ্জন : ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম, জানুয়ারী ২০১৩), পৃঃ ১৬।

(চার) তাদের বিশ্বাস মতে, রাসূল (ছাঃ) এমন ক্ষমতার অধিকারী, যার মাধ্যমে তিনি সারা দুনিয়া পরিচালনা করে থাকেন। তাদের একজন বড় নেতা আমজাদ আলী ব্রেলভী বলেছেন, 'রাসূল (ছাঃ) হ'লেন আল্লাহ্র সরাসরি নায়েব (প্রতিনিধি)। সমস্ত বিশ্বজগৎ তাঁর পরিচালনার অধীন। তিনি যা খুশী করতে পারেন এবং যাকে খুশী দান করতে পারেন। যাকে খুশী নিঃস্বও করতে পারেন। তাঁর রাজত্বে হস্তক্ষেপ করা দুনিয়ার কারু পক্ষে সম্ভব নয়। যে তাঁকে অধিপতি হিসাবে মনে করে না, সে সুন্নাত অনুসরণের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে'। আহমাদ রেযা খান ভক্তির আতিশয্যে লিখেছেন, 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমি আপনাকে আল্লাহ বলতে পারছি না। কিন্তু আল্লাহ ও আপনার মাঝে কোন পার্থক্যও করতে পারছি না'।[২০৯]

(পাঁচ) তাদের মতে, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ওলী-আওলিয়ারাও দুনিয়া পরিচালনার কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। আহমাদ রেযা খান বলেন, হে গাওছ (আব্দুল কাদের জীলানী)! 'কুন' বলার ক্ষমতা লাভ করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে, আর আপনি লাভ করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) থেকে। আপনার কাছ থেকে যা-ই প্রকাশিত হয়েছে তা-ই দুনিয়া পরিচালনায় আপনার ক্ষমতা প্রমাণ করেছে। পর্দার আড়াল থেকে আপনিই আসল কারিগর'।

(ছয়) তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যেহেতু একা, সেহেতু একাই তাঁর পক্ষে পুরো বিশ্বজগত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফলে তিনি তাঁর বিশ্ব পরিচালনার সুবিধার্থে আরশে মু'আল্লায় একটি পার্লামেন্ট কায়েম করেছেন। সেই পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা মোট ৪৪১ জন। আল্লাহ তাদের স্ব স্ব কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তন্মধ্যে নাজীব ৩১৯ জন, নাক্বীব ৭০ জন, আবদাল ৪০ জন, আওতাদ ৭ জন, কুতুব ৫ জন এবং একজন হ'লেন গাওছুল আযম, যিনি মক্কায় থাকেন। উম্মতের মধ্যে আবদাল ৪০ জন আল্লাহ তা'আলার মধ্যস্থতায় পৃথিবীবাসীর বিপদাপদ দূরীভূত করে থাকেন। তারা আউলিয়াগণের দ্বারা সৃষ্টজীবের হায়াত, রুযী, বৃষ্টি, বৃক্ষ জন্মানো ও মুছীবত বিদূরণের কার্য সম্পাদন করেন।

(সাত) আহমাদ রেযা বলেন, যার কাফনে লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু... পূর্ণ কালেমা লেখা হবে তার কবর যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তার কবরে মুনকার-নাকীর আসবেন না।[২১০]

---

২০৯. হাদায়েক বখশীশ, ২/১০৪।
২১০. ফাতাওয়া রিযবিয়া ৪/১২৭ পৃঃ; ব্রেলভী তা'লীমাত, পৃঃ ৪৩।

(৮) তাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈদ হল ঈদে মীলাদুন্নবী। এই দিন তারা মহা ধুমধামে জশনে জুলূসের আয়োজন করে এবং বিভিন্ন ভক্তিপূর্ণ গান ও আনন্দ-ফূর্তির আয়োজন করে থাকে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা কাহিনী বর্ণনার জন্য এদিন তারা তথাকথিত সীরাত মাহফিলের আয়োজন করে।

সুধী পাঠক! মাত্র কয়েকটি আক্বীদা উল্লেখ করা হল। মূল কথা হল, ইসলামের লেবাস পরে দ্বীন প্রতিষ্ঠার নামে যে সমস্ত মতবাদ মানুষের ঈমান হরণ করছে, মুশরিক বানাচ্ছে তাদের ব্রেলভী তরীকা প্রধান।[২১১]

(খ) দেওবন্দী :

ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর যেলার অন্তর্গত একটি এলাকার নাম 'দেওবন্দ'। এখানে মাওলানা কাসিম নানোতভী (মৃঃ ১৮৭৯ খৃঃ) ১৮৬৮ সালে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার আধ্যাত্মিক গুরু ভারতের ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (মৃঃ ১৮৯৯ খৃঃ)-এর নিকট মুরীদ হন।[২১২] অনুরূপ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হিঃ/মৃঃ ১৯৪৩ খৃঃ) এবং মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীও (মৃঃ ১৯০৮ খৃঃ) তার নিকটে বায়'আত করেন এবং মুরীদ হন। উক্ত মাদরাসা ও সেখানকার আলেমদের মাধ্যমে দেওবন্দী মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উপমহাদেশের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উক্ত তরীক্বার অনুসারী। তারা কেবল দেওবন্দী ফাতাওয়াকেই অনুসরণ করে। বাংলাদেশে হাটহাযারী, পটিয়া, বগুড়ার জামীল মাদরাসা, নওগাঁর পোরশা মাদরাসা এবং পাকিস্তানে দারুল উলূম করাচি এই তরীকার প্রচারক। পাকিস্তানের তাকী উসমানী দেওবন্দী তরীকার সবচেয়ে পরিচিত ব্যক্তি। তবে সকলেই ছূফী তন্ত্রে বিশ্বাসী। আর ছূফীবাদ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। দেওবন্দী আলেমদের নিকটে বায়েযীদ বুস্তানী, মানছূর হাল্লাজ খুবই প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

উল্লেখ্য যে, দেওবন্দী তরীকার দাওয়াতী শাখা হল, তাবলীগ জামায়াত। আম জনতার মাঝে ছূফী ইমদাদুল্লাহর দর্শন প্রচারের ছদ্মবেশী তরীকা হল এই তাবলীগ। এই জামায়াতের প্রতিষ্ঠা হলেন, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী দর্শনের

---

২১১. বিস্তারিত দ্রঃ আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর, আল-ব্রেলভিয়াহ : আক্বায়েদ ওয়া তারীখ; ড মানে' আল-জুহানী, আল-মাওসূআহ আল-মুয়াসসারাহ; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৩৯৪-৩৯৬ পৃঃ, ফৎওয়া নং ৩০৯০।

২১২. ইরশাদুল মুলক, পৃঃ ৩২; সাজিদ আব্দুল কাইয়ূম, তাবলীগ জামা'য়াত ও দেওবন্দিগণ, পৃঃ ৩০।

পৃষ্ঠপোষক মাওলানা ইলিয়াস (মৃঃ ১৯৪৪ খৃঃ)। তিনি দেওবন্দী আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর প্রতি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তিনি বলতেন, 'হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থানভী দ্বীনের প্রভূত খেদমত করেছেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা যেন দ্বীনের শিক্ষা হবে তাঁর এবং দাওয়াহর প্রায়োগিক প্রক্রিয়া হবে আমার, যাতে কারে এভাবে তাঁর শিক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে'।[২১৩]

দেওবন্দীদের ভ্রান্ত আক্বীদা :

(এক) আকাবির আলেম মৃত্যু বরণ করেন না :

দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা নানোতুবী মৃত্যু বরণের বহু দিন পর এক সমস্যা সমাধানের জন্য মাদরাসায় আগমন করেন। যেমন- এক সময় মাওলানা আহমাদ হাসান আমরুহী এবং ফখরুল হাসান গাঙ্গোহীর মাঝে মনমালিন্য হয়। কিন্তু মাওলানা মাহমূদুল হাসান (১২৩৮-১৩৩৮ হিঃ) নিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এক পক্ষের দিকে ঝুঁকে যান। তখন মাওলানা রফীউদ্দীন মাওলানা মাহমূদুল হাসানকে ডেকে পাঠান। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই তিনি বলছেন, আগে তুমি আমার কাপড় দেখ। শীতকাল হওয়া সত্ত্বেও তার সমস্ত কাপড় ভিজে গেছে। রফীউদ্দীন বললেন, মাওলানা নানোতুবী জাসাদে আনছারীতে এখনই আমার নিকট এসেছিলেন। তাই ঘামে আমার কাপড় ভিজে গেছে। তিনি আমাকে বলে গলেন, তুমি মাহমূদুল হাসানকে বলে দাও, সে যেন ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। আমি শুধু এটা বলার জন্যই এসেছি।[২১৪]

তাবলীগ জামায়াতের আরেক প্রবক্তা রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (মৃঃ ১৯০৮ খৃঃ) তার 'আল-বারাহী আল-ক্বাতিয়া' গ্রন্থে বলেন, আমার মনে হয়, আল্লাহর নিকট দেওবন্দ মাদরাসা প্রশংসিত আসন পেয়েছে। কারণ অসংখ্য আলেম এখান থেকে পাশ করেছেন এবং জনসাধারণের অনেক কল্যাণ সাধন করেছে। পরবর্তীকালে এক মহান ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দর্শন লাভ করে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি দেখেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) উর্দূ ভাষায় কথা বলছেন। তখন মহান ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি একজন আরবী লোক, কিভাবে এই ভাষা জানলেন? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, 'যখন থেকে দেওবন্দের আলেমদের সাথে যোগাযোগ হয়, তখন থেকেই

---

২১৩. মালফূযাতে ইলিয়াস, পৃঃ ৫৮, অনুচ্ছেদ-৫৬।

২১৪. মাওঃ আশরাফ আলী থানভী, আরোহায়ে ছালাছা, হিকায়েতে আওলিয়া (দেওবন্দ : কুতুবখানা নঈমীয়া), পৃঃ ২৬১; হিকায়েত নং-২৪৭।

আমি এই ভাষা জানি'। গাঙ্গোহী আরো বলেন, এ থেকে আমরা এই মাদরাসার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারি।[২১৫]

(দুই) মানবদেহে আল্লাহ্র অনুপ্রবেশ আক্বীদায় বিশ্বাসী :

দেওবন্দী মতবাদের আধ্যাত্মিক নেতা ইমদাদুল্লাহ মাক্কী বলেন, 'মা'রেফতের অধিকারী ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বশীল হয়। আল্লাহ তা'আলার যে কোন রশ্মিকে নিজের জন্য ধরে নিতে পারে। আল্লাহ্র যে কোন গুণে ইচ্ছা নিজেকে বিভূষিত করে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে। যেহেতু তার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী বিদ্যমান এবং আল্লাহ্র চরিত্রে বিলীন।[২১৬] অন্য এক জায়গায় বলেন, 'কোনরূপ আড়াল ছাড়াই সে আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সে সুযোগ পাবে।[২১৭] তিনি আরেক জায়গায় বলেন, 'তাওহীদে জাতি হল এই যে, বিশ্বজগতের সবকিছুকে আল্লাহ বলে ধারণা করা।[২১৮]

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী বলেন, 'মনোযোগ দিয়ে শোন! সত্য তা-ই যা রশীদ আহমাদের মুখ থেকে বের হয়। আমি শপথ করে বলছি, আমি কিছুই না, কিন্তু এ যুগে সৎপথ প্রাপ্তি এবং সফলতা নির্ভর করে আমার ইত্তেবার উপর'।[২১৯]

সুধী পাঠক! এ ধরনের অসংখ্য শিরকী ও কুফুরী আক্বীদা তাদের মধ্যে বিরাজ করে। দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার নামে মুসলিম সমাজে এভাবেই শিরক, বিদ'আত ও কুফুরীর প্রসার ঘটাচ্ছে।

জ্ঞাতব্য : সমাজে প্রচলিত মিথ্যা ও উদ্ভট তরীক্বাগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ :

(গ) কাদারিয়া : আব্দুল ক্বাদের জীলানী (১০৭৮-১১৬৬ খৃঃ)-এর নামে প্রচলিত তরীক্বা। মূলতঃ তিনি কোন তরীক্বার প্রবর্তন করেননি। তার বংশের গাউছ জীলানী ১৪৮২ খৃস্টাব্দে উক্ত তরীক্বার প্রচলন করেন। বেদনার স্মৃতি, পৃঃ ৫৩। তার নামে অসংখ্য উদ্ভট কতা ছড়ানো হয়েছে, যা তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে।

---

২১৫. আল-বারাহী আল-ক্বাতিয়া, পৃঃ ৩০; গৃহীত : সাজিদ আব্দুল কাইয়ূম, তাবলীগ জামা'আত ও দেওবন্দীগণ, পৃঃ ২২১।

২১৬. যিয়াউল কুবুল (উর্দূ), পৃঃ ২৭-২৮; (বাংলা), পৃঃ ৫১।

২১৭. যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ৭ ও ২৫; (বাংলা), পৃঃ ২০ ও ৪৪।

২১৮. যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ৩৫; (বাংলা), পৃঃ ৬২।

২১৯. তাযকিরাত আর-রশীদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭; গৃহীত : তাবলীগ জামা'আত ও দেওবন্দীগণ, পৃঃ ২২২।

(ঘ) চিশতিয়া : উত্তর ভারতের মুঈনুদ্দীন চিশতী (১১৪২-১২৩৬ খৃঃ)-এর নামে উক্ত তরীক্বার জন্ম হয়। উক্ত তরীক্বা দু'ভাগে বিভক্ত : ১- চিশতীয়া ছাবেরিয়া তরীক্বা, ২- চিশতীয়া নিজামিয়া তরীক্বা। বেদনার স্মৃতি, পৃঃ ৫২। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এবং রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী চিশতিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। আর চরমোনাইয়ের পীর চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার অনুসারী।[২২০]

(ঙ) নকশাবন্দিয়া : তুর্কিস্তানের শায়খ বাহাউদ্দীন নকশাবন্দ (মৃঃ ১৩৮৮ খৃঃ) নকশাবন্দিয়া তরীকার প্রবর্তক ছিলেন। তার অন্যতম শিষ্য খাযা বাকা বিল্লাহ তুর্কস্তান থেকে দিল্লীতে হিজরত করেন। ১৬০৩ সালে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। প্রকৃত পীর সৈয়দ আহমাদ কারামত আলীকে নকশাবন্দিয়া তরীকা প্রচারের অনুমতি প্রদান করেন। ফুরফুরা পীরকে মুজাদ্দেদিয়া তরীকা প্রচারের নির্দেশ দান করেন।[২২১]

(চ) মুজাদ্দেদিয়া : ইন্ডিয়ার পাঞ্জাবের অন্তর্গত সরহিন্দ নামক শহরে ৯৭১ হিজরীতে আহমাদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাকে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী বলা হয়। তারই নামে মুজাদ্দেদিয়া তরীকার পরিচিতি লাভ করে। তিনি প্রথমে তার পিতার নিকট থেকে চিশতিয়া তরীকার উপর বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি তার জীবদ্দশায় ৬০ জন খেলাফত দিয়ে যান। ১০৩৪ হিজরীতে তিনি মারা যান।[২২২] বাংলাদেশে পরিচিত ফুরফুরার খান্দান মুজাদ্দেদিয় তরীকার অনুসারী।[২২৩] এটাও যে উদ্ভট তরীকা তাতে সন্দেহ নেই।

(ছ) আটরশী :

আটরশী পীর ছাহেবের মৌলিক বিভ্রান্তিগুলোর অন্যতম হল- (১) ভাল-মন্দ পীরের হাতে। পীর ছাহেব বলেছেন, এনায়েতপুরী ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলে গেছেন, 'বাবা তোর ভাল-মন্দ উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নেই'।[২২৪]

---

২২০. আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক-এর রচনাবলী-২, আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী, পৃঃ ১১০; ভেদে মা'রেফত বা ইয়াদে খোদা, পৃঃ ৭৮।

২২১. আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক-এর রচনাবলী-২, আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী, পৃঃ ১১০।

২২২. মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা, আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯), পৃঃ ২, ১৮১, ১৮৩।

২২৩. আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক-এর রচনাবলী-২, আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী, পৃঃ ১১০।

২২৪. শাহছুফী হযরত ফরিদপুরী ছাহেবের নসিহত, ৩/১১১ পৃঃ, প্রকাশক : পীরজাদা মোস্তফা আমীর মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ৩য় মুদ্রণ ১লা মে-১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ।

পর্যালোচনা :

এই আক্বীদা পীরকে সরাসরি আল্লাহ্‌র আসনে বসিয়ে দেওয়ার শামিল। অথচ আল্লাহ বলেন, '(হে নবী)! বলুন, সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকে হয়' *(নিসা ৭৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান, তবে প্রতিরোধের কেউ নেই' *(ইউনুস ১০৭)*।

(২) পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নেই। যেমন পীর ছাহেব বলেছেন, 'হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে এবং তাহ'লেই কেবল বিশ্বে শান্তি আসতে পারে'।[২২৫]

পর্যালোচনা :

অথচ মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম *(আলে ইমরান ১৯)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করলে, তা কখনোই কবুল করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে-ইমরান ৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ করে বলছি, এ উম্মতের কেউ যদি আমার আনীত দ্বীন গ্রহণ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে, সে ইহুদী হৌক বা খৃষ্টান হৌক, অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।[২২৬]

এছাড়াও সকল পীরপূজারীই এ বিশ্বাস করে থাকে যে, পীর পরকালে তাদের মুক্তির অসীলা হবে। অথচ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) নিজ কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলছেন, হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না'।[২২৭]

উক্ত আলোচনায় তাদের আক্বীদা সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা দেওয়া হল। এছাড়াও তাদের আরো বিভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ রয়েছে, যা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

---

২২৫. আটরশীর কাফেলা, সংকলনে মাহফূযুল হক, আটরশীর দরবার থেকে প্রকাশিত, ৮৯ পৃঃ, সংস্করণ-১৯৮৪, তাসাউফ, তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, ১৪৭ পৃঃ, প্রকাশকাল-২০০০ খৃঃ।

২২৬. মুসলিম হা/১৫৩, মিশকাত হা/১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮, 'ঈমান' অধ্যায়।

২২৭. মুসলিম হা/২০৪।

(জ) চরমোনাই :

বরিশালের মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ছূফীবাদের অন্যতম বলিষ্ঠ প্রচারক ও সমর্থক। তিনি চিশতীয়া ছাবেরিয়া তরীক্বার অনুসারী। তার রচনাগুলোতে শিরক-বিদ'আত ও নতুন ধর্মের নিয়মে পরিপূর্ণ। 'আশেক মাশুক, ভেদে মারেফত, মা'রেফতের হক্ব, যিকিরে জলি, এস্কে দেওয়ানা, তাবিজের কিতাব ইত্যাদি লেখনীগুলো চরম আপত্তিকর।

দরবারের প্রতিষ্ঠা পীর সৈয়দ মুহাম্মাদ এছহাক শেখ সাদী, রূমী ও মানছূর হাল্লাজের অনেক কবিতা উল্লেখ করেছেন এবং উদাহরণসহ 'ফানাফিল্লাহর' দাবী উল্লেখ করেছেন। যেমন- মানছূর হাল্লাজ যখন আল্লাহ পাকের এস্কের জোশে দেওয়ানা হইতেন তখন তিনি এই শের পড়িতেন- 'ওগো আমার মা'শুক মাওলা! আপনি আপন কুদরাতী নজরে আমার দিকে চাহিয় দেখুন। আমি এখন আমি নাই। আমি আপনি হইয়াছি আর আপনি আমি হইয়াছেন। আমি হইয়াছি তন্, আপনি হইয়াছেন জান। আমি শরীর আপনি প্রাণ। এরপর আর কেহ বলিতে পারে না যে, আমি একজন আপনি আর একজন। বরং আমি ও আপনি এক হইয়া গিয়াছি, অর্থাৎ আমি আপনার জামালের খুশীর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছি, আমার অজুদ ফানা হইয়া গিয়াছে এবং আমার রূহ আপনার নূরের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। আমার আমিও যখন লয় হইয়া গিয়াছে, তখন আমি আর কোথায় আছি? আমি নাই। আপনিই ছিলেন, আপনিই আছেন, আপনিই থাকিবেন। আপনিতো আপনি, আমিও আপনি। **আমি বলিতে আর কিছুই নাই'**।

অতঃপর তিনি লিখেছেন, 'মনছূর হাল্লাজ এরূপ আল্লাহ পাকের মোরাকাবা করিতে করিতে আল্লাহর নূরের মধ্যে গরক হইয়া হঠাৎ একদিন বলিতে লাগিলে أَنَـا الْحَـقُّ (আনাল হক;) 'আমি খোদা। যে যতই তাহাকে নিষেধ করিল, ঈমান যাওয়ার ও কাফের হওয়ার ভয় দেখাইল; কিন্তু কিছুতেই বিরত হইলেন না ও ঐ কথা থেকে আর ফিরিলেন না। সদা বলিতেই রহিলেন আনাল হক (আমি খোদা)।[২২৮]

সুধী পাঠক! উক্ত তরীকা ছাড়াও অসংখ্য তরীকা, মাযহাব ও মতবাদ সমাজে চালু আছে। কোনটিই শরী'আত সম্মত নয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে কোন মিল নেই। কারণ শরী'আতের বাণী তাদের কাছে পসন্দ না হওয়ার

২২৮. আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রহ.-এর রচনাবলী-২, আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী (ঢাকা : আল-এছহাক পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০০৭), পৃঃ ৪১-৪৩।

কারণেই তারা সেগুলো চালু করেছে। তাই প্রকৃত কোন মুসলিম ব্যক্তি উক্ত মতবাদ, তরীকা ও মাযহাবকে গ্রহণ করতে পারে না। মুসলিম হিসাবে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলবে।

(৯) তাবলীগ জামায়াত :

(ক) পরিচিতি:

১৯২১ সালে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের 'মেওয়াত' এলাকায় 'ফিরোযপুর নিমক' গ্রামে মাওলানা ইলিয়াস (১৩০৩-১৩৬৩হিঃ/১৮৮৫-১৯৪৪ খৃঃ) তাবলীগ জামায়াত প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ফের্কার মূল গ্রন্থ 'তাবলীগী নেছাব' যা 'ফাযায়েলে আমল' বলে পরিচিত। এর লেখক হলেন ইলিয়াস ছাহেবের জামাই, ভাতিজা এবং ছাত্র মাওলানা যাকারিয়া (১৩১৭-১৪০২হিঃ/১৮৯৮-১৯৮২)। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ মোতাবেক ১৩৯৫ হিঃ।[২২৯] মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী (১৯১৭-১৯৬৫) প্রণীত এবং মুহাম্মাদ সা'দ কর্তৃক উর্দু অনুদিত 'মুন্তাখাব হাদীস' বইটিও তাদের অনুসরণীয়। গ্রন্থটি প্রথম ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়। তারা দেওবন্দী আলেম ও মতবাদকে সর্বাধিক মূল্যায়ন করে। উক্ত মৌলিক কিতাব ছাড়াও আশরাফী আলীর রচিত বেহেশতী যেওর, নিয়ামুল কুরআন ও মক্বছূদুল মুমিনীনকে অনুসরণ করে।

১৯২০ সালে মাওলানা উক্ত জামা'আতের সূচনা করেন। তিনি ১৯৪৪ সালের ১২ জুলাই মারা যান। ফলে তার পুত্র মাওলানা ইউসুফ কান্দালভীকে আমীরের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং তার মাথায় তার পিতার পাগড়ী পরিয়ে দেয়া হয়। ১৯৬৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকার ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৯৬৫ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে মারা যান। তার জানাযা পড়ান মাওলানা যাকারিয়া। অতঃপর মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের জামাই মাওলানা ইনআমুল হাসান কান্ধলভী (১৯১৮-১৯৯৫)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৪ সালে। বাগেরহাট যেলার অধিবাসী মাওলানা আব্দুল আযীযের মাধ্যমে এর সূচনা হয়।[২৩০] আর বার্ষিক ইজতেমার

---

২২৯. ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ৭৭।
২৩০. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০৬), পৃঃ ৯৯।

সূচনা হয় ১৯৪৬ সালে। ঢাকা কাকরাইল মসজিদে এর উদ্বোধন হয়। ১৯৪৮ সালে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম হাজী ক্যাম্পে। অতঃপর নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৯৬৬ সালে টঙ্গীর পাগাড় গ্রামের মাঠে বার্ষিক ইজতেমার আয়োজন করা হয়। তারপর থেকে ১৯৬৭ সালে তুরাগ নদীর তীরে প্রতি বছর কথিত 'বিশ্ব ইজতেমা' অনুষ্ঠত হয়ে আসছে। সাবেক ডি আই টি বর্তমানে 'রাজউক'-এর ১২৫ একর জমি ইজতেমার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হত। অবশ্য ১৯৬৭ সালেই তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাবলীগ জামায়াতকে এই মাঠ ব্যবহারের মৌখিক অনুমতি দেয়। ১৯৯৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ইজতেমা কর্তৃপক্ষকে তিন শতাধিক একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।[২৩১]

(খ) ফাযায়েলে আমল বা তাবলীগী নিছাব :

ইলিয়াস ছাহেবের নির্দেশক্রমে তার জামাই ও ভাতিজা মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর মাদরাসার শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ফাযায়েলে আমল বা তাবলীগী নিছাব নামে দুই খণ্ডে সমাপ্ত বই লেখেন। সেগুলোর মধ্যে পার্ট পার্ট করা ছিল। যেমন মূল উর্দূ বইয়ের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ : ১. হেদায়াতে সাহাবা ২. ফাযায়েলে নামায। ৩. ফাযায়েলে তাবলীগ। ৪. ফাযায়েলে যিকর। ৫. ফাযায়েলে কুরআন। ৬. ফাযায়েলে রমাযান। ৭. ফাযায়েলে দরূদ। ৮. ফাযায়েলে সাদাকাত ১ম অংশ। ৯. ফাযায়েলে ছাদাক্বাত ২য় অংশ। ১০. ফাযায়েলে হজ্জ। ১ থেকে ৭ অংশ নিয়ে ফাযায়েলে আমল নামে প্রথম খণ্ড। আর বাকী অংশ নিয়ে 'তাবলীগী নিছাব ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।[২৩২]

উল্লেখ্য যে, বাংলা অনুবাদে শ্রেণী বিন্যাস একটু পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন অংশ নিয়ে পৃথক পৃথক অংশ ছাপা হয়েছে। যেমন- ফাযায়েলে দরূদ, ফাযায়েলে হজ্জ।

(গ) জামায়াতের ভিত্তি, বিশেষ পরিভাষা ও নীতিমালা :

মূলতঃ মাওলানা ইলিয়াস ছাহেবের স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে উক্ত জামায়াতের আবির্ভাব। যেমন তিনি তার সাক্ষাৎকারে বলেন,

---

২৩১. ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ১৪৪-১৪৫।
২৩২. ফাযায়েলে আমল বই দ্রঃ।

آز کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القا ہوتا ہی اس لئ کوشش کروکہ مجھی نیند زیادہ آئی (خشکی کی وجہ سی نیند کم ہونی لگی تھی تو میں نی کیم صاحب اور داکر کی مشورہ سی سر میں تیل مالش کرائی جس سی نیند میں ترقی ہو گئی) آپ نی فرمایاکہ اس تبلیغ کا طریقۃ بھی مجہ بر خواب میں منکشف ہوا۔

'আজকাল আমার উপরে স্বপ্নে ছহীহ ইলম সমূহ অবতীর্ণ হচ্ছে। এ জন্য চেষ্টা করব যেন আমার বেশী বেশী ঘুম আসে। (আনন্দের কারণে যখন ঘুম কম হতে লাগল, তখন ডাক্তার ও কবিরাজের পরামর্শক্রমে আমি মাথায় তেল মালিশ করলাম)। ফলে ঘুমে ডুবে গেলাম। তিনি বলেন, তাবলীগের এই তরীকাও আমার উপর স্বপ্নে প্রকাশ পেয়েছে'।[২৩৩]

তাবলীগ জামায়াতের আরেক প্রবক্তা রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (মৃঃ ১৯০৮ খৃঃ) তার 'আল-লবারাহী আল-ক্বাতিয়া' গ্রন্থে বলেন, আমার মনে হয়, আল্লাহর নিকট দেওবন্দ মাদরাসা প্রশংসিত আসন পেয়েছে। কারণ অসংখ্য আলেম এখান থেকে পাশ করেছেন এবং জনসাধারণের অনেক কল্যাণ সাধন করেছে। পরবর্তীকালে এক মহান ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দর্শন লাভ করে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি দেখেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) উর্দূ ভাষায় কথা বলছেন। তখন মহান ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি একজন আরবী লোক, কিভাবে এই ভাষা জানলেন? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, 'যখন থেকে দেওবন্দের আলেমদের সাথে যোগাযোগ হয়, তখন থেকেই আমি এই ভাষা জানি'। গাঙ্গোহী আরো বলেন, এ থেকে আমরা এই মাদরাসার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারি।[২৩৪] তিনি অন্যত্র বলেন, 'মনোযোগ দিয়ে শোন! সত্য তা-ই যা রশীদ আহমাদের মুখ থেকে বের হয়। আমি শপথ করে বলছি, আমি কিছুই না, কিন্তু এ যুগে সৎপথ প্রাপ্তি এবং সফলতা নির্ভর করে আমার ইত্তেবার উপর'।[২৩৫]

---

২৩৩. মাওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নুমানী, মালফূযাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (লাক্ষ্ণৌ : আল-ফুরকান বুক ডিপু, ২০১০), পৃঃ ৫১, অনুচ্ছেদ-৫০।

২৩৪. আল-বারাহী আল-ক্বাতিয়া, পৃঃ ৩০; গৃহীত : সাজিদ আব্দুল কাইয়ূম, তাবলীগ জামা'আত ও দেওবন্দীগণ, পৃঃ ২২১।

২৩৫. তাযকিরাত আর-রশীদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭; গৃহীত : তাবলীগ জামা'আত ও দেওবন্দীগণ, পৃঃ ২২২।

পর্যালোচনা :

ইসলামের মানদণ্ড বা সংবিধান হল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ, যা নাযিল হয়েছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর। তিনি শেষ নবী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোন কিতাব বা নবী আসবেন না। কোন নীতি-রীতি পদ্ধতি নাযিল হবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু বরণের মাধ্যমে সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে। তাবলীগের পদ্ধতি নাযিল হয়েছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। কিন্তু ইলিয়াস ছাহেব যা দাবী করেছেন তা যে ইসলামের নয় তা পরিষ্কার হয়ে গেল। এটি মূলতঃ তার স্বপ্নে পাওয়া মতবাদের পদ্ধতি, যা তার পরের দুই বুযুর্গের কথাতেও প্রমাণিত হয়েছে।

পরিভাষা ও নীতিমালা :

(এক) চিল্লা প্রথা। এক চিল্লা বা চল্লিশ দিন। তিন চিল্লা বা বছরে চার মাস। বছর চিল্লা বা একটি বছর পুরোটাই চিল্লার মাঝে ব্যয় করা। জীবন চিল্লা অর্থাৎ সারা জীবনের জন্য চিল্লায় বেরিয়ে যাওয়া। এছাড় তিন দিন, সাত দিন এবং দশ দিনের জন্য বের হওয়া।[২৩৬]

পর্যালোচনা : উক্ত চিল্লা প্রথার পক্ষে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন নির্দেশনা নেই। ৪০ দিনকে লক্ষ্য করে মূলতঃ 'চিল্লা' শব্দের ব্যবহার। কথিত আছে যে, চল্লিশ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার জন্য চল্লিশ দিনকে নির্ধারণ করা হয়েছে।[২৩৭] হাদীছটি গ্রহণযোগ্য হলেও সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হয়ে বাড়ী থেকে পৃথকভাবে বের হয়ে গিয়ে উক্ত হাদীছের উপর আমল করতে হবে এ ধরনের কোন দলীল নেই। ছাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তারা কি কখনো উক্ত হাদীছ এভাবে বাস্তবায়ন করেছেন? সুতরাং নতুন নিয়ম আবিষ্কার করে ইসলামের মধ্যে বৈরাগ্যবাদ আমদানি করার কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ এটা ছালাতর সাথে সম্পৃক্ত, দাওয়াতের সাথে নয়। কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে কেন চিল্লাপ্রথা চালু করা হল?

---

২৩৬. ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত, পৃঃ ১২৪-১২৫; গৃহীত : কাকরাইল মসজিদে সংরক্ষিত ১৩ নং নথি।

২৩৭. তিরমিযী হা/২৪১; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৭৯; মিশকাত হা/১১৪৪। عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

উল্লেখ্য 'যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে সে জাহান্নামের আগুন, শাস্তি এবং মুনাফিকের আলামত থেকে মুক্তি পাবে' মর্মে সমাজে যে হাদীছ প্রচলিত আছে তাও মুনকার বা ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[২৩৮] এর সনদে নাবীত্ব ইবনু ওমর নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[২৩৯] তাই উক্ত হাদীছও আমল করা যাবে না। যারা হজ্জ বা ওমরা করতে যান তাদেরকে মদীনায় গিয়ে উক্ত হাদীছের উপর আমল করতে দেখা যায়। এটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(দুই) গাশত করা। গাশত ফার্সী শব্দ। এর অর্থ ঘোরা-ফেরা, ভ্রমণ করা বা টহল দেয়া। গাশত প্রধানত দুই প্রকার। খুছূছী গাশত বা বিশেষভাবে গমন। আর উমূমী গাশত বা ব্যাপকভাবে জামায়াতবদ্ধ হয়ে বের হওয়া। এর আরো কতিপয় প্রকার রয়েছে। যেমন- তা'রূফী গাশত বা পরিচিতি মূলক তাশকীলী গাশত বা পরিকল্পনামূলক এবং তা'লীমী গাশত বা শিক্ষা মূলক।

পর্যালোচনা :

এটা ইলিয়াস ছাহেবের নিজস্ব থিওরি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া ফরয দায়িত্ব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে।

(তিন) কাশফ। অন্তর্দৃষ্টি বা অদৃশ্যের খবর জানা। তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, অলি বুযুর্গ ব্যক্তিরা অদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করতে পারেন। তাদের বইয়ের বহু স্থানে কাশফের কথা লেখা আছে। যেমন- আবু ইয়াজিদ কুরতুবী বলেন, আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাযার বার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পড়বে, সে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পাবে। আমি একদা আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য সত্তর হাযার বার পড়ে আখেরাতের সম্বল করে রাখলাম। একদা এক যুবক সে তার কাশফে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পায়। এর সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সে আমাদের সাথে খাচ্ছিল। হঠাৎ সে চিৎকার দিল এবং তার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। সে বলল, আমার মা জাহান্নামে জ্বলছে, আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। আবু ইয়াযীদ বলেন, আমি তার অস্থিরতা লক্ষ্য করলাম। তখন

---

২৩৮. আহমাদ হা/১২১২৩; তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৪৪৪।
২৩৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬৪।

আমি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর একটি নেছাব তার মায়ের জন্য বখশিয়া দিলাম। এটা আমি গোপনেই করেছিলাম। এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষণাৎ বলতে লাগল, চাচা! আমার মা দোযখের আগুন হতে রক্ষা পেয়েছেন। আবু ইয়াযীদ বলেন, এই ঘটনা হতে আমার দু'টি ফায়দা হল : একটি- সত্তর হাযার বার কালেমা তাইয়েবা পড়ার বরকত। আর দ্বিতীয়তটি হল, যুবকের ঘটনার সত্যতা।[২৪০]

পর্যালোচনা : এটা পরিষ্কার শিরকী আক্বীদা। কারণ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব বা অদৃশ্যের খবর রাখেন না। তথাকথিত ছূফী নামধারী ব্যক্তিরাই এই ঘটনাকে হাদীছ বলে সমাজে বাজারজাত করেছে। অথচ এটি একটি ডাহা মিথ্যা কাহিনী। কারণ 'সত্তর হাযার বার কালেমা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে মৃত ব্যক্তির নামে বখশিয়ে দিলে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। এই কাহিনী কোন্ দলীলে বর্ণিত হয়েছে? ইবনু তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ) এ সম্পর্কে বলেন, 'এটি ছহীহ বা যঈফ কোন সনদে বর্ণিত হয়নি'।[২৪১] দ্বিতীয়তঃ কাশফ তথা গায়েবের খবর যুবক কিভাবে জানল? দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা সে কিভাবে বুঝতে পারল? নবী-রাসূলগণ ব্যতীত কোন ছাহাবীও কি উক্ত মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছেন? এটা যে জাজ্বল্য মিথ্যা কাহিনী, তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।

(চার) ছয় উছূল : (ক) কালেমা (খ) নামায (গ) ইলম ও যিকির (ঘ) ইকরামুল মুসলিমীন (ঙ) তাছহীহে নিয়ত এবং (চ) তাবলীগ। উল্লেখ্য যে, তাবলীগ জামায়াতের সূচনালগ্নে এর সংখ্যা ছিল ষাট।[২৪২]

---

২৪০. ফাযায়েলে যিকির (বাংলা), পৃঃ ৪৪১; (উর্দূ), পৃঃ ৩৮৭।

২৪১. মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ ২৪/৩২৩। سُئِلَ عَمَّنْ هَلَّلَ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَـــرَّةً وَأَهْدَاهُ لِلْمَيِّتِ يَكُوْنُ بَرَاءَةً لِلْمَيِّتِ مِنْ النَّارِ حَدِيْثٌ صَحِيحٌ؟ أَمْ لَـــا؟ وَإِذَا هَلَّـــلَ الْإِنْسَانُ وَأَهْدَاهُ إِلَى الْمَيِّت يَصِلُ إِلَيْه ثَوَابُهُ أَمْ لَا؟. فَأَجَابَ : إِذَا هَلَّـــلَ الْإِنْـــسَانُ هَكَذَا : سَبْعُوْنَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَأُهْدِيَتْ إِلَيْه نَفَعَهُ اللهُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا حَدِيْثًا صَحِيْحًا وَلَا ضَعِيْفًا وَاللهُ أَعْلَمُ.

২৪২. মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া আখতার, তাবলীগ জামায়াত : ঈমানী আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারী ২০০৬), পৃঃ ৬১; গৃহীত : মাওলানা ওবায়দুল্লাহ, তাবলীগ জামায়াতের প্রাথমিক ইতিহাস, পৃঃ ৬।

পর্যালোচনা :

উক্ত ছয় উছূল তাবলীগের না তাবলীগ জামায়াতের তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে এটা তাবলীগের নয়। কারণ ছয়টির মধ্যে তাবলীগ একটি। তাবলীগ জামায়াত যেহেতু পৃথক একটি মতবাদ বা ধর্ম, তাই তার পৃথক মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব। অথচ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি এবং ঈমানের ভিত্তি ছয়টি। তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কিসের ভিত্তিতে উক্ত ছয় উছূল নির্ধারণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। মূলতঃ এগুলো উছূল বা মূলনীতি।

(পাঁচ) 'বিশ্ব ইজতেমা' ও 'আখেরী মুনাজাত'। এটা তাদের মূল আকর্ষণ। বড় ইজতেমা হোক বা ছোট ইজতেমা হোক সবশেষে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত করে শেষ করা হয়। বিশেষ করে দীর্ঘ দিন যাবৎ বাংলাদেশে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে যে ইজতেমা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়, সেই ইজতেমায় 'আখেরী মুনাজাত' পর্বটি প্রাধান্য পায়। দেশে জ্ঞানী-গুণী ছাড়াও সরকারী আমলাসহ প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন শুধু মুনাজাতের আকর্ষণে।

পর্যালোচনা :

'আখেরী মুনাজাত' নামে শরী'আতে কোন পরিভাষা নেই। ইজতেমা, সম্মেলন, সমাবেশ শেষে সকলে মিলে হাত তুলে কথিত মুনাজাত করতে হবে তারও কোন প্রমাণ ইসলামী শরী'আতে নেই। এটি বিদ'আতী আমল। বিশেষ করে 'আখেরী মুনাজাত' সবচেয়ে বড় বিদ'আত। এত বড় বিদ'আত আর তৈরি হবে বলে মনে হয় না। তাই একে 'আখেরী বিদ'আত' বলাই শ্রেয়।

জানা আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আরাফার মাঠে। তাহলে টঙ্গীর মাঠের সম্মেলনকে 'বিশ্ব ইজতেমা' বলা যায় কিভাবে? দ্বিতীয়তঃ আরাফার মাঠে যোহর ছালাতের পূর্বে ইমাম সারগর্ভপূর্ণ ভাষণ দান করে থাকেন এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী দু'আ করেন। অতঃপর যোহর ও আছর ছালাত এক আযানে দুই ইক্বামতে পৃথক পৃথকভাবে দুই দুই রাক'আত ক্বছর ছালাত আদায় করেন। কিন্তু সেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন মুনাজাত হয় না। অথচ আরাফার মাঠ হল দু'আ কবুলের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ 'উত্তম দু'আ হল আরাফার দিনের দু'আ'।[২৪৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

---

২৪৩. তিরমিযী হা/৩৫৮৫।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَــةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিনের চেয়ে আর কোন দিন এত মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন না। তিনি তাদের অতি নিকটবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব প্রকাশ করেন এবং বলেন, তারা কী চাচ্ছে?[২৪৪] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন সন্ধ্যায় আরাফায় অবস্থানকারী ব্যক্তিদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ববোধ করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে লক্ষ্য কর, তারা আমার কাছে এসেছে মাথায় এলোমেলো চুল নিয়ে ধূলায় মলিন হয়ে।[২৪৫] অন্যত্র এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْغَازِى فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তার গাযী, হাজ্জী এবং ওমরাকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র মেহমান। আল্লাহ তাদের আহ্বান করেন আর তারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। তারা আল্লাহ্র কাছে যা চান, তিনি তাদেরকে তাই দান করেন।[২৪৬]

সুধী পাঠক! এরপরেও মুনাজাত পাগল বিদ'আতীদের হুঁশ ফিরবে কি?

২৪৪. ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৫৪; মিশকাত হা/২৫৯৪।
২৪৫.. আহমাদ হা/৮০৩৩; সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/১১৩২।
২৪৬. ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮২০।

তাবলীগ জামায়াতের আক্বীদা :

(এক) হানাফী মাযহাব ও ছূফীবাদী তরীকায় বিশ্বাসী। ফাযায়েলে আমল বইয়ের বহু স্থানে ছূফীদের আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।[২৪৭]

পর্যালোচনা :

কেউ যদি হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করে তাহলে তাকে হানাফী মাযহাবের নীতি অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু নতুন করে একটি মতবাদ বা থিওরি কিভাবে তৈরি করা যায়? একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে কিভাবে হানাফী মাযহাব, ছূফীবাদ এবং ইলিয়াসী তরীকা একত্রিত হতে পারে? মূল কথা হল, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মাযহাব, মতবাদ, তরীকা গ্রহণ করা ও বিশ্বাস করা যাবে না; বরং এগুলোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে হবে। তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা হানাফী মাযহাবের দাবী করলেও তারা মূলতঃ ছূফীবাদী শিরকী আক্বীদায় বিশ্বাসী। আর এই ছূফী তরীকা কত জঘন্য তা লক্ষ্য করুন। তাদের ধারণা মানবদেহে যখন আল্লাহ প্রবেশ করে তখন মানুষ আল্লাহতে পরিণত হয় هُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ اللهَ يَحِلُّ فِي الْإِنْسَانِ [২৪৮] ইরানের আবু ইয়াযীদ বিস্তামী (২৬১হিঃ) (বায়েযীদ বুস্তামী) বলেন, طَلَبْتُ اللهَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَإِذَا أَنَا هُــوَ 'আমি ৬০ বছর যাবৎ আল্লাহকে খুঁজছি। এখন দেখছি আমিই আল্লাহ'।[২৪৯] কেউ তাকে ডাক দিলে বাড়ীর ভিতর থেকে বলতেন, لَيْسَ فِي الْبَيْــتِ غَيْــرُ اللهِ 'বাড়ীতে আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই'।[২৫০] আরো কঠোরভাবে নিজেকে আল্লাহ দাবী করে বলেন, سُبْحَانِيْ سُبْحَانِيْ مَا أَعْظَمَ شَــأْنِيْ 'আমি মহা পবিত্র, 'আমি মহা পবিত্র, আমার মর্যাদা কতই না বড়'।[২৫১] আল্লাহ তার দেহের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে ফলে তিনি নিজেই আল্লাহ হয়ে গেছেন।

---

২৪৭. ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে নামায অংশ (বাংলা), পৃঃ ১৮৯-১৯০; (উর্দু), পৃঃ ৮৭-৮৮।

২৪৮. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-জাওয়াবুছ ছহীহ ৩/৩২৯ পৃঃ।

২৪৯. আব্দুর রহমান দেমাস্কী, আন-নকশাবন্দইয়াহ (রিয়ায : দারু ত্বাইয়েবাহ, ১৯৮৮), পৃঃ ৬২।

২৫০. মাওসূ'আতুর রাদ্দি আলাছ ছূফিয়াহ ৬৮/৭১ পৃঃ।- جاء الى بيته رجل فدق بابه فقال أبو يزيد من تطلب؟ فقال الطارق أريد أبا يزيد. فقال له أبو يزيد ليس في البيت غير الله

২৫১. ড. সাফার আব্দুর রহমান, উছূলুল ফিরাক ওয়াল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিবুল ফিকরিয়া (মিশর : দারুর রুউওয়াদ, ২০১৩), পৃঃ ৮৫।

তারই অনুসারী হুসাইন বিন মানছূর হাল্লাজ (মৃতঃ ৩০৯হিঃ) বলেন, نَحْنُ رُوْحَانِ حَلَلْنَا بَدَنًا 'আমরা দু'টি রূহ। এখন একটি দেহে একাকার হয়ে গেছি'। তাই জোর দিয়ে বলেন, أَنَا الْحَقُّ 'আমিই আল্লাহ'।[২৫২] দেওবন্দী মতবাদ বা তাবলীগ জামায়াতের আধ্যাত্মিক নেতা ইমদাদুল্লাহ মাক্কী বলেন, 'মা'রেফতের অধিকারী ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীর উপর কতৃত্বশীল হয়। আল্লাহ তা'আলার যে কোন রশ্মিকে নিজের জন্য ধরে নিতে পারে। আল্লাহ্র যে কোন গুণে ইচ্ছা নিজেকে বিভূষিত করে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে। যেহেতু তার মধ্যে আল্লাহ্র গুণাবলী বিদ্যমান এবং আল্লাহ্র চরিত্রে বিলীন।[২৫৩] অতএব তাদের এই গোপন উদ্দেশ্য থেকে সাবধান!

(দুই) আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান।

তারা আল্লাহকে অস্তিত্বহীন নিরাকার মনে করে। মসজিদে মসজিদে গিয়ে তারা যে দাওয়াত প্রদান করে সেখানে কখনো আক্বীদা সংক্রান্ত আলোচনা করে না। তারা প্রত্যেকে উক্ত আক্বীদাকেই প্রাধান্য দেয়।

পর্যালোচনা :

আল্লাহ তা'আলা নিরাকার নন, তাঁর আকার আছে। তিনি শুনেন, দেখেন এবং কথা বলেন। তাঁর হাত, পা, চেহারা, চোখ ইত্যাদি আছে। তবে তার সাথে সৃষ্টির কোন কিছুই তুলনীয় নয়। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। সুতরাং তাঁর আকারের সাথে কোন কিছুর আকারের তুলনা করা যাবে না। যেমন আল্লাহ নিজেই বলেন, فَلَا تَضْرِبُوْا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন সাদৃশ্য বর্ণনা করো না' *(নাহল ৭৪)*।

অতএব আল্লাহ্র আকার আছে। তবে কোন কিছুর সাথে তা তুলনীয় নয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তাঁর আকৃতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার কোন রূপক বা বিকৃত অর্থ করা যাবে না। বরং বলতে হবে তিনি তাঁর মত। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেয়া হল :

---

২৫২. আব্দুর রহমান দেমাস্কী, আন-নকশাবন্দইয়াহ (রিয়ায : দারু ত্বাইয়েবাহ, ১৯৮৮), পৃঃ ৬২; মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী '৯৯, পৃঃ ৭।
২৫৩. যিয়াউল কুবুল (উর্দূ), পৃঃ ২৭-২৮; (বাংলা), পৃঃ ৫১।

আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছেন,

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ.

'আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের হাতই বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের এ উক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ করা হয়েছে; বরং তাঁর (আল্লাহ্র) দুই হাতই প্রসারিত' *(মায়েদাহ ৬৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 'হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করলাম তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? *(ছোয়াদ ৭৫)*। এছাড়া আরো আয়াত বিদ্যমান *(যুমার ৬৭)*।

রাসূল (ছাঃ)ও বহু স্থানে আল্লাহ্র আকারের কথা বর্ণনা করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

'আল্লাহ তা'আলা রাত্রে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে দিনে পাপকারী তওবা করে। তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে রাতে পাপকারী তওবা করে। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত এটা তিনি জারী রাখবেন।[২৫৪] এ ধরনের আরো বর্ণনা আছে।[২৫৫]

সতর্কতা : উক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ আকার প্রমাণিত হলেও একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী আলেম রূপক অর্থ করেন। কুদরত, সত্তা ইত্যাদি অর্থ করেন। এটা আল্লাহ্র ছিফাতকে বিকৃত করার শামিল। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আরো বলেন,

وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْآنِ فَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلاَ كَيْفٍ وَلاَ يُقَالُ إِنَّ

---

২৫৪. মুসলিম হা/৭১৬৫, 'তওবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।

২৫৫. বুখারী হা/৪৯১৯, 'তাফসীর' অধ্যায়; বুখারী হা/৭৩৮৪, ২/৭১৯ পৃঃ, 'তাওহীদ' অধ্যায়।

يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ لِأَنَّ فِيْهِ إِبْطَالُ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاعْتِزَالِ وَلَكِنَّ يَدَهُ صِفَتُهُ بِلاَ كَيْفٍ وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى بِلاَ كَيْفٍ.

'তাঁর (আল্লাহ্‌র) হাত, মুখমণ্ডল এবং নফস রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডল, হাত ও নফসের যে কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো তাঁর গুণ। কিন্তু কারো সাথে সেগুলোর সাদৃশ্য নেই। আর একথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর 'কুদরত' বা 'নে'মত'। কারণ এতে আল্লাহ্‌র গুণকে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। আর এটা ক্বাদারিয়া ও মু'তাযিলাদের বক্তব্য। বরং কারো হাতের সাথে সাদৃশ্য ছাড়াই তাঁর হাত তাঁর গুণ। আর আল্লাহ্‌র রাগ ও সন্তুষ্টি কারো রাগ ও সন্তুষ্টির সাথে সাদৃশ্য ছাড়াই তাঁর দু'টি ছিফাত বা গুণ।[২৫৬]

অনুরূপভাবে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এ বিশ্বাসও সঠিক নয়। বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয়ে যে, আল্লাহ আরশে সমুন্নীত। আল্লাহ তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমুন্নীত' *(ত্ব-হা ৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.

'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হয়েছেন' *(আ'রাফ ৫৪)*।

এছাড়া সূরা ইউনুস-৩, সূরা রা'দ-২, সূরা ফুরক্বান-৫৯, সূরা সাজদাহ-৪, সূরা হাদীদ-৪ আয়াতসহ মোট ৭টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহ তা'আলা আরশে সমুন্নীত। হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ আরশের উপর।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِيْ.

২৫৬. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৬৬-৬৭।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন আরশের উপর তাঁর কাছে রক্ষিত এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন যে, অবশ্যই আমার করুণা আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে'।[২৫৭]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব'।[২৫৮] এছাড়া আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২৫৯]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মন্তব্য লক্ষণীয়-

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَمَّنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ رَبِّيْ فِي السَّمَاءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ كَفَرَ لِأَنَّ اللهَ يَقُوْلُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ.

'আবু হানীফা (রহঃ) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে বলে আল্লাহ আসমানে আছেন, না যমীনে আছেন আমি তা জানি না, সে কুফরী করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, রহমান আরশের উপর সমুন্নীত'। আর তাঁর আরশ সপ্তম আসমানের উপরে'।[২৬০]

(তিন) ওয়াহদাতুল ওজূদে বিশ্বাসী :

সবকিছুর মাঝে এক আল্লাহ্র উপস্থিতি। অর্থাৎ সবকিছুই আল্লাহ্র অংশ। এই আক্বীদায় তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা বিশ্বাসী। তথাকথিত ছূফীরা

---

২৫৭. ছহীহ বুখারী হা/৩১৯৪, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২৩৬৪, 'দু'আ' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ।

২৫৮. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩, 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ।

২৫৯. বুখারী হা/৭৪২০, 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০।

২৬০. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ৫/৪৭ পৃঃ।

উক্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী। তাদের গাশতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'গাশত এর মাকসূদ বা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র বান্দাহকে আল্লাহ পাকের সাথে জুড়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা করা এবং দুনিয়ার মাশগুলিয়াত হতে আখেরাতের মাশগুলিয়াতের দিকে আর্কষণ করা'।[২৬১]

পর্যালোচনা :

উক্ত আক্বীদা যে শিরকী তা কারো বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়। কারণ বান্দা আর আল্লাহকে অর্থাৎ সৃষ্টি আর স্রষ্টাকে একাকার করা হয়েছে। আবদ আর মা'বূদ এক হয়ে গেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। কোন মুসলিম উক্ত আক্বীদা পোষণ করতে পারে না।

(চার) হায়াতুন্নবীতে বিশ্বাসী :

তাবলীগ জামা'আতের লোকদের আক্বীদা হল যে, রাসূল (ছাঃ) মারা যাননি; বরং স্থানান্তরিত হয়েছেন মাত্র। কবর থেকে মানুষের উপকার করতে পারেন। তিনি আমাদের মত কবরে জীবিত আছেন। তিনি মানুষের কথা শ্রবণ করেন এবং জবাব দেন। মানুষের প্রয়োজন পূরণ করেন। এমনকি ওলী-আওলিয়াও কবরে জীবিত আছেন। রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানতেন। এ মর্মে কিছু দলীল পেশ করা হয় এবং কতিপয় বানোয়াট মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করা হয়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِىْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নবীগণ তাদের কবরে জীবিত থেকে ছালাত আদায় করছেন।[২৬২]

(ক) ইবরাহীম বিন শাইবান বলেন, আমি হজ্জের পর যিয়ারতের জন্য মদীনায় উপস্থিত হলাম এবং কবরের নিকট গিয়ে সালাম দিলে তিনি হুজরা শরীফের ভিতর থেকে 'ওয়া আলাইকাস সালাম' বলে জবাব দেন। আমি তার সালামের উত্তর শুনতে পেলাম।[২৬৩]

---

২৬১. ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত, পৃঃ ১২৩।
২৬২. মুসনাদে বাযযার হা/৬৮৮৮; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৩৪২৫; বায়হাক্বী, হায়াতুল আম্বিয়া, পৃঃ ৩; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬২১; ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ, পৃঃ ৩৪; (উর্দূ), পৃঃ ১৯।
২৬৩. ফাজায়েলে দুরূদ, পৃঃ ৩৩; উর্দূ, পৃঃ ১৯।

(খ) আহমাদ রেফাঈ ৫৫৫ হিজরী সনে হজ্জ শেষ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের জন্য মদীনায় যান। অতঃপর রওযার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দু'টি পংক্তি পাঠ করেন। 'দূর থেকে আমি আমার রূহকে রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিতাম। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আস্তানায় চুম্বন করত। আজ আমি সশরীরে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার হাত মুবারক বাড়িয়ে দিন, আমি যেন আমার ঠোঁট দ্বারা চুম্বন করে তৃপ্তি লাভ করতে পারি। উক্ত কবিতা পড়ার সাথে সাথে কবর হতে রাসূল (ছাঃ)-এর হাত বের হয়ে আসে। আর রেফাঈ তাতে চুম্বন করে ধন্য হন। বলা হয় যে, সে সময় মসজিদে নববীতে ৯০ হাযার লোকের সমাগম ছিল। সকলেই বিদ্যুতের মত হাত মুবারকের চমক দেখতে পেল। তাদের মধ্যে মাহবূবে সুবহানী আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ)ও ছিলেন।[২৬৪]

পর্যালোচনা-১ :

প্রথমতঃ রাসূল (ছাঃ) মারা গেছেন। মৃত্যু বরণ করার মাধ্যমে দুনিয়াবী জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ মর্মে বহু কুরআনের আয়াত ও হাদীছ বিদ্যমান।[২৬৫] দ্বিতীয়তঃ উপরে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। তবে এ ধরনের আরো হাদীছ রয়েছে। যেমন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِــىْ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فِىْ قَبْرِهِ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মি'রাজের রাত্রে আমি যখন লাল টিলার নিকট দিয়ে মূসা (আঃ) কে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিলেন।[২৬৬] অনুরূপ ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে।[২৬৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْـــسَادَ الأَنْبِيَـــاءِ 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ যমীনের উপর নবীগণের শরীরকে হারাম করে

---

২৬৪. ফাজায়েলে হজ্ব (বাংলা, তাবলীগী কুতুবখানা প্রকাশিত, এপ্রিল-২০০৯), পৃঃ ১৪০-১৪১; (উর্দূ) ফাযায়েলে আ'মাল ২য় খণ্ড, ফাযায়েল হজ্জ অংশ (দেওবন্দ : দারুল কিতাব প্রকাশিত), পৃঃ ১৬৬।

২৬৫. সূরা যুমার ৩০ ও ৩১; আলে ইমরান ১৪৪; ছহীহ বুখারী হা/৩৬৬৮ ও ৪৪৫৪।

২৬৬. ছহীহ মুসলিম হা/৬৩০৬, 'মর্যাদা' অধ্যায়, 'মূসা (আঃ)-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৪২।

২৬৭. ছহীহ মুসলিম হা/৪৪৮, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭।

দিয়েছেন।[২৬৮] অন্যত্র এসেছে, مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ 'কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করলে আমার রূহ ফেরত দেয়া হয় এবং আমি তার প্রতি সালামের উত্তর দেই'।[২৬৯]

কিন্তু তা বারযাখী জীবনের বিষয় অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনের মাঝের জীবন। দুনিয়াবী জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ এগুলো গায়েবের বিষয়। যেমন- রাসূল (ছাঃ) মূসা (আঃ)-কে কবরে ছালাত আদায় করতে দেখলেন কিন্তু একটু পরে ৬ষ্ঠ আসমানে দেখা হল।[২৭০] এরপর যখন ফিরে আসলেন তখন সকল নবী-রাসূলগণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর ইমামতিতে ছালাত আদায় করলেন বায়তুল মাক্বদেছে।[২৭১] সুতরাং এগুলোর কোন কল্পিত ব্যাখ্যা করা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ কবরে ছালাত আদায়ের বিষয়টি কেবল নবীদের সাথে খাছ। অন্যদের ব্যাপারে নয়। কারণ মৃত্যুর পর কোন ইবাদত নেই। তাছাড়া কবরস্থানে ছালাত আদায় করা নিষেধ।[২৭২] তাহলে তারা কিভাবে সেখানে ছালাত আদায় করছেন? অতএব তা দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে মিলানো যাবে না।

তৃতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি কেউ দরূদ ও সালাম পাঠালে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠানো হয়। অতঃপর আল্লাহ তাঁর মাঝে রূহ ফেরত দিলে সালামের উত্তর দেন। কবর থেকে রাসূল (ছাঃ) নিজে সরাসরি শুনতে পেলে কেন উক্ত মাধ্যমের প্রয়োজন হয়? অতএব দুনিয়ার মানুষের কোন কথা সরাসরি কেউ কবর থেকে শুনতে পায় না এটাই চূড়ান্ত। আল্লাহ চাইলে কাউকে শুনাতে পারেন। এটা তাঁর ইচ্ছাধীন।[২৭৩] কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, তাবলীগ জামায়াতের ফাযায়েলে আমল বইয়ের হজ্জ ও দরূদ অংশে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর নিয়ে এত যে মিথ্যা ঘটনা লেখা আছে, তা গুণে শেষ করা যাবে না। অতএব উক্ত বই থেকে সাবধান!

---

২৬৮. আবুদাঊদ হা/১০৪৭ ও ১৫৩১; মিশকাত হা/১৩৬১ ও ১৩৬৬।
২৬৯. আবুদাঊদ হা/২০২১; মিশকাত হা/৯২৫, সনদ হাসান।
২৭০. বুখারী হা/৩৮৮৭; মিশকাত হা/৫৮৬২।
২৭১. মুসলিম হা/৪৪৮।
২৭২. বুখারী হা/১৩৩০; মিশকাত হা/৭১২।
২৭৩. ফাত্বির ২২; যুমার ৫২; ইবনু মাজাহ হা/১৯৮।

চতুর্থতঃ সাধারণ মানুষকে কবরে রাখার পর লোকেরা যখন চলে আসে তখনও মৃত ব্যক্তি তাদের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পায়। উক্ত মর্মেও ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২৭৪] এছাড়া মুমিন ব্যক্তিকে কবরে বসানোর সাথে সাথে আছরের ছালাত আদায় করতে চায়।[২৭৫] কিন্তু কুরআন-হাদীছ থেকে এর বেশী কিছু জানা যায় না। তাই যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে।

মূলতঃ উক্ত বিষয়গুলো কোনটিই দুনিয়াবী জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত হাদীছগুলো জানা সত্ত্বেও তাঁরা কখনো কবরের কাছে চাননি কিংবা তাঁর কাছে কোন অভিযোগ করেননি এবং তাঁকে অসীলা মেনে দু'আও করেননি। বরং দুর্ভিক্ষের কারণে তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের কাছে না গিয়ে তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে দু'আ চেয়েছেন। কারণ কবরে যাওয়ার পর দুনিয়ার সাথে যেমন কোন সম্পর্ক থাকে না, তেমনি কারো কোন উপকার বা ক্ষতিও করতে পারেন না। যেমন-

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه كَـانَ إِذَا قَحَطُـوْا اسْتَـسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّـا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ .

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের মাঝে পড়ত তখন ওমর (রাঃ) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)-এর মাধ্যমে পানি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানি প্রার্থনা করতাম আপনার নবীর মাধ্যমে। আপনি আমাদের পানি দিতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে পানি প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদেরকে পানি দান করুন। রাবী বলেন, অতঃপর পানি হত।[২৭৬]

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ কবরের কাছে গিয়ে নবী (ছাঃ)-কে অসীলা ধরে দু'আ করতেন না। অথচ তাঁর কবর তাঁদের নিকটেই ছিল। বরং তাঁরা জীবিত ব্যক্তি হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচার কাছে গিয়ে দু'আ চাইতেন। লক্ষণীয় হল, যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ) কবর থেকে তাঁর ছাহাবীদের কোন উপকার করতে না পারেন, তবে পৃথিবীতে আর কোন্ ব্যক্তি আছে যে কবর থেকে মানুষকে উপকার করতে পারবে?

---

২৭৪. বুখারী হা/১৩৩৮; মিশকাত হা/১২৬।
২৭৫. ইবনু মাজাহ হা/৪২৭২, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৩৮।
২৭৬. ছহীহ বুখারী হা/১০১০, ১/১৩৭ পৃঃ।

পর্যালোচনা-২ :

দুইজন ব্যক্তির নামে যে ঘটনা পেশ করা হয়েছে তা যে মিথ্যা উক্ত আলোচনায় সেটাও প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে ছাহাবায়ে কেরাম থেকেই এ ধরনের কোন ঘটনা প্রমাণিত হয়নি, সেখানে কথিত এই বুযুর্গ কারা? বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ হায়াতুন্নবীতে বিশ্বাসী। এমনকি তথাকথিত পীর-ফকীর ও ওলীরাও কবরে জীবিত থাকে মর্মে বিশ্বাসী। উক্ত শিরকী আক্বীদা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে।

(পাঁচ) রাসূল (ছাঃ)-এর পেশাব-পায়খানা পবিত্র।

উক্ত বিশ্বাসের পক্ষে তারা অনেক ঘটনার অবতারণা করেছেন। যেমন- একদা রাসূল নিজের শরীরের মরা রক্ত বের করে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে বললেন, তুমি এই রক্ত পুঁতে দাও। তিনি গিয়ে ফিরে আসলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোথায় পুঁতে দিলে? ছাহাবী বললেন, আমি খেয়ে নিয়েছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তির শরীরে আমার রক্ত প্রবেশ করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আরো বিস্ময়কর হল, উক্ত বক্তব্য লেখার পর নিজের পক্ষ থেকে লেখক যাকারিয়া বলেছেন, 'মর্যাদার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর পেশাব-পায়খানা সবকিছুই পবিত্র'।[২৭৭]

উক্ত ঘটনার পর মালেক ইবনু সিনান (রাঃ) সম্পর্কেও একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) যখন আহত হলেন তখন মাথা থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল সেই রক্ত তিনি পান করেছিলেন। তাই রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার সাথে আমার রক্ত মিশ্রিত হবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না।[২৭৮] এছাড়া পেশাব পান করার একটি ঘটনা অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটি প্রমাণিত নয়।[২৭৯]

পর্যালোচনা :

রাসূল (ছাঃ)-এর পেশাব-পায়খানাকে পবিত্র মনে করা সীমহীন মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। বিশেষ করে লেখক এগুলো খাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে ইসলামের

---

২৭৭. ফাযায়েলে আমল, হেকায়াতে ছাহাব অংশ (বাংলা, দারুল কিতাব প্রকাশিত), পৃঃ ৮৫৮; (উর্দু), পৃঃ ১৭০।

২৭৮. ফাযায়েলে আমল, হেকায়াতে ছাহাব অংশ, পৃঃ ৮৫৯; (উর্দু), পৃঃ ১৭০; ইমাম বুখারী উক্ত ঘটনাকে মুনকার বলেছেন।- সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/৪১ পৃঃ।

২৭৯. ত্বাবারাণী কাবীর হা/২০৭৪০; হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৬৭ পৃঃ; হাকেম হা/৬৯১২; তালখীছুল হাবীর ১/১৭১ পৃঃ।

মর্যাদা নষ্ট করেছেন। তাছাড়া রক্তপানের ঘটনাই প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়তঃ পরের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবুবকর ও আবু উবায়দা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মাথা থেকে লোহার কড়া বের করলেন। কিন্তু রক্ত পান করলেন মালেক ইবনু সিনান। অথচ রাসূল (ছাঃ) আবুবকর ও আবু উবায়দা (রাঃ)-এর কাছে কত প্রিয় ছিলেন তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তারা রক্ত পান করলেন না কেন?

(ছয়) ফাযায়েলে আমলে যা আছে তারই তাবলীগ করা :

পর্যালোচনা : দাওয়াতের শর্ত হিসাবে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ.

(মায়েদাহ ৬৭)। উক্ত আয়াতে শর্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তারই তাবলীগ করতে হবে। অন্য কোন বিষয় মানুষের কাছে পৌঁছান যাবে না। রাসূল (ছাঃ)ও অনুরূপ শর্ত করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَلَاحَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আব্দুলাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একটি আয়াত (কথা) হ'লেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও। আর বাণী ইসরাঈলদের সম্পর্কেও বর্ণনা কর, তাতে সমস্যা নেই। তবে কেউ যদি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে তাহ'লে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।[২৮০]

উক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র নাযিলকৃত দ্বীন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাবলীগ করা যাবে না। কিন্তু প্রচলিত তাবলীগের কিছু অংশ ব্যতীত পুরোটাই বানোয়াট ও উদ্ভট। এছাড়া জাল-যঈফ ও মিথ্যা কাহিনী দ্বারা

২৮০. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১; ১/৪৯১ পৃঃ, 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৯৮, পৃঃ ৩২, 'ইলম' অধ্যায়।

পরিপূর্ণ। এ দিকে তারা মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে না। সত্য হোক বা মিথ্যা হোক তাবলীগী নিছাব বা ফাযায়েলে আমলে যা আছে তারই তাবলীগ করে বেড়ায়। অথচ তারা তার পরিণাম সম্পর্কে জানে না।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, 'কেউ যদি আমার সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা আমি বলিনি তাহ'লে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়'।[২৮১]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করো না। কেননা যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[২৮২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِيْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ.

'ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে তার জন্য জাহান্নামে ঘর তৈরী করা হবে'।[২৮৩]

(সাত) শুধু ফযীলতপূর্ণ হ্যাঁ-বোধক কথা প্রচার করা :

পর্যালোচনা : তাদের মূলনীতি হল, ফযীলত বর্ণনা করে মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো। এক্ষেত্রে না-বোধক কোন কথা উচ্চারণ করা যাবে না;

২৮১. ছহীহ বুখারী হা/১০৯, পৃঃ ২১, 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮।
২৮২. ছহীহ বুখারী হা/১০৬, পৃঃ ২১; ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, পৃঃ ৭, অনুচ্ছেদ-২।
২৮৩. আহমাদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৫/১৩৭৭), ৬/৩৩৩, হা/৪৭৪২, ৫৭৯৮ ও ৬৩০৭, (২/২২ ও ১০৩ পৃঃ); সনদ ছহীহ, ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ, তাহক্বীক্ব: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, নং ১০৯২, পৃঃ ৩৯৬।

বরং শুধু হ্যাঁ-বোধক কথা বলতে হবে। উক্ত নীতি কুরআন-হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। কারণ দাওয়াতের মূলনীতি সমূহের একটি হল, সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*। অন্যত্র বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদের উত্থান ঘটান হয়েছে মানবজাতির জন্য। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে' *(আলে ইমরান ১১০)*।

আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ পালন না করার কারণে তারা শিরক, বিদ'আত, হারাম, আত্মসাৎ ও জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। এগুলোর বিরুদ্ধে তারা কখনো কথা বলে না। এ জন্য দলে দলে লোক টঙ্গীর মাঠে বিদ'আতী মুনাজাতে শরীক হয়।

(আট) স্বপ্নে প্রাপ্ত বিষয়কে শরী'আত মনে করা :

তাবলীগের লোকেরা স্বপ্নে প্রাপ্ত সকল বিষয়কে আমলযোগ্য মনে করে। যার কারণে তাদের কিতাবে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বপ্নের বর্ণনাই বেশী।

পর্যালোচনা : রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর শরী'আতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন করে কেউ কোন শরী'আতের আমদানি করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীন বা ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন *(মায়েদাহ৩)*। তাই স্বপ্নের মাধ্যমে কোন শরী'আত নাযিল হবে না। অথচ তাবলীগ জামায়াত কর্তৃক প্রণীত 'ফাযায়েলে আমল' বইটির শতকরা ৮০ ভাগই স্বপ্নের বিবরণ দ্বারা ভর্তি। অতএব এগুলো আমল করার অর্থই হল শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়া।

(নয়) জাল, যঈফ ও ত্রুটিপূর্ণ হাদীছও গ্রহণযোগ্য।

তারা যঈফ ও জাল হাদীছকে আমলযোগ্য মনে করে। যার কারণে ফাযায়েলে আ'মাল কিতাবের অধিকাংশ বর্ণনায় জাল, যঈফ ও বানোয়াট।

পর্যালোচনা : হাদীছের ব্যাপারে তাদের আক্বীদা অত্যন্ত দুঃখজনক। যার কারণে 'তাবলীগী নিছাব' এবং 'মুন্তাখাব হাদীস' বইয়ে হাযার হাযার জাল, যঈফ ও অস্বীকৃত বর্ণনায় ভর্তি। অনুরূপ কথিত ছূফীদের নামে হাযার হাযার উদ্ভট ও মিথ্যা কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ফাযায়েলে আমল বইয়ের এক স্থানে মাওলানা যাকারিয়া বলেন, মুহাদ্দিছগণ ফাযায়েল সংক্রান্ত হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে উদারতা দেখান। তাই তাদের মতে সনদগত দুর্বলতা এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। এছাড়া ছূফীদের ঘটনাবলী ইতিহাস বিষয়ক। আর ইতিহাসের মান হাদীছের তুলনায় অনেক কম।[২৮৪] অথচ শরী'আতে যঈফ ও হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। ড. ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ্ বলেন,

وَهُوَ إِجْمَاعٌ ضِمْنِيٌّ آخَرُ عَلَى تَحْرِيْمِ الْعَمَلِ بِالْمَوْضُوْعِ.

'জাল হাদীছের প্রতি আমল করা ইজমার আওতাধীন বিষয় সমূহের মধ্যে বিশেষ হারাম'।[২৮৫] ইমাম মুসলিম নিম্নোক্ত শিরোনামে আরেকটি অধ্যায় রচনা করেছেন,

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْاِحْتِيَاطِ فِيْ تَحَمُّلِهَا.

'দুর্বল রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং তা বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন'।[২৮৬]

(দশ) টঙ্গীর ইজতেমায় অংশগ্রহণ করলে হজ্জ বা ওমরার ছওয়াব পাওয়া যায়।

শিক্ষিত লোকেরা উক্ত বিশ্বাস না করলেও অধিকাংশ সাধারণ লোক উক্ত ধারণা পোষণ করে থাকে। তারই নেশায় তারা টঙ্গীর মাঠে সমবেত হয়। তাছাড়া বহু মানুষ এখন হজ্জের চেয়ে টঙ্গীর মাঠে শামিল হওয়াকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

---

২৮৪. ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে নামায অংশ (বাংলা), পৃঃ ১৯০; (উর্দূ), পৃঃ ৮৮।
২৮৫. ডঃ ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ্. আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ (দিমাস্ক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১/১৪০১), ১/৩৩২।
২৮৬. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ ১/৯ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-৪।

পর্যালোচনা :

উক্ত ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার অর্থই হল, ইসলামের শাশ্বত একটি রুকুনকে অস্বীকার করা। তবে একশ্রেণীর মানুষ যখন মক্কায় হজ্জ করা বন্ধ করবে তখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।[২৮৭] সুতরাং যারা উক্ত ধোঁকায় পড়বে তারা পথভ্রষ্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব সাবধান!

মিথ্যা ফযীলতের মরণ ফাঁদ :

তাবলীগ জামায়াত কর্তৃক প্রণীত নিছাবগুলোতে যে সমস্ত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, তার অধিকাংশ যঈফ, জাল, মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্ভট কাহিনীতে ভর্তি। এই মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকা দিয়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে তারা প্রতারিত করছে। এর মধ্যে শিরক মিশ্রিত কাহিনীই বেশী। নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হল :

ছালাত প্রসঙ্গ :

(এক) এক ওয়াক্ত ছালাত ছুটে গেলে এক হুকবা বা দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً حَتَّى مَضَى وَقْتُهَا ثُمَّ قَضَى عُذِّبَ فِي النَّارِ حُقْبًا وَالْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ ثَلاَثَمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ.

নবী (ছাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত ছেড়ে দেয় আর ইতিমধ্যে ঐ ছালাতের ওয়াক্ত পার হয়ে যায় এবং ছালাত আদায় করে নেয়, তবুও তাকে এক হুকবা জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। এক হুকবা হল, ৮০ বছর। আর প্রত্যেক বছর ৩৬০ দিন। আর প্রত্যেক দিন এক হাযার বছরের সমান, যেভাবে তোমরা গণনা কর। উল্লেখ্য, উক্ত হিসাব অনুযায়ী সর্বমোট দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর হয়।[২৮৮]

---

২৮৭. বুখারী হা/১৫৯৩।
২৮৮. ফাযায়েলে আমল (উর্দূ), পৃঃ ৩৯; বাংলা, পৃঃ ১১৬।

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। উক্ত বক্তব্য তাবলীগ জামা'আতের অনুসরণীয় গ্রন্থ ফাযায়েলে আমল-এর ফাযায়েলে নামায অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোন প্রমাণ পেশ করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, كَذَا فِيْ مَجَالِسِ الْأَبْرَارِ قُلْتُ لَمْ أَجِدْهُ فِيْمَا عِنْدِىْ مِنْ كُتُبِ الْحَـــدِيْثِ 'এভাবেই 'মাজালিসুল আবরারে' উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আমার নিকটে হাদীছের যে সমস্ত গ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে আমি উহা পাইনি'।[২৮৯] লেখক নিজেই যেহেতু স্বীকার করেছেন, সেহেতু আর মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। তবে দুঃখজনক হল, স্পষ্ট হওয়ার পর কেন তা রাসূল (ছাঃ)-এর নামে বর্ণনা করতে হবে? এটা নিঃসন্দেহে তাঁর নামে মিথ্যাচারের শামিল।

জ্ঞাতব্য : ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিকোণ থেকেও কথাটি সঠিক নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঘুম বা ভুলের কারণে যে ব্যক্তির ছালাত ছুটে যাবে, তার কাফ্ফারা হল যখন স্মরণ হবে তখন তা পড়ে নেয়া'।[২৯০] এছাড়া রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্য ডুবার পর আছরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর মাগরিবের ছালাত আদায় করেন।[২৯১] তাছাড়া ফজর ছালাতও একদিন তাঁরা সূর্যের তাপ বাড়ার পরে পড়েছেন।[২৯২] তাহলে তাঁদের শাস্তি কত বছর হবে? (নাঊযুবিল্লাহ)।

(দুই) ছালাত দ্বীনের খুঁটি :

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ.

---

২৮৯. ফাযায়েলে আমল (উর্দূ), পৃঃ ৩৯; বাংলা, পৃঃ ১১৬।

২৯০. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৭, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৭০, ২/৩৫ পৃঃ), 'ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি ছালাত ভুল করে' অনুচ্ছেদ-৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯২, ১৫৯৮, ১৬০০, ১/২৩৮, (ইফাবা হা/১৪৩১ ও ১৪৩৬), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/৬০৩, পৃঃ ৬১ এবং হা/৬৮৪, পৃঃ ৬৬-৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৩, ২/২০৮ পৃঃ।

২৯১. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও ৫৯৮, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৬৯, ২/৩৫ পৃঃ), 'ছালাতের সময়' অধ্যায়, 'ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করেছেন' অনুচ্ছেদ-৩৬; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৬২, ১/২২৭, (ইফাবা হা/১৩০৩), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭।

২৯২. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯২, ১/২৩৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৩১), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/৬৮৪, পৃঃ ৬৬-৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৩, ২/২০৮ পৃঃ।

'ছালাত হল দ্বীনের খুঁটি। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত কায়েম করল সে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করল। আর যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিল সে দ্বীনকে ধ্বংস করল'।[২৯৩]

তাহক্বীক্ব : সমাজে হাদীছটি সমধিক প্রচলিত থাকলেও এর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটি বাতিল ও মুনকার।[২৯৪]

(তিন) 'যে ব্যক্তি ফরয ছালাত সমূহের যথাযথ হেফাযত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পাঁচ দিক থেকে সম্মানিত করবেন। যেমন- (ক) সংসারের অভাব-অনটন দূর করবেন (খ) কবরের আযাব মাফ করবেন (গ) বিচারের দিন ডান হাতে আমলনামা দিবেন (ঘ) পুলছিরাতের উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে পার হয়ে যাবে (ঙ) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ছালাতের ব্যাপারে অলসতা করবে তাকে পনের প্রকারের শাস্তি প্রদান করা হবে। তার মধ্যে পৃথিবীতে পাঁচ প্রকার, মৃত্যুর সময় তিন প্রকার, তিন প্রকার কবরে, কবর হতে উঠার পর তিন প্রকার। পৃথিবীতে পাঁচ প্রকার হল- (ক) তার জীবনে কোন কল্যাণ আসে না (খ) তার চেহারা হতে জ্যোতি দূর করা হয় (গ) তার সৎ আমলের কোন প্রতিদান দেওয়া হয় না (ঘ) তার দু'আ কবুল হয় না (ঙ) সৎ ব্যক্তিদের দু'আর মাঝে তার কোন অংশ থাকে না।

মৃত্যুর সময়ের তিন প্রকার শাস্তি হল- (ক) সে লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যুবরণ করে (খ) ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে (গ) এমন তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান করলেও তার পিপাসা দূর হবে না। কবরে তিন প্রকার শাস্তি হল- (ক) তার জন্য কবর এমন সংকীর্ণ হবে যে, তার বুকের একদিকের হাড় অপরদিকে ঢুকে যাবে (খ) কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে (গ) এমন একটি সাপ তার কবরে রাখা হবে যার চক্ষুগুলো আগুনের এবং নখগুলো লোহার। সাপটি এত বড় যে, একদিনের পথ চলার পর শেষ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে। এর হুংকার বজ্রের মত। সাপটি বলবে, আমার প্রভু তোমার জন্য আমাকে নির্ধারণ করেছেন, যেন ফজরের ছালাত ত্যাগ করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত তোমাকে দংশন করতে পারি, যোহরের ছালাত না পড়ার কারণে যেন আছর পর্যন্ত এবং আছরের ছালাত না পড়ার কারণে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দংশন করতে পারি। অনুরূপ মাগরিবের ছালাত না পড়ার কারণে এশা পর্যন্ত এবং এশার ছালাত নষ্ট করার কারণে সকাল পর্যন্ত দংশন

---

২৯৩. কাশফুল খাফা ২/৩২ পৃঃ; তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩৮; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ২৯।
২৯৪. কাশফুল খাফা ২/৩১ পৃঃ।

করতে পারি। এই সাপ একবার দংশন করলে সত্তর হাত মাটির নীচে মুর্দা ঢুকে যাবে। এভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি হতে থাকবে।

কবর হতে উঠার পর তাকে তিন প্রকারের শাস্তি দেওয়া হবে। (ক) কঠিনভাবে তার হিসাব নেওয়া হবে (খ) আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন (গ) তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পনের নম্বরটি পাওয়া যায় না। তবে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার মুখমণ্ডলে তিনটি লাইন লেখা থাকবে : (ক) আল্লাহ্র হক্ব বিনষ্টকারী (খ) ওরা আল্লাহ্র অভিশাপে অভিশপ্ত (গ) দুনিয়াতে যেমন আল্লাহ্র হক্ব বিনষ্ট করেছ তেমনি আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে'।[২৯৫]

পর্যালোচনা : পুরো বর্ণনাটি মিথ্যা ও বাতিল। কারণ এর কোন সনদ নেই, বর্ণনাকারীও নেই।[২৯৬] ফাযায়েলে আমলের মধ্যেই বর্ণনাটির পর্যালোচনায় এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'এই হাদীছ মিথ্যা'।[২৯৭]

(চার) জামা'আতের সাথে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাযার চারশ' বত্রিশ গুণ নেকী হবে।[২৯৮]

পর্যালোচনা : হাদীছে বলা হয়েছে যে, জামা'আতে ছালাত আদায় করলে একাকী পড়ার চেয়ে ২৫ গুণ বা ২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে।[২৯৯] অন্য হাদীছে রয়েছে, পঁচিশটি ছালাতের নেকী হবে।[৩০০] উক্ত দুই হাদীছের ফযীলতের উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে কোটি কোটি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

(পাঁচ) সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রহঃ) পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এশা ও ফজরের ছালাত একই ওযূ দ্বারা পড়েছেন।[৩০১]

---

২৯৫. ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে নামায অংশ (উর্দূ), পৃঃ ৩১-৩৩; (বাংলা), পৃঃ ১০৪-১০৬; ইবনু হাজার হায়ছামী, আল-যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবাইর, (বৈরূত : ১৯৯৯), পৃঃ ২৬৪।

২৯৬. আরশীফ মুলতাক্বা আহলিল হাদীছ, ৪১/১১৬।

২৯৭. ফাযায়েলে আমল, (উর্দূ) পৃঃ ৩৪; বাংলা, পৃঃ ১০৬।

২৯৮. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১২৫; (উর্দূ), ফাযায়েলে নামায অংশ, পৃঃ ৪৫।

২৯৯. ছহীহ বুখারী হা/৪৭৭, (ইফাবা হা/৪৬৩, ১/২৫৯ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, 'বাজারের মসজিদে ছালাত' অনুচ্ছে এবং হা/৬৪৫, 'আযান, অধ্যায়, 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১০৫২, পৃঃ ৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৮৫, ৩/৪৪ পৃঃ।

৩০০. আবুদাউদ হা/৫৬০, ১/৮৩ পৃঃ।

৩০১. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০; (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।

(ছয়) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ত্রিশ বছর কিংবা চল্লিশ বছর কিংবা পঞ্চাশ বছর এশা ও ফজর ছালাত একই ওযূতে পড়েছেন।[৩০২] তাঁর সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, ওযূর পানি ঝরার সময় তিনি বুঝতে পারতেন এর সাথে কোন্ পাপ ঝরে যাচ্ছে।[৩০৩]

উল্লেখ্য যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া)-এর অধীন ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষের আল-আক্বাঈদ বইয়ে আবু হানীফা (রহঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি একাধারে ৩০ বছর রোযা রেখেছেন এবং ৪০ বছর যাবত রাতে ঘুমাননি। ইবাদত বন্দিগীতে রজনী কাটায়ে গিয়েছেন। প্রতি রামাযানে ৬১ বার কুরআন মাজীদ খতম করতেন। অনেক সময় এক রাক'য়াতেই কুরআন মাজীদ এক খতম দিতেন। তিনি ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। জীবনের শেষ হজ্জের সময় কা'বা শরীফে দু'রাক'য়াত নামায এভাবে পড়েন যে, প্রথম রাক'য়াতে এক পা ওঠায়ে প্রথম অর্ধাংশ কুরআন মাজীদ পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'য়াতে অপর পা ওঠায়ে বাকি অর্ধাংশ কুরআন মাজীদ পাঠ করেন। যে স্থানে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, সেখানে এক হাজার বার কুরআন মাজীদ খতম করেছেন। তিনি ৯৯ বার আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বপ্নে দেখেছেন'।[৩০৪]

(সাত) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) রামাযান মাসে ছালাতের মধ্যে পবিত্র কুরআন ৬০ বার খতম করতেন।[৩০৫]

(আট) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) দৈনিক ৩০০ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। ৮০ বছর বয়সে তিনি দৈনিক ১৫০ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[৩০৬]

(নয়) আবু আত্তার সুলামী (রহঃ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত সারা রাত ক্রন্দন করে কাটাতেন এবং দিনে সর্বদা ছিয়াম পালন করতেন।[৩০৭]

---

৩০২. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩০৩. ফাযায়েলে আমল (বাংলা), পৃঃ ৭৮।
৩০৪. রচনা ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান, আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ (ঢাকা : আল-বারাকা লাইব্রেরী, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০), পৃঃ ৪৫।
৩০৫. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩০৬. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, ১৫৮, (উর্দূ), পৃঃ ৬৬ ও ৬৮।

(দশ) বাকী ইবনু মুখাল্লাদ (রহঃ) দৈনিক তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাতের তের রাক'আতে কুরআন খতম করতেন।[৩০৮]

(এগার) ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) সারা রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এমনকি খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর তার ফরয গোসলের প্রয়োজন হয়নি।[৩০৯]

(বার) জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তির পায়ে ফোঁড়া হয়েছিল। ডাক্তারগণ পরামর্শ দিলেন, পা না কাটা হলে জীবনের হুমকি রয়েছে। তখন তার মা বললেন, যখন ছালাতে দাঁড়াবে, তখন কেটে নিতে হবে। অতঃপর তিনি যখন ছালাতে দাঁড়ালেন তখন তারা তার পা কেটে ফেললে তিনি মোটেও টের পেলেন না।[৩১০]

পর্যালোচনা : সুধী পাঠক! উক্ত কাহিনীগুলো মুসলিম বিশ্বের বরেণ্য মনীষীদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, তারা কি আদৌ এভাবে তাদের ইবাদতী জীবন অতিবাহিত করেছেন? তাদের দ্বারা কি এ ধরনের বাড়াবাড়ি সম্ভব? যেমন-

(ক) দীর্ঘ ৪০/৫০ বছর যাবৎ এশার ছালাতের ওযূ দ্বারা ফজরের ছালাত আদায় করা। বছরের পর বছর একটানা ছিয়াম পালন করা ইত্যাদি। মানবীয় কারণ উল্লেখ না করে যদি প্রশ্ন করা হয়- শরী'আতে এভাবে সারা রাত ধরে ইবাদত করার অনুমোদন আছে কি? রাসূল (ছাঃ) ও তার ছাহাবীদের পক্ষ থেকে এরূপ কি কোন নযীর আছে? আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে রাত্রের কিছু অংশ বাদ দিয়ে ইবাদত করতে বলেছেন *(মুয্যাম্মিল ২-৪)*। রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনু আছ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا 'তুমি ছিয়াম পালন কর আবার ছিয়াম ছেড়ে দাও, তুমি রাত্রে ইবাদত কর আবার ঘুমাও। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরের হক্ব আছে, তোমার উপর তোমার দুই চোখের হক্ব আছে, অনুরূপ তোমার উপর তোমার

---

৩০৭. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, (উর্দূ), পৃঃ ৬৮।
৩০৮. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০, (উর্দূ), পৃঃ ৬৭।
৩০৯. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৭, (উর্দূ), পৃঃ ৬৫-৬৬।
৩১০. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৬, (উর্দূ), পৃঃ ৬৫।

স্ত্রীর হক আছে'।[৩১১] রাসূল (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা ছিয়াম পালন করে তার ছিয়ামের কোন মূল্য নেই। একথা তিনি দুইবার কিংবা তিনবার বলেন'।[৩১২]

(খ) প্রতিদিন ৩০০, ২৫০ কিংবা ২০০ রাক'আত ছালাত আদায় করা। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের কোন ইবাদত করেছেন মর্মে প্রমাণ নেই। জানা আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর তরীক্বা ব্যতীত যেকোন ইবাদত প্রত্যাখ্যাত।[৩১৩] বরং শরী'আতের বিধিবদ্ধ নিয়মকে অবজ্ঞা করে যে বেশী বেশী ইবাদত করবে নিঃসন্দেহে সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত থেকে বহিষ্কৃত হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ইবাদতের কথা জেনে তিন ব্যক্তি খুব কম মনে করেছিল এবং তারা বেশী বেশী ইবাদত করতে চেয়েছিল। এদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলে দিলেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৩১৪]

(গ) ছালাতে কুরআন খতম করা। এক রাক'আতে পুরো কুরআন খতম করা এবং রামাযান মাসে শুধু তারাবীহ্‌র ছালাতে ৬০ বার খতম করা। এ হিসাবে প্রত্যেক রাতে দুইবার করে খতম করতে হয়েছে। এটা সম্ভব কি-না তা যাচাই করবেন পাঠকবৃন্দ। তবে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)ও এভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে রাতের ছালাত আদায় করেননি। তিনি একবার এক রাক'আতে সর্বোচ্চ সূরা বাক্বারাহ, নিসা ও আলে ইমরান পড়েছেন বলে

---

৩১১. ছহীহ বুখারী হা/৫১৯৯, ২/৭৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৮২৪, ৮/৪৭৪ পৃঃ), 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৮৮; মিশকাত হা/২০৫৪, পৃঃ ১৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৬, ৪/২৫৩ পৃঃ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।

৩১২. ছহীহ বুখারী হা/১৯৭৭, ১/২৬৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫৩, ৩/২৭৭ পৃঃ), 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'ছিয়ামের ক্ষেত্রে পরিবারের হক' অনুচ্ছেদ-৫৬- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ.।

৩১৩. ছহীহ মুসলিম হা/৪৫৯০, ২/৭৭, (ইফাবা হা/৪৩৪৪), 'বিচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮।

৩১৪. ছহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ২/৭৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৬৯৭, ৮/৩৮১ পৃঃ), 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/৩৪৬৯, 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১ এবং হা/২৫০০; মিশকাত হা/১৪৫, পৃঃ ২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭, ১/১০৯ পৃঃ أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ।

প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩১৫] জনৈক ছাহাবী সাত দিনের কমে কুরআন খতম করতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দেননি।[৩১৬] তিনি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন।[৩১৭] তাছাড়া আয়েশা (রাঃ) বলেন,

وَلاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَ صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ.

রাসূল (ছাঃ) কোন এক রাত্রিতে পুরো কুরআন খতম করেছেন, কোন রাত্রে পুরো রাত ছালাত আদায় করেছেন এবং রামাযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে সম্পূর্ণ মাস ছিয়াম পালন করেছেন মর্মে আমি জানি না'।[৩১৮] এই নিয়মতান্ত্রিক নির্ধারিত ইবাদত করার মাধ্যমেই তিনি হয়েছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তাক্বওয়াশীল।[৩১৯]

প্রশ্ন হল- যে সমস্ত মহা মনীষী সম্পর্কে উক্ত অলীক কাহিনী রচনা করা হয়েছে, তারা কি শরী'আতের এই বিধানগুলো জানতেন না? তারা কি রাসূল (ছাঃ) ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীদের চেয়ে বেশী পরহেযগার হতে চেয়েছিলেন? (নাঊযুবিল্লাহ)। বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তা আসলেই দুঃখজনক। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বইয়ে কিভাবে তা সম্পৃক্ত হতে পারে?

---

৩১৫. ছহীহ মুসলিম হা/১৮৫০, ১/২৬৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৮৪), 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাতে ক্বিরাআত লম্বা করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ-২৭।

৩১৬. ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৬, পৃঃ ৯৫ ও ৯৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'কয় দিনে কুরআন খতম করা ভাল' অনুচ্ছেদ-১৭৮।

৩১৭. তিরমিযী হা/২৯৪৯, ২/১২৩ পৃঃ, 'ক্বিরাআত' অধ্যায়ের শেষ হাদীছ; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৭; মিশকাত হা/২২০১, পৃঃ ১৯১, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়, 'কুরআন পাঠের আদব' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৯৭, ৫/৩৬ পৃঃ।

৩১৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৭৭৩, ১/২৫৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬০৯), 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাত ও যে ছালাত না পড়ে ঘুমে যায়' অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত হা/১৫২৭, পৃঃ ১১১, 'বিতর' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১৮, ৩/১৩১ পৃঃ।

৩১৯. ছহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ২/৭৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৬৯৭, ৮/৩৮১ পৃঃ), 'বিবাহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৪৫, পৃঃ ২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭, ১/১০৯ পৃঃ।

বলা যায় তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল এ সমস্ত অলীক কাহিনী আবিষ্কার করেছে।

(তের) শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ (রহঃ) ছিলেন বিখ্যাত বুযুর্গের একজন। তিনি বলেন, আমার একবার খুব ঘুমের চাপ হল। ফলে রাত্রের নিয়মিত তাসবীহগুলো পড়তে ছুটে গেল। তখন স্বপ্নে আমি সবুজ রেশমী পোশাক পরিহিতা এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীকে দেখলাম। তার পায়ের জুতাগুলো পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ করছে। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তুমি আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, আমি তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছি। অতঃপর সে কয়েকটি প্রেমমূলক কবিতা পাঠ করল। এই স্বপ্ন দেখে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, রাত্রে আর কখনো ঘুমাব না। অতঃপর তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার ওযূ দিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করেন।[৩২০]

(চৌদ্দ) জনৈক বুযুর্গ বলেন, এক রাত্রিতে গভীর ঘুমের কারণে আমি জেগে থাকতে পারলাম না। ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখলাম। এমন মেয়ে আমি কখনো জীবনে দেখিনি। তার দেহ থেকে তীব্র সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। এমন সুগন্ধি আমি কখনো অনুভব করিনি। সে আমাকে একটি কাগজের টুকরা দিল। তাতে কবিতার তিনটি চরণ লেখা ছিল। যেমন- তুমি নিদ্রার স্বাদে বিভোর হয়ে জান্নাতের বালাখানা সমূহ ভুলে গেছ, যেখানে তোমাকে চির জীবন থাকতে হবে, যেখানে কখনো মৃত্যু আসবে না। তুমি ঘুম হতে উঠ, কুরআন তেলাওয়াত কর, তাহাজ্জুদ ছালাতে কুরআন তেলাওয়াত করা ঘুম হতে অনেক উত্তম। তিনি বলেন, এই ঘটনার পর হতে আমার কখনো ঘুম আসে না। কবিতাগুলো স্মরণ হয় আর ঘুম দূরিভূত হয়ে যায়।[৩২১]

পর্যালোচনা : কী চমৎকার রোমাঞ্চকর উপন্যাস! সুন্দরী মেয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে আল্লাহ্র পথে নিয়ে আসার কী সুন্দর অভিনব কৌশল! আল্লাহ্র ভয় ও ইসলামী বিধানের আনুগত্যের কোনই প্রয়োজন নেই। শুধু সুন্দরী নর্তকীকে পাওয়ার জন্য সে ইবাদত করবে। এটা কি কোন ইসলামী সভ্যতা?

---

৩২০. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫২, (উর্দূ), পৃঃ ৬২।
৩২১. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৩, (উর্দূ), পৃঃ ৬৩।

(১০) ক্বাদিয়ানী মতবাদ :

কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের। চৌদ্দশ' হিজরীর প্রথম দিকে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর (১৮৩৫-১৯০৮) মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজদের সহযোগিতায় এ সম্প্রদায় জন্মলাভ করে।[৩২২] গোলাম আহমাদ প্রথমে নিজেকে মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহদী দাবী করে। এরপর নিজেকে ঈসা ইবনু মারইয়াম বলে দাবী করে। এমনকি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে *(পৃঃ ১০৮)*।

নিম্নে তাদের কিছু আক্বীদা উল্লেখ করা হ'ল ঃ (১) তারা বিশ্বাস করে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ ছালাত আদায় করেন, ছওম পালন করেন, ঘুমান, জাগ্রত থাকেন, লিখেন, সঠিক করেন, ভুল করেন, স্ত্রীর সাথে মিলিত হন ইত্যাদি *(পৃঃ ৯৭)*। (২) তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী বলে স্বীকার করে না *(পৃঃ ১০২)*। (৩) তারা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী ও রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ *(পৃঃ ১০৩, ১০৮)*। (৪) তারা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদের নিকট জিবরীল (আঃ) অহি নিয়ে আগমন করতেন *(পৃঃ ১০৬)*। (৫) যারা গোলাম আহমাকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে তারা 'কাফির' আখ্যা দিয়ে থাকে এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে *(পৃঃ ১২২)*। (৬) তারা মুসলিমদের পিছনে ছালাত আদায় করাকে জায়েয মনে করে না এবং মুসলমানদের সাথে বিবাহ-শাদী হারাম মনে করে ও তাদের কবরস্থানে মুসলমানদের দাফন নিষিদ্ধ বলে' *(পৃঃ ৩৪, ৩৬-৩৭)*।

(৭) বৃটিশ প্রভুদের খুশী করার জন্য গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তার বায়'আত নামায় বলেন, যে ব্যক্তি ইংরেজ হুকুমতের আনুগত্য করে না, বরং তাদের বিরুদ্ধে মিছিল করে, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' *(পৃঃ ১২১-২২)*। ইংরেজরা সবচেয়ে ভয় পায় মুসলমানদের জিহাদী জাযবাকে। তাই তিনি লেখেন, তোমরা এখন থেকে জিহাদের চিন্তা বাদ দাও। কেননা দ্বীনের জন্য যুদ্ধ হারাম হয়ে গেছে। এখন ইমাম ও মসীহ্ এসে গেছেন এবং আসমান থেকে আল্লাহ্র নূর অবতরণ করেছেন। অতএব কোন জিহাদ নেই। সুতরাং যারা এখন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে, তারা আল্লাহ্র শত্রু' *(পৃঃ ১১৯)*।

---

৩২২. বিস্তারিত দ্রঃ ইহসান ইলাহী যাহীর, আল-ক্বাদিয়ানিয়াহ : দিরাসাত ও তাহলীল (রিয়াদ : ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ১১৮-২২।

(৮) তাঁর লিখিত বই 'আল-কিতাবুল মুবীন'-কে তারা কুরআনের ন্যায় মনে করে যা বিশ পারায় সমাপ্ত এবং এর বিরোধী সবকিছুকে তারা বাতিল গণ্য করে *(পৃঃ ১০৮, ১১৭)*। (৯) তারা কাদিয়ান শহরকে মক্কা-মদীনার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে এবং ঐ শহরের মাটিকে তারা 'হারাম শরীফ' বলে *(পৃঃ ১১১-১২)*। (১০) তারা তাদের দ্বীনকে পৃথক ও নতুন পরিপূর্ণ দ্বীন মনে করে। গোলাম আহমদের সাথীদেরকে 'ছাহাবা' এবং তার অনুসারীদের নতুন 'উম্মত' বলে *(পৃঃ ১১০)*। (১১) কাদিয়ানে তাদের বার্ষিক সম্মেলনকে 'হজ্জ' মনে করে *(১১৬)*। এছাড়াও তাদের বহু মন্দ আক্বীদা রয়েছে।[৩২৩]

গোলাম আহমাদের শেষ পরিণতি : অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর সেক্রেটারী ও সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল অফা ছানাউল্লাহ্ অমৃতসরী (রহঃ) অনেকগুলি মুনাযারায় তাকে পরাজিত করেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ্র আগুনঝরা বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লেখনীতে অতিষ্ঠ হয়ে গোলাম আহমাদ ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মাওলানা ছানাউল্লাহকে 'মুবাহালা' করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তাকে যেন আল্লাহ সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মৃত্যু দান করেন'। আল্লাহ মিথ্যুকের দো'আ কবুল করেন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৩ মাস ১০ দিন পর ১৯০৮ সালের ২৬ মে কঠিন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে নাক-মুখ দিয়ে পায়খানা বের হওয়া অবস্থায় এই ভণ্ডনবী ন্যক্কারজনকভাবে লাহোরে নিজ কক্ষের টয়লেটে মৃত্যুবরণ করে। অথচ মুবাহালা গ্রহণকারী সত্যসেবী আহলেহাদীছ নেতা আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী মৃত্যুবরণ করেন মিথ্যাবাদীর মৃত্যুর প্রায় ৪০ বছর পরে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।[৩২৪]

(১১) জামা'আতে ইসলামী :

পাকিস্তানের মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃঃ) ১৯৪১ সালের ২৬ আগষ্ট উক্ত দল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইন্ডিয়ার অন্ধ্র প্রদেশের আওরঙ্গবাদ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। অবশ্য ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের লাহোরে চলে যান এবং সেখানেই বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি 'ইক্বামতে দ্বীনের' এমন ব্যাখ্যা দান করেন, যা ইতিপূর্বে কেউ দেননি। উক্ত

৩২৩. আল-ক্বাদিয়ানিয়াহ : দিরাসাত ও তাহলীল, পৃঃ ৯৪-১২৩; ১৫৪-৫৯।
৩২৪. বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক অক্টোবর ২০১০ প্রশ্নোত্তর ১৫/১৫।

দলের কতিপয় দাবী হল, (ক) 'দ্বীন' অর্থ হুকুমত বা রাষ্ট্রক্ষমতা। তাই 'ইক্বামতে দ্বীন' বলতে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েম করা (খ) রাষ্ট্র কায়েমের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব অন্যথা সম্ভব নয় (গ) রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ছাড়া ঐ ইসলাম ইসলামই নয়। (ঘ) প্রত্যেক নবী-রাসূল সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আরো বলা হয়েছে, তাঁরা শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে দ্বীন ক্বায়েমের কাজ করেছেন। উক্ত বক্তব্যগুলো বিভ্রান্তিকর। ক্ষমতার লালসা থেকেই উক্ত ভ্রান্ত দর্শন জন্ম হয়েছে। বিশেষ করে নবী-রাসূলগণকে এর সাথে জড়িয়ে তাঁদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে।

(এক) 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ হুকমত বা রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করা :

মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী দ্বীন সম্পর্কে বলেন,

دین در اصل حکومت کا نام هی- شریعت اس حکومت کا قانون هی اور عبادت اس قانون وضابطه کی بابندی هی.

'দ্বীন আসলে হুকুমতের নাম। শরী'আত হল ঐ হুকুমতের সংবিধান। আর ইবাদত হল ঐ আইন ও বিধানের আনুগত্য করার নাম'।[৩২৫] উক্ত দাবীকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কুরআনের সূরা শূরার ১৩ নং আয়াতের أَنْ أَقِيْمُوا الـدِّيْنَ -দ্বারা আলোচনার মাধ্যমে তিনি হুকুমত বা রাষ্ট্র কায়েম করা বুঝাতে চেয়েছেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন, 'নবী-রসূলগণ আলাইহিমুস সালাম এ দু'টি কাজ করতেই আদিষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, যেখানে এই দীন কায়েম নেই সেখানে তা কায়েম করা। আর দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যেখানে তা কায়েম হবে কিংবা পূর্ব থেকেই কায়েম আছে সেখানে তা কায়েম রাখা।

অন্যত্র তিনি ভুল ধরে বলেন, তারা ধরে নিয়েছে যে, এ দীন অর্থ নিশ্চয়ই শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান নয়, এর অর্থ শুধু তাওহীদ, আখেরাত, কিতাব ও নবুওয়াতকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদাত করা। কিংবা

---

৩২৫. আবুল আ'লা মওদূদী, খুত্বাত (উর্দু) (দিল্লী : মারকাযী মাকতাবা ইসলাম, ১৯৮৭), পৃঃ ৩২০; প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ।

বড় জোর তার মধ্যে শরীয়তের সেই সব বড় বড় নৈতিক নীতিমালাও অন্তর্ভুক্ত যা সমস্ত দীনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এটি একটি অপরিপক্ক মত।[৩২৬] অন্যদিকে তিনি ছালাত, ছিয়াম সম্পর্কে বলেন,

حالانكه در اصل صوم و صلاة اور حج و زكاة اور ذكر و تسبيح انسان كو اس برى عبادت كى لئ مستعد كرنيوالى تمرينات هين

'আসলে ছওম, ছালাত, হজ্জ যাকাত এবং যিকির তাসবীহ মানুষকে উক্ত 'বড় ইবাদত' অর্থাৎ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতকারী 'ট্রেনিং কোর্স' মাত্র।[৩২৭]

পর্যালোচনা :

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পূর্বসুরী সালাফী বিদ্বানগণের অনুসরণ করেননি। কারণ ইক্বামতে দ্বীন অর্থ যে তাওহীদ কায়েম করা, তা প্রত্যেক পূর্বসুরী বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন। যেমন (খ) প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী (মৃতঃ ৪০৬ হিঃ) বলেন,

هُوَ تَوْحِيْدُ اللهِ وَطَاعَتُهُ وَالْإِيْمَانُ بِرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَبِيَوْمِ الْجَزَاءِ وَبِسَائِرِ مَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِإِقَامَةِ مُسْلِمًا.

'দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর' অর্থ হলঃ আল্লাহ্র তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য এবং রাসূলগণের উপরে কিতাব সমূহের উপরে ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং একজন মানুষকে মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কারার জন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন সবকিছুর উপরে ঈমান আনয়ন কর'। অতঃপর তিনি সকল নবী-রাসূলের দ্বীন সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন,

يَعْنِيْ فِي الْأُصُوْلِ الَّتِيْ لاَ تَخْتَلِفُ فِيْهَا الشَّرِيْعَةُ وَهِيَ التَّوْحِيْدُ وَالصَّلاَةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالزَّلَفُ إِلَيْهِ بِمَا يَرِدُ الْقَلْبُ

---

৩২৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনুবাদ : মাওলানা মুজাম্মিল হক, তাফহীমুল কুরআন (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, অক্টোবর-১৯৯৭), ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬১, সূরা আল শূরার ১৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

৩২৭. আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমাত (উর্দু) (দিল্লী : মারকাযী মাকতবা ইসলামী' জানুয়ারী, ১৯৭৯), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

وَالْجَارِحَةَ إِلَيْهِ وَالصِّدْقُ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمُ الْكُفْرِ وَالْقَتْلِ وَالزِّنَى وَالْأَذِيَّةِ لِلْخَلْقِ كَيْفَمَا تَصَرَّفَتْ وَالْاعْتِدَاءِ عَلَى الْحَيَوَانِ كَيْفَمَا دَارَ وَاقْتِحَامِ الدَّنَاءَاتِ وَمَا يَعُوْدُ بِخَرْمِ الْمَرْوآتِ فَهَذَا كُلُّهُ مَشْرُوْعٌ دِيْنًا وَاحِدًا وَمِلَّةً مُتَّحِدَةً لَمْ تَخْتَلِفْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَعْدَادُهُمْ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

‘অর্থাৎ দ্বীনের মূলনীতি সমূহ, শরী‘আত যাতে পৃথক করেনি। আর তা তাওহীদ, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ, সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা, অন্তরে উদিত হয় তার দ্বারা নৈকট্য হাসিল করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার দিকে রুজু করা। সত্যবাদিত, অঙ্গীকার পূরণ করা, আমানত ফেরত দেয়া, আত্মীয় সম্পর্কে অটুট রাখা। এছাড়া কুফুরী, হত্যা, যেনা এবং সৃষ্টিকে যেকোনভাবে কষ্ট দেয়া হারাম মনে করা। অনুরূপ যেকোন অবস্থানে প্রাণীর উপর অত্যাচার করা, নিকৃষ্ট কাজে প্রবৃত্ত হওয়া এবং যে সমস্ত কর্ম মনুষ্যত্ব নষ্ট করে সেগুলোকে হারাম মনে করা। এগুলো সবই শরী‘আত, একই দ্বীন এবং একই মিল্লাতভুক্ত। নবীগণের মুখে এগুলো পৃথকভাবে বর্ণিত হয়নি; যদিও তাঁদের সংখ্যা অনেক ছিল। আর এটাই আল্লাহ্‌র কথা ‘আপনারা দ্বীন কায়েম করুন; এর মধ্য বিভেদ সৃষ্টি করবেন না।[৩২৮]

এভাবেই পূর্বের সকল মুফাসসির তাওহীদ অর্থ করেছেন, যা আমরা ‘দ্বীন কায়েমের পথ ও পদ্ধতি’ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু মওদূদী ছাহেব তা গ্রহণ না করে বরং সমালোচনা করেছেন এবং শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েমকেই ‘ইক্বামতে দ্বীন’ বুঝাতে চেয়েছেন, যা ঠিক নয়।

উক্ত দাবীর মূল কথা হল, ‘রাজনীতিই ধর্ম’। এই স্লোগানকে সামনে রেখে যেকোনভাবে ‘রাষ্ট্রক্ষমতা’ দখল করা। তাই উক্ত দলের অনুসারীরা সর্বাগ্রে রাষ্ট্র কায়েম করাকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ‘বড় ইবাদত’ মনে করে থাকে। এটা অর্জন ব্যতীত শরী‘আত বা ইবাদত বলতে যে কিছুই নেই, সেটাও তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকে।

---

৩২৮. তাফসীরে কুরতুবী ১৬/১০-১১ পৃঃ। আবুল কাসেম মাহমূদ বিন ওমর আয-যামাখশারী আল-খাওয়ারেযমী, আল-কাশশাফ আন হাক্বাইক্বিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আক্বাবিল ফী উজূহিত তা'বীল (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, তাবি), ৪/২১৯ পৃঃ।

মওদূদী ছাহেবের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী আইন ও সংবিধান প্রণীত হবে না। আর সংবিধান প্রণীত না হলে শরী'আতও থাকবে না। ফলে ইবাদত ও আনুগত্যের বালাই থাকবে না। কারণ রাষ্ট্রক্ষমতা যেমন অর্জিত হয়নি তেমনি সংবিধানও প্রণীত হয়নি, শরী'আত ও ইবাদতের তো প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া দ্বীন বলতে যদি কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা হয়, তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন ছাড়া ইসলাম অনুপস্থিত। তাই বর্তমানে মুসলিমরা যে শরী'আত পালন করছে তাদের দৃষ্টিতে তা শরী'আত নয়। সেজন্য রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করাই তাদের মূল টার্গেট।

উক্ত দাবীর ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন সৃষ্টি হবে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত একজন মুসলিম কি কিছুই পালন করবে না? মুসলিম থাকার জন্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আত পালন করার জন্য কি ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া শর্ত? বর্তমানে ইবাদতের নামে যে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত আদায় করছে সেগুলো আসলে কী? এগুলো করে কোন লাভ হবে কি? উক্ত প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে জবাব দিয়ে বলেন, এগুলো মূলতঃ ট্রেনিং কোর্স, বড় ইবাদতে পৌঁছার সিঁড়ি মাত্র।

তাঁর মতে উক্ত ইবাদতগুলোও ঐ 'বড় ইবাদত' বা রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের আশায় করছে, সেটাই তিনি খোলাসা করে দিয়েছেন। এখানেও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইবাদতগুলো আল্লাহ্র উদ্দেশে না হয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই হচ্ছে। তাছাড়া এগুলো যদি 'প্রশিক্ষণ কোর্স' হয় তাহলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই ইবাদত সমূহ আর পালন করার প্রয়োজন নেই। আর এটা হল ছুফীবাদের নীতি। তাদের দৃষ্টিতে ফানাফিল্লাহ হয়ে গেলে আর কিছুই পালন করার প্রয়োজন হয় না। তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে তারা আল্লাহ্র কাছে কী দাবী করবে? সে তো আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কিছুই করেনি। সবই করেছে রাষ্ট্রক্ষমতার অর্জনের জন্য। যা আধুনিক বিজাতীয় মতবাদ সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশ শতকের মাঝামাঝিতে উপমহাদেশে ঐ চরমপন্থী মতবাদ নতুন আঙ্গিকে চালু হয়। 'রাজনীতিই ধর্ম' এটা বুঝানই উক্ত মতবাদের মূল উদ্দেশ্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উক্ত দর্শনের সাথে খারেজী, শী'আ, রাফেযী ও ছূফী দর্শনের মিল রয়েছে। যেমন- (ক) খারেজীদের মূল উদ্দেশ্য হল যেকোন পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করা (খ) শী'আদের আক্বীদা হল, তারা নেতৃত্বকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার সাথে সংযুক্ত করেছে। এছাড়া তারা নেতৃত্বকে দ্বীনের রুকুন সমূহের মধ্যে একটি রুকুন বলে বিশ্বাস পোষণ করে। অনুরূপ

শী'আদের অন্যতম উপদল রাফেযীরা 'রাষ্ট্রক্ষমতা' অর্জনকে দ্বীনের মূলনীতি সমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি নির্ধারণ করেছে। (গ) আর ছূফীরা যিকির ও যুহদের মাধ্যমে আল্লাহর মধ্যে বিলীন হওয়ায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ ফানাফিল্লাহ হলে আর ইবাদতে প্রয়োজন হয় না। যেমন মওদূদী ছাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী ছালাত, ছিয়ামের সিঁড়ি অতিক্রম করলে আর ছালাত পড়া লাগবে না। কারণ এগুলো সিঁড়ি মাত্র।

তাই উক্ত মতবাদগুলোর সাথে মওদূদী মতবাদের মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে অনেকেই তাকে রাফেযী বলেছেন, কেউ শী'আ বলেছেন। হানাফী আলেমগণ তাকে হানাফী বলে স্বীকার করেননি। যদিও তিনি নিজেকে হানাফী বলেছেন।[৩২৯]

এভাবে কুরআনের আয়াতের অভিনব ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্র কায়েমের নামে প্রলোভন দেখানো হয়েছে। বুঝানো হয়েছে যে, রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করা ছাড়া ইসলাম, শরী'আত, ইবাদত বলতে কিছু নেই। দ্বিতীয়তঃ পরহেযগার, মুত্তাক্বী, ঈমানদার, আলেম-ওলামা ও ইসলামী পণ্ডিতগণকে বুঝানো হয়েছে যে, তাঁরা যেন আমল-ইবাদত সমূহকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ না মনে করেন; বরং রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনকেই 'বড় ইবাদত' মনে করেন। এ কারণেই মানুষ আজ তাওহীদী আক্বীদা ও যাবতীয় আমলকে অতি তুচ্ছ মনে করে ইসলামের অসংখ্য বিধানকে প্রত্যাখান করছে। ক্ষমতা দখলের জন্য ছুটছে। অথচ শী'আদের উক্ত দর্শন সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন,

إِنَّ مَسْئَلَةَ الْإِمَامَةِ أَهَمُّ الْمَطَالِبِ فِيْ أَحْكَامِ الدِّيْنِ وَأَشْرَفُ مَسَائِلِ الْمُسْلِمِيْنَ كِذْبٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ ... بَلْ هُوَ كُفْرٌ.

'নেতৃত্বের প্রসঙ্গকে দ্বীনের আহকাম সমূহের দাবীগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা এবং মুসলিমদের অন্যান্য তামাম বিষয়ের মধ্যে তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া সমগ্র মুসলিমদের ঐক্যমত্যে চরম মিথ্যাচার, বরং এটা কুফরী'।[৩৩০]

---

৩২৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্দুল আযীয (ঢাকা : শাতাব্দী প্রকাশনী, জুন ২০০৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪০।

৩৩০. ইবনু তায়মিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, সংক্ষেপায়নেঃ শায়খ আব্দুল্লাহ আল-ফানীমান (রিয়ায: মাকতাবাতুল কাওছার, ১৯৯১/১৪১১, ১/২৮ পৃঃ।

সুধী পাঠক! রাফেযী মতবাদকেই যদি ইবনু তায়মিয়াহ 'কুফরী মতবাদ' বলে থাকেন, তাহলে আজ তিনি বেঁচে থাকলে মওদূদী মতবাদ সম্পর্কে কী বলতেন! অতএব ক্ষমতা অর্জনের এই সংস্কৃতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এই লোভ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২) উক্ত মর্মে মুহাল্লাব (রহঃ)-এর উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন,

اَلْحِرْصُ عَلَى الْوِلَايَةِ هُوَ السَّبَبُ فِيْ اقْتِتَالِ النَّاسِ عَلَيْهَا حَتَّى سَفَكَتِ الدِّمَاءُ وَاسْتُبِيْحَتِ الْأَمْوَالُ وَالْفُرُوْجُ وَعَظُمَ الْفَسَادُ فِى الْأَرْضِ بِذَلِكَ.

'রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি লোভ-লালসাই জনগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টির মূল কারণ। অবশেষে এতে তুমুল রক্তপাত ঘটে এবং মানুষের ধন-সম্পদ ও ইযযত-আবরুকে বৈধ মনে করা হয়। আর এ কারণেই পৃথিবীতে বিশৃংখলা-বিপর্যয় বিরাট আকার ধারণ করে।'[৩৩১]

জানা আবশ্যক যে, ইসলামে দ্বীন ক্বায়েমের অব্যাহত ধারা নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই চলে আসছে। এটা নতুন কিছু নয়। সর্বশেষ নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও তার বাস্তব রূপরেখা প্রদর্শন করে গেছেন। তাই নবী-রাসূলগণের দ্বীন কায়েমের অব্যাহত ধারাকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন দর্শনের জন্ম দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। আর এ কারণেই অসংখ্য মুসলিম এই চরমপন্থী মতবাদের মরণ ফাঁদে আটকে পড়েছে। আর আক্বীদাগত পার্থক্যের কারণে এরা শত ভাবে বিভক্ত হয়েছে। বর্তমানে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি দৃশ্যমান। (ক) সশস্ত্র বিপ্লব (খ) গণতান্ত্রিক ভোটাভুটি। তবে শেষোক্ত পদ্ধতির উদ্যোক্তাগণ প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সক্ষম হলে কখনো হাত ছাড়া করবে না। এমন আক্বীদা পোষণকারীরা দ্বীনের নামে দুনিয়া ভোগ করার যে প্রতিযোগিতা করছে, তাতে তারা অবশেষে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই হারাচ্ছে। কারণ-

(১) দ্বীন ক্বায়েমের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো কেবল একটি ক্ষেত্র রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের সিঁড়ি গণ্য করা হয়। ফলে ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে দ্বীন পালন করা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয় না; বরং উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতা অর্জনের সিঁড়িকে মযবুত করা।

---

৩৩১. ফাৎহুল বারী শরহে ছহীহ বুখারী ১৩/১৫৮ পৃঃ, হা/৭১৪৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ 'আহকাম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭।

(২) যারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করতে চায় তাদের মূল লক্ষ্য থাকে- নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র ক্যাডার তৈরি করা, সাধারণ জনগণ উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে ব্যালটধারীদের মূল লক্ষ্য হল চতুর্মুখী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতা-কর্মী, যারা জনগণের ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। জনগণের মধ্যে দ্বীন থাক বা না থাক সেদিক ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। ভোটই তাদের মুখ্য বিষয়।

(৩) নেতা-কর্মীদের দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন কায়েমের জন্য নানারূপী প্রশিক্ষণ ও কৌশল শিক্ষা দেয়া। সেখানে তাওহীদ ভিত্তিক ঈমান-আক্বীদা ও আমল ইবাদতের যেমন কোন গুরুত্ব থাকে না, তেমনি তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদআত, ছহীহ ও যঈফ সঠিক-বেঠিকের পার্থক্যের প্রয়োজন হয় না। বরং এ সমস্ত বিষয়কে অতি তুচ্ছ ও খুঁটিনাটি বলে তাচ্ছিল্য করা হয়। প্রচার করা হয় যে, এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন না। পক্ষান্তরে ঐ রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্ত করাকেই 'বড় ইবাদত' গণ্য করা হয়।

(৪) লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে কেবল নেতা-কর্মীরাই মাত্র একটি ক্ষেত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে ওয়াকিফহাল হয় (যদিও ক্রটিপূর্ণ)। আর অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কে জানা-বুঝার বিষয়টি সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকে যায়। এর প্রভাবে জনসাধারণও দ্বীন সম্পর্কে কোন ধারণা পায় না, বরং অজ্ঞই থেকে যায়।

(৫) কথিত জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে বিভিন্ন ইতিহাস, স্মরণীয় ঘটনা, কল্পিত কেচ্ছ-কাহিনী, মিথ্যা বর্ণনার প্রতিই তাদের বেশী ঝোঁক থাকে। কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ব্যাপকতা একবোরে শূন্যের কোটায়।

(৬) ক্ষমতা অর্জনের উপর্যুপরি বাসনায় আবদ্ধ হয়ে সঠিকতা বিচারের বিবেক হারিয়ে ফেলে। এমনকি স্বার্থসিদ্ধির জন্য হক-বাতিল, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম, ইসলাম, অনৈসলামী বিষয় সমূহের মধ্যে পার্থক্যেরও তোয়াক্কা করা হয় না। দলীয় স্বার্থে নিরপরাদ মানুষকে হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না।

(৭) অবশেষে দ্বীন কায়েমে ব্যর্থ হলে বা বাধাপ্রাপ্ত হলে একদিকে হতাশাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কারণ তাদের সন্তুষ্টির মূল মাধ্যম যেটা তা অর্জিত হয়নি। অন্যরাও নিরাশায় চোরাগলিতে সার্বক্ষণিক দংশিত হয়। দ্বীন কায়েমের ভুল ব্যাখ্যার কারণে তারা এভাবে উভয়টিই হারায়।

নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতা এমন একটি আকর্ষণীয় বিষয় যে, ইসলামের নামে যত ভ্রান্ত দলের সূচনা হয়েছে, সবই ক্ষমতাকে লক্ষ্য করেই হয়েছে। কিন্তু শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব কতটুকু? মানব জীবনের সবকিছুই দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তা হল- আক্বীদা ও আমল অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্ম। সবকিছুই এ দু'য়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে এর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বেরিয়ে আসবে আক্বীদার মূল ছয়টি রুকন আর আমল বা ইসলামের মূল পাঁচটি রুকন, যা শরী'আতের অন্যান্য বিষয়গুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাগ্রে পালনীয়; কিন্তু ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ঈমান বা ইসলামের রুকনেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। এজন্য খারেজী ও শী'আরা ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতাকে ঈমান ও ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। কারণ না করলে কেউ তাকে গুরুত্ব দিবে না। অতএব কেউ নিজে পালন করতে চাইলে সর্বাগ্রে প্রধান বিষয়গুলো পালন করবে। অনুরূপ কেউ দাওয়াতী কাজ করতে চাইলে সর্বাগ্রে ঐ প্রধান বিষয়গুলোর প্রতি দাওয়াত দিতে হবে এবং প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ এগুলো ছাড়া কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হতে পারে না। নবী-রাসূলগণ তাই সর্বাগ্রে এ দিকেই দাওয়াত দিয়েছেন। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

فَإِنَّ الْكُفَّارَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا إِذَا أَسْلَمُوْا أَجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُمُ الْإِمَامَةَ بِحَالٍ وَلَانَقَلَ هَذَا عَنِ الرَّسُوْلِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَقْلاً خَاصًا وَلاَعَامًا بَلْ نَحْنُ نَعْلَمُ بِالْاضْطِرَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَذْكُرِ النَّاسَ إِذَا أَرَادُوا الدُّخُوْلَ فِيْ دِيْنِهِ الْإِمَامَةَ لاَمُطْلَقًا وَلاَمَعِينًا فَكَيْفَ تَكُوْنُ أَهَمَّ الْمَطَالِبِ فِيْ أَحْكَامِ الدِّيْنِ؟

'নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে যখন কাফেরেরা ইসলাম গ্রহণ করত, তখন তাদের উপর ইলামের বিধান জারী হত। ঐ অবস্থায় তাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতার কথা বলা হত না। আর এটা রাসূল (ছাঃ) থেকে কেউ বর্ণনাও করেননি। এ মর্মে কোন আম বর্ণনাও নেই, খাছ বর্ণনাও নেই। বরং আমরা দৃঢ়তার সাথে জানি যে, কাফেরেরা ইসলামে প্রবেশ করতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় ইমামের কথা উল্লেখ করতেন না। সুতরাং দ্বীনের আহকামের মধ্যে এটা কিভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে?[৩৩২]

---

৩৩২. মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ ১/২৯ পৃঃ।

উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশে এই দর্শনের আবির্ভাব ঘটলে আহলেহাদীছগণ সর্বাগ্রে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অনুরূপ হানাফী মাযহাবের বিদ্বানগণও প্রতিবাদ জানান এবং এই দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৩৩]

(দুই) ঈমান ও ইসলামের রুকুনের মর্যাদা বিনষ্ট :

রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনকে বড় ইবাদত বলা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করে সেটাকে পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পর্যালোচনা :

ঈমানের রুকুন ছয়টি। আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাগণ, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, পরকালের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান পোষণ করা। ইসলামের রুকুন পাঁচটি। শাহাদাত, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ। ঈমান ও ইসলামের রুকুনের মধ্যে রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উল্লেখিত হয়নি। অথচ তাকেই 'বড় ইবাদত' বলে গণ্য করা হয়েছে, যা শী'আ ও খারেজী আক্বীদার সাথে মিলে গেছে। বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এটা ইবাদতে তাওক্বীফীও নয়। এটা মু'আমালার অন্তর্ভুক্ত। যেকোন অবস্থায় ঈমানের রুকুনগুলোর প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাস রাখা ফরয। অনুরূপ ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ প্রভৃতি ইবাদত এবং তার নীতি সমূহ কখনো পরিবর্তনশীল নয়; মানুষের ইচ্ছার উপরও ছেড়ে দেয়া হয়নি। এগুলো ইবাদতে তাওক্বীফী। মু'আমালার বিষয়টি ইচ্ছাধীন। কারণ বৈষয়িক জীবনে কেউ চাকরী করতে পারে, কেই ব্যবসাও করতে পারে কিংবা ডাক্তারিও করতে পারে, আবার কৃষি কাজও করতে পারে। এগুলো তার ইচ্ছাধীন। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে দ্বীনের সুনির্দিষ্ট মূলনীতি মেনে চলতে হবে, যেটার সাথেই সে জড়িত থাক।

(তিন) 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা :

মাওলানা ছাহেব সূরা ফাতিহার তাফসীর করতে গিয়ে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও'।[৩৩৪]

---

৩৩৩. আলোচনা দ্রঃ আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী, 'একটি পত্রের জওয়াব ও' মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'তিনটি মতবাদ' বই দ্রঃ।

৩৩৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ১০ম সংস্করণ : মার্চ ১৯৯৭), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩।

পর্যালোচনা :

পবিত্র কুরআনের এমন কোন অভিনব ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই, যা রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের বুঝের বিপরীত হবে। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ ইসলাম। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর বলেন, আল্লাহর কিতাব।[৩৩৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ)ও বলেছেন, ইসলাম। অন্যত্র তিনি বলেছেন, আল্লাহর দ্বীন। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, স্পষ্ট পথ, যাতে বক্রতা নেই।[৩৩৬] তাছাড়া কুরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অসংখ্য বক্র পথের মধ্যে সোজা পথ একটি সেটা ইসলাম ও হেদায়াতের পথ, যে পথের প্রকৃত অনুসারী নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও ছালেহীন *(সূরা মায়েদা ১৫৩; নিসা ৬৯)*।[৩৩৭]

মাওলানা মওদূদী রাজনৈতিক চোখ দ্বারা তাফসীর করতে গিয়ে শুধু রাজপথটিই দেখতে পেয়েছেন। ইসলামের আক্বীদা ও আমল সমূহ দেখার চেষ্টা করেননি। এটা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও দলীয় ব্যাখ্যা, যা পৃথিবীর কোন বিদ্বান করেননি।

(চার) ফিক্বহের প্রতি মুহাব্বত ও হাদীছের প্রতি সন্দেহবাদ :

ফেক্বহী আমল, ফক্বীহ, মুজতাহিদ ব্যক্তিদের প্রতি মাওলানা মওদূদী যত ভক্তি প্রদর্শন করেছেন, তেমনি হাদীছের প্রতি তত দুর্বলতা ও সন্দেহ পোষণ করেছেন। তিনি হাদীছ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ফক্বীহদের রুচি ও প্রশান্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। একজন ফক্বীহ যখন জ্ঞানের শীর্ষে পৌঁছে যাবেন এবং শরী'আতের স্বাদ অনুভব করবেন, তখন তিনি যে হাদীছকে ছহীহ মনে করবেন সেটাই ছহীহ প্রমাণিত হবে; যদিও তা মুহাদ্দিছগণের নিকট গ্রহণীয় না হয়।[৩৩৮] উল্লেখ্য যে, মাযহাবকে বাঁচানোর জন্য দলীয় ফক্বীহগণ একটি উদ্ভট মূলনীতি তৈরি করেছেন যে, اَلْمُجْتَهِدُ إِذَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيْثٍ كَانَ تَصْحِيْحًا لَّهُ 'মুজতাহিদ যখন কোন হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করবেন, তখন তার জন্য তা ছহীহ সাব্যস্ত হবে'।[৩৩৯]

---

৩৩৫. তাফসীরে তাবারী ১/১৭৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৩৩৬. ইবনু কাছীর ১/১৩৮ পৃঃ।

৩৩৭. আহমাদ হা/৪১৪২, সনদ ছহীহ।

৩৩৮. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমাত (দিল্লী : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী পাবলিশার্স, জুলাই ২০১০), ১/৩৩৫-৩৩৬ পৃঃ; প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ৩৮।

৩৩৯. ডঃ মুর্তাযা যাইয়িন আহমাদ, মানাহিজুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৭।

পর্যালোচনা :

সুধী পাঠক! মাযহাবের নামে ফক্বীহগণ যে সমস্ত জাল-যঈফ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে ছহীহ সাব্যস্ত করার জন্য যেমন বানোয়াট মূলনীতি তৈরি করেছেন, মাওলানা মওদূদীও সেই পথেই হেঁটেছেন। উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অথচ মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে মুজাদ্দিদ হিসাবে নির্বাচন করা হয়, তারও ভুল হতে পারে বলে রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা দিয়েছেন।[৩৪০] তাই কোন ফক্বীহ ভুলক্রমে যঈফ কিংবা জাল হাদীছ গ্রহণ করতে পারেন। পরে স্পষ্ট হলে তা বর্জন করতে হবে এটাই শরী'আত। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হাদীছের চেয়ে ব্যক্তিগত রায় বা গবেষণালব্ধ জ্ঞান কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? যেমন মাযহাবীরা ক্বিয়াসকে একক রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩৪১] মূলতঃ মাওলানা মাযহাবী গণ্ডী থেকে বের হতে পারেননি। এ জন্য ইবাদত সংক্রান্ত অধিকাংশ মাসআলা হানাফী মাযহাবে সাথে মিল রয়েছে। যেমন তিনি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ছালাত আদায় করেন বলে জোর দাবী করেছেন।[৩৪২] তাছাড়া তার উক্ত যুক্তির সাথে ছূফীবাদেরও মিল পাওয়া যায়।

(পাঁচ) মুহাদ্দিছগণের প্রতি দুর্বল দৃষ্টি :

মওদূদী ছাহেব মুহাদ্দিছগণকে সাংবাদিকদের সাথে তুলনা করেছেন, যারা কেবল সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করেন, কিন্তু এর তাৎপর্য অনুধাবন করেন না। যেমন তিনি বলেন,

محدثین رحمهم الله کی خدمات مسلم ... کلام اس میں نهی بلکه
صرف اس امر میں بهی که کلیةً ان پر اعتماد کرنا کهان تک درست هی، بهر
حال تهی تو ایسان هی ... بهر اب کیسی که سکتی که سکتی هی کهه جس کو وه صحیح

---

৩৪০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৪২, ২/১০৯২পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৪৪৮৭, ২/৭৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৭৩২; ইমাম শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১/১৭৯; আল-হাদীছুয যঈফ, পৃঃ ২৯৫।

৩৪১. শারহুল মানার, পৃঃ ৬২৩; দ্রঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, আল-হাদীছ হুজ্জিয়াহ বি নাফসিহী ফিল আক্বাইদে ওয়াল আহকাম (কুয়েত : দারুস সালাফিয়াহ, ১৯৮৬/১৪০৬), পৃঃ ৪০।

৩৪২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্দুল আযীয (ঢাকা : শাতাব্দী প্রকাশনী, জুন ২০০৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪০।

قرار دیتی ہی,وہ حقیقت می بھی صحیح ہی؟... مزید بران ظن غالب ان کو جس بنا
بر حاصل ہوتا تھاوہ بلحاظ روایت تھا,نہ کہ بلحاظ درایت-ان کانقطہ نظر
زیادہ تر أخباری ھوتا تھا, فقہ ان کا اصل موضوع نہ تھا.... یہ ماننا بریکا کہ
احادیث کی متعلق جو کچہ بھی تحقیقات انھون نی کی ہی اس میں دو طرح کی
کمزوریان موجود ہی،ایک بلحاظ اسناداوردوسری بلحاظ تفقہ.

'মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের খিমদত সর্বজন স্বীকৃত। .... এতে কোন কথা নেই। কথা কেবল এ বিষয়ে যে, পুরাপুরিভাবে তাঁদের উপরে ভরসা করা কতটুকু সঠিক হবে। হাযার হৌক তাঁরা তো ছিলেন মানুষই।... অতএব কিভাবে আপনি একথা বলতে পারেন যে, তাঁরা যে হাদীছকে 'ছহীহ' সাব্যস্ত করেছেন, আসলেই সেটা ছহীহ। ... অধিকন্তু যার কারণে তাদের মধ্যে হাদীছ বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সর্বোচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়, সেটি হল রেওয়ায়াতের (বর্ণনার) দৃষ্টিকোণ, দিরায়াতের (যুক্তি গ্রাহ্যতার) দৃষ্টিকোণ নয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশীর বেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি, ফিক্বহ বা তাৎপর্য অনুধাবন তাদের বিষয়বস্তু ছিল না। .... অতএব একথা মানতেই হবে যে, হাদীছ সমূহে যেসব গবেষণা তাঁরা করেছেন, তাতে দু'টি দিকে তাঁদের দুর্বলতা ছিল। ১- সনদের দিক দিয়ে ২- ফিক্বহের দিক দিয়ে'।[৩৪৩]

পর্যালোচনা :

হাদীছও আল্লাহ্‌র অহি এবং শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। হাদীছ ছাড়া পবিত্র কুরআনের আহকাম পালন করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীছ নাযিল করেছেন *(নাহল ৪৩)*।[৩৪৪] আর সেগুলোকে ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ এবং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম অতি পরিশ্রমের বিনিময়ে সংরক্ষণ করেছেন। যারা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। তাদের প্রতি এ ধরনের অপবাদ কত বড় অন্যায়, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তার উক্ত মন্তব্য যারা হাদীছ অস্বীকার করে তাদের সাথে মিলে গেছে। মূলতঃ ছহীহ হাদীছের উপস্থিতিতে তথাকথিত মাযহাবী ফিক্বহ অচল হওয়ার আশঙ্কায় মুহাদ্দিছগণ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে।

---

৩৪৩. তাফহীমাত (দিল্লী ছাপা : ১৯৭৯), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬।
৩৪৪. আবুদাঊদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩, সনদ ছহীহ।

পবিত্র কুরআন যে সমস্ত ছাহাবীর মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে, তাদের মাধ্যমেই হাদীছ সংকলিত হয়েছে। তারা হাদীছ গ্রহণ করেছেন কঠোর শর্তের মাধ্যমে।[৩৪৫] হাদীছ সংকল করতে বিলম্ব হওয়ায় ইহুদী-খ্রীস্টানদের চক্রান্তে স্বার্থান্বেষী মহল অনেক যঈফ ও জাল হাদীছ মিশ্রিত করেছে। তার অর্থ কি সমস্ত হাদীছের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা? তাহলে আবু হুরায়রা, ইবনু ওমর, আমর ইবনুল আছ, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) প্রভৃতি ছাহাবী কেন হাদীছ সংরক্ষণ করলেন? ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈসহ মুহাদ্দিছগণের অতুলনীয় খেদমত আল্লাহ কেন নিলেন? তাদের অবদান কিভাবে অস্বীকার করা যায়? তারা পবিত্র কুরআনের আলোকে হাদীছ যাচাই করে সংকলন করেছেন। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা অন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ.

'হে মুমিনগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে। যাতে তোমরা মূর্খতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও' *(হুজুরাত ৬)*। তাই তাবেঈ বিদ্বান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেছেন, الإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ 'আমার নিকটে সনদ হল দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ যাচাই না হ'ত, তাহলে যে যা খুশী তাই বলত'।[৩৪৬]

(ছয়) ছহীহ বুখারীর উপর আক্রমণ :

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ছহীহ বুখারী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন,

کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہ سکتا کہ حدیث کا جو مجموعہ ہم تک پہونچا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے۔ مثلا بخاری جسکی بابت ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ

---

৩৪৫. মুসলিম হা/৫৬২৬, ২/২১০ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩০০৬, ২/১২৯ ও ১৩০ পৃঃ।
৩৪৬. মুক্বাদ্দামা মুসলিম হা/৩২।

کھاجاتاہی حدیث میں کوئی بری سی برا غلو کرنیوالا بھی یہ نھی کہ سکتاکہ اس
میں جو جب سات ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہی.

‘কোন শরীফ লোক এ কথা বলতে পারে না যে, হাদীছের যে সমষ্টি আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তার সবটা অকাট্যভাবেই ছহীহ। যাকে আল্লাহর কেতাবের পরে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতম কেতাব বলা হয়, হাদীছের অতি বড় ভক্তও এ কথা বলতে পারে না যে, এর মধ্যে যে ছয়-সাত হাযার হাদীছ সংকলিত আছে, তার সবটাই ছহীহ’।[৩৪৭]

পর্যালোচনা :

পবিত্র কুরআনের পর পৃথিবীর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য আর কেউ করেছেন মর্মে জানা যায় না। মাযহাব ও ফিক্বহের অন্ধ মহব্বতের কারণেই এই উক্তি বেরিয়ে এসেছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছগ্রন্থ সম্পর্কে যদি তার ধারণা এরূপ হয়, তাহলে অন্যান্য গ্রন্থ এবং হাদীছ সম্পর্কে তার মন্তব্য কেমন হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যাপারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ)-এর বক্তব্যই যথেষ্ট বলেন,

أَمَّا الصَّحِيْحَان فَقَد اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلَى أَنَّ جَمِيْعَ مَا فِيْهِمَا مِنَ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوْعِ صَحِيْحٌ بِالْقَطْعِ وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَان إِلَى مُصَنِّفِيْهِمَا وَأَنَّهُ كُلُّ مَنْ يَهُوْنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُتَّبِعُ غَيْرِ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

‘ছহীহায়েন বা ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম সম্পর্কে হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ একমত হয়েছেন যে, এ দু’য়ের মধ্যে মুত্তাছিল মারফূ‘ যত হাদীছ রয়েছে, সবই অকাট্যভাবে ছহীহ। যে ব্যক্তি ঐ দুই গ্রন্থ সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করবে, সে বিদ‘আতী এবং মুসলিম উম্মাহ্র বিরোধী তরীক্বার অনুসারী’।[৩৪৮]

---

৩৪৭. যাওয়াবে’, পৃঃ ১৪৫, গৃহীত: আল-ইতিসাম (লাহোর), ২৭ মে ও জুন ১৯৫৫।
৩৪৮. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (দেওবন্দ : মাকতাবা থানভী, ১৯৮৬), ১/৩২২ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ‘হাদীছের প্রামাণিকতা’ পৃঃ ৩২-৪১।

তবে দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে, দেশের বিদ‘আতী মাদরাসাগুলোতে খতমে বুখারীর বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়, তাতে এক বছরের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ছহীহ বুখারীর হাদীছের উপর আমল করা হয় না। তারা কুদরী আর হেদায়া খুব গুরুত্ব সহকারে পড়ান। আর ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে কুটূক্তি করেন। এভাবে তারা না মানলেও ভক্তি করেন। কিন্তু মওদূদী ছাহেবের ভক্তিই নেই, গ্রহণ করবেন কিভাবে? এ জন্য তার অনুসারীদের মাঝে হাদীছের আমলের কোন গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় না। বিভিন্ন অজুহাত ও যুক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

(সাত) ছালাতের পদ্ধতি সম্পর্কে উদ্ভূত বক্তব্য :

ছালাতের পদ্ধতি সম্পর্কে মওদূদী ছাহেব যে দর্শন পেশ করেছেন তা আসলেই দুঃখজনক। ‘রাসায়েল ও মাসায়েল’ থেকে হুবহু উল্লেখ করা হল :

ছালাতের সুন্নাতী পন্থা

প্রশ্নঃ ইতিপূর্বে আমি ছালাত পড়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। কিন্তু আলহাম্‌দু লিল্লাহ, এখন আমি নামায পড়ছি। এ ব্যাপারে আমি বড়ই পেরেশানীতে আছি। যে পল্লীতে এখন আমি শিক্ষা লাভ করছি, সেখানকার অধিবাসীরা দেওবন্দী হানাফী। অন্যদিকে আমার গ্রামের লোকেরা আহলে হাদীস। এখন আমি আহলে হাদীসের পদ্ধতিতে নামায পড়লে এ পল্লীর লোকেরা আমাকে ওহাবী বলে টিট্‌কারী দেয়। ওদিকে আবার হানাফী পদ্ধতিতে নামায পড়লে আমার গ্রামের লোকেরা আমাকে মুকাল্লিদ বলে গালি দেয়। আপনার উপর আস্থা আছে বলেই এ ব্যাপারে আমি আপনার দ্বারস্থ হলাম। আমাকে সঠিক পথ–নির্দেশ দান করুন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো একটি পদ্ধতিতেই নামায পড়েছেন। কিন্তু লোকেরা যে; বিভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়ছে, ইসলামে এর স্থান কোথায়? আমি জানতে চাই কোন্ ফেরকা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতিতে নামায পড়ছে? আর আমি কাদের পদ্ধতির অনুসারী হবো? আপনি কোন্ পদ্ধতিতে নামায পড়েন- আমি তাও জানতে চাই। এছাড়া আরেকটা প্রশ্ন হলো, গ্রামে জুমার নামায পড়া যায় কি?

জবাবঃ আহলে হাদীস, হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলীগণ যেসব পদ্ধতিতে নামায পড়েন, তার সবগুলোই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। তাদের প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে সেগুলো গ্রহণ করেছেন। এ জন্যই তাদের কোনো একটি দলের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ কখনো

একথা বলেনি যে, তাদের পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে যারা নামায পড়ে তাদের নামায হয়না। এ ধরনের কথা বলা তো কেবল অজ্ঞ লোকদের কাজ। অজ্ঞ লোকেরাই তাদের পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে কাউকে নামায পড়তে দেখলে তাকে দোষারোপ করে। এ ব্যাপারে আমার গোবেষণা অনুসন্ধান করে দেখছি যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়েছেন। তবে মতভেদ হতে পারে এ ব্যাপারটি নিয়ে যে, তিনি সাধারণত কোন পদ্ধতিতে নামায পড়তেন? যে দলের কাছে যে পদ্ধতিটা তাঁর সাধারণ পদ্ধতি বলে প্রমাণিত হয়েছে, সে দল সেই পদ্ধতিটাই অবলম্বন করেছে।

আমি নিজে হানাফী পদ্ধতিতে নামায পড়ি। কিন্তু আহলে হাদীস, হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সবার নামাযকে সহীহ ও সঠিক মনে করি। এদের সবার পেছনে আমি নামায পড়ে থাকি।

গ্রামে জুমার নামায পড়ার ব্যাপারটি চরম বিতর্কমূলক। হানাফীরা এটা জায়েয মনে করে। আহলে হাদীসরাও জায়েয মনে করে। আর অন্যান্য ফকীহগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত জবাব বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। তাই বিস্তারিত জানার জন্য এ ব্যাপারে আমার তাফহীমাত (নির্বাচিত রচনাবলী) ২য় খণ্ড দেখুন। *[তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫১]*[৩৪৯]

পর্যালোচনা :

মূলতঃ তার হৃদয়ের গহীনে প্রোথিত মাযহাবী আকর্ষণের কারণে সোজা কথা বলতে পারেননি; বরং তিনি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ছালাত আদায় করেন এ কথা স্বীকার করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে হানাফী ছালাতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই যুক্তির আলোকে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রায় প্রশ্নের ক্ষেত্রে তিনি যুক্তির ফাঁদ এভাবেই পেতেছেন। অথচ তা যে আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত শরী'আতের বিরুদ্ধে গেছে, তা তিনি লক্ষ্য করেননি। সমাজে ছালাতের হাযারো পদ্ধতি চালু থাকলেও ছহীহ পদ্ধতি হিসাবে একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতেই ছালাত আদায় করতে হবে। যুক্তির সাথে শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই। উক্ত জবাব প্রচলিত রাজনীতির জন্য খুবই মানানসই, আল্লাহ্‌র বিধানের জন্য নয়।

---

৩৪৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্দুল আযীয (ঢাকা : শাতাব্দী প্রকাশনী, জুন ২০০৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪০।

জ্ঞাতব্য : জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ছাহেব 'জীবন্ত নামায' বই লিখতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নামাযকে প্রাধান্য দিতে পারেননি। তিনি মাযহাবী নামাযের প্রতিই সন্তুষ্ট থেকেছেন। কারণ তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করেন।[৩৫০] তিনি বিজ্ঞ মানুষ হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতকেই প্রাধান্য দিতে পারতেন। কারণ এ জন্য রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োজন নেই। রাফউল ইয়াদায়েন, জেহরী ছালাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা, সরবে আমীন বলা ও এক রাক'আত বিতরের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। অথচ অতিরিক্ত কথা এবং যঈফ ও জাল হাদীছ অনেকগুলো আছে। তবে দুই জায়গায় মাযহাবী আমল উল্লেখ করার পাশাপাশি ছহীহ আমলও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও মাযহাবী ভালবাসা ত্যাগ করতে পারেননি। যেমন- 'আল্লাহু আকবার বলে দু'হাত নাভির নিচে (আহলি হাদীস হলে বুকের উপর) বেঁধে দাঁড়ানোর পর নামাযের বাইরের হালাল কাজও নামাযের ভেতর হারাম হয়ে যায়'।[৩৫১] অথচ নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীছ যে যঈফ তা সমধিক প্রসিদ্ধ।[৩৫২] আর বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৩৫৩] এছাড়া তিনি বিতরের কুনূত হিসাবে 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা... মর্মে প্রচলিত কুনূতটিও উল্লেখ করেছেন। অথচ উক্ত কুনূত বিতর ছালাতে পড়ার পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ এটি কুনূতে নাযেলা, যা ফরয ছালাতে পাঠ করতে হয়।[৩৫৪] বিতরের ছালাতে 'আল্লাহুম্মাহ দিনী ফীমান হাদায়তা.. মর্মে দু'আ পড়তে হবে।[৩৫৫] রাসূল (ছাঃ)-এর চূড়ান্ত বাণী হল, 'তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'।[৩৫৬] তাই যাবতীয় ছালাত তাঁর দেখানো পদ্ধতিতেই আদায় করতে হবে। পৃথিবীর অন্য

---

৩৫০. অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রশ্নোত্তর (ঢাকা : আল-আযামী পাবলিকেশন্স, মে ২০০০), পৃঃ ১৭০। পরের পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, 'মাযহাব মানা 'ফরয' নয়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের জন্য 'মাযহাব' না মেনে কোনো উপায়ও নেই'- পৃঃ ১৭১।

৩৫১. জীবন্ত নামায, পৃঃ ১১।

৩৫২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৬।

৩৫৩. ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ; নাসাঈ হা/৮৮৯, ১/১০২ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৭২৭, পৃঃ ১০৫; আহমাদ হা/১৮৮৯০; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৮০; ইবনু হিব্বান হা/১৮৬০, সনদ ছহীহ।

৩৫৪. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ২/২১০-২১১ পৃঃ; সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭০ পৃঃ।

৩৫৫. আবুদাঊদ হা/১৪২৫, ১/২০১; তিরমিযী হা/৪৬৪, ১/১০৬।

৩৫৬. ছহীহ বুখারী হা/৬৩১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮, (ইফাবা হা/৬০৩, ২/৫২ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৮।

কারো পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত' শীর্ষক বই।

(আট) তারাবীহর রাক'আত সম্পর্কে তার মাযহাবপ্রীতি :

মাওলানা মওদূদী ২০ রাক'আত তারাবীহর পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করেছেন। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) ৮ রাক'আত পড়েছেন।[৩৫৭] এমনকি একটি অস্বীকৃত ও নিতান্ত যঈফ বর্ণনা সম্পর্কে তিনি দাবী করেছেন যে, 'হযরত উমার (রা) যে তারাবীহ বিশ রাকাআত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা প্রায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত'। আরেকটি অন্তঃসারশূন্য বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, 'অত্যন্ত সহীহ সনদ'। এভাবে ২০ রাক'আতের দাবীর পক্ষে কতিপয় অগ্রহণযোগ্য দলীল পেশ করেছেন।[৩৫৮] উল্লেখ্য যে, আধুনিক প্রকাশনী ছহীহ বুখারীর অনুবাদ এবং টীকায় উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৫৯]

পর্যালোচনা :

এখানেও তার মাযহাবপ্রীতি ফুটে উঠেছে। ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা তার ছিল না। বরং তিনি যঈফ ও জাল হাদীছ দ্বারা ২০ রাক'আত প্রমাণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ওমর (রাঃ)-এর যুগের কথিত ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'অত্যন্ত ছহীহ সনদ'। 'সত্যের অপলাপ মিথ্যার জয়' এই বাস্তবতাই তার বক্তব্যে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ওমর (রাঃ)-এর ১১ রাক'আতের নির্দেশসূচক ছহীহ হাদীছটি[৩৬০] আড়ালে রেখে বলতে চেয়েছেন, রাসূল (ছাঃ) আট রাক'আত পড়লেও ওমর (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ ২০ রাক'আতই পড়েছেন। উক্ত দাবীর মাধ্যমে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে ওমর (রাঃ)-কেই সর্বোত্তম আদর্শের ধারক হিসাবে প্রমাণ করেছেন, যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শরী'আতকে অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন, আর ওমর (রাঃ) তা সম্পূর্ণ করেছেন (নাঊযুবিল্লাহ)।

---

৩৫৭. রাসায়েল মাসায়েল ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫২।

৩৫৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল, অনুঃ আকরাম ফারুক ও তার সহাযোগীবৃন্দ (ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, আগষ্ট, ১৯৯৫), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮২-৮৬।

৩৫৯. সহীহ আল-বুখারী, (ঢাকা : অক্টোবর ১৯৯৬), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-২৮২, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/১৮৭০-এর টীকা।

৩৬০. মুওয়াত্ত্ব মালেক ১/১১৫ পৃঃ; ইবনু খুযায়মাহ ৪/৬৯৮ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ২/১৯২ পৃঃ, হা/৪৪৫-এর আলোচনা।

আমরা মনে করি ছহীহ বুখারীর অনুবাদ করতে গিয়ে ১১ রাক'আত তারাবীহর হাদীছকে রদ করার জন্য মওদূদী ছাহেবের অগ্রহণযোগ্য বক্তব্য টীকায় যোগ করে ছহীহ বুখারীর প্রতি চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়েছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলে স্বীকার করলেও বাস্তবে আমলের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে অবস্থান। মানুষের কল্পনাপ্রসূত বক্তব্য দ্বারা ছহীহ হাদীছকে খণ্ডন করা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেখানে কিছু অপ্রমাণিত কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'অধিকাংশ ওলামা ২০ রাকআতের মতকেই অগ্রগণ্য বলেছেন এবং এতে ইজমা হয়েছে'। এক লাইন পরে বলা হয়েছে, 'কিছুসংখ্যক আলেম বলেছেন, তারাবীহ ৮ রাকআত। তাদের দলীল আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। ২০ রাকআতের মত পোষণকারীরা এ হাদীসের অর্থ বলেন যে, আয়েশার বর্ণনা তারাবীহ সম্পর্কে ছিলো না, বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কে'। উল্লেখ্য যে, ছহীহ বুখারীর যে সমস্ত হাদীছ মাযহাবী স্বার্থের অন্তরায় সেখানেই এভাবে টীকা-টিপ্পনীর মাধ্যমে হাদীছের উপরে অস্ত্রাঘাত করা হয়েছে।[৩৬১]

সুধী পাঠক! এ ধরনের অসংখ্য মাসআলা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে সংঘর্ষিক। আক্বীদা ও আমল উভয়ের ক্ষেত্রেই এই অবস্থা।

মওদূদী মতবাদ সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)-এর মন্তব্য :

'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) মওদূদী মতবাদ ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত বক্তব্য :

মওদূদী মতবাদ 'জামায়াতে ইসলামী' প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৭ ইং সালে গাইবান্ধা যেলার জনৈক আহলেহাদীছ মৌলভী আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)-কে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার জন্য পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত দেন। পত্র লেখক সীমাহীন অজ্ঞতাবশতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, তার প্রতিষ্ঠা, নীতি, আদর্শ সম্পর্কে কুটক্তি করেন। সেই সাথে তিনি জামায়াতে যোগদান করে আলোর সন্ধান পেয়েছেন মর্মে চরম ভ্রান্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। সেই সাথে কেবল মওদূদীর গুণগানই গেয়েছেন। ফলে

৩৬১. ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৫, হা/৫৪৪-এর টীকা 'ছালাতের সময়' অধ্যায়; ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১-২৪, হা/৬৯৫ এবং ৩৩০, হা/৭১৩ প্রভৃতি দ্রঃ।

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) 'জামা'তে ইসলামীতে' আমার যোগদান অসম্ভব কেন?" শিরোনামে জবাব প্রদান করেন। পত্রটি তাঁরই সম্পাদিত পত্রিকা 'মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ' ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭, ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার ১৪৩-৪৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া তার পূর্বে 'ইছলামী জামআত বনাম আহলেহাদীছ আন্দোলন' শিরোনামে একই পত্রিকায় ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যার (শ্রাবণ ১৩৬২) ৪১-৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। উক্ত লেখা দু'টি ১৯৯৩ সালে 'একটি পত্রের জওয়াব' শিরোনামে পুস্তক আকারে প্রাকাশিত হয়। নিবে উক্ত বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলঃ তিনি শিরোনামে বলেন, **'জামা'তে ইসলামী'তে আমার যোগদান অসম্ভব কেন?'**

(ক) 'লেখক যখন আমাকে মওদূদী ছাহেবের জামাতে দাখেল হইবার উপদেশ দিয়েছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার ও তদীয় জামাতের গুণগান করিতে গিয়ে আহলেদহাদীছ আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিও কটাক্ষ করিয়াছেন, তখন প্রাসংগিকভাবে আমাকেও তাঁহাদের জামাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে' *(পৃঃ ৫)*।

(খ) 'মাওলানা মওদূদীর পরিচয় দিতে গিয়া পত্র লেখক আমাকে জানাইয়াছেন, তাঁহার পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, একজন মুছলমানের বিশেষতঃ একজন আহলেহাদীছের যাহা করা উচিত মাওলানা মওদূদী তাহ্াই করিতেছেন ও অন্যকে করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন'।

(জওয়াব)ঃ 'পত্র লেখকের উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, মুছলমানদের বা আহলেহাদীছের বর্তমান সংকটপূর্ণ অবস্থায় কর্তব্য কি, তিনি তাহার দিশা হারাইয়াছিলেন, মওদূদী ছাহেবের পুস্তকগুলি তাহাকে চক্ষুদান করিয়াছে। উত্তম কথা! কিন্তু কোরআন হাদীছ যখন তাহাকে পথের সন্ধান দিতে পারে নাই, তখন মওদূদী ছাহেবের পুস্তক তাঁহাকে যে সঠিক পথেরই সন্ধান দিয়াছে এ বিষয়ে তিনি কৃতনিশ্চয় হইলেন কেমন করিয়া? বিশেষতঃ আহলে হাদীছের কর্তব্য কি, তাহাই বা মওদূদী ছাহেব জানিলেন কিরূপে? তিনি আহলে হাদীছ আন্দোলনকে যদি সঠিক ও সত্য জানিতেন তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আহলে হাদীছ দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাদের আন্দোলনকে জোরদার করিতে চেষ্টিত হইতেন না কি? এই আন্দোলনে তাহার আস্থা নাই বলিয়াই কি তিনি একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন শুরু করেন নাই? <u>যে ব্যক্তি আহলে হাদীছ মতবাদকে</u>

(আদর্শ) বিশ্বাস করেন না, তাঁহার নেতৃত্ব কোন ঈমানদার ও হায়া সম্পন্ন আহলে হাদীছের পক্ষে স্বীকার করা ও তাঁহার আন্দোলনে যোগ দেওয়া কি সম্ভবপর'? *(পৃঃ ৯-১০)*।

(গ) [যে আয়াত দ্বারা রাসূল (ছাঃ) ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন *(আলে ইমরান ৬৪)*, ঐ আয়াত দ্বারা পত্র লেখক দাওয়াত দেওয়ায় তিনি জওয়াবে বলেন]:

'আমি বলিব, ইহাও তাঁহার এবং তাঁহাদের দলের ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার জানিয়া রাখা উচিত যে, শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে পাক ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদীছগণ যে জদ্দ ও জিহাদ চালাইয়া আসিয়াছেন, আর আজও তাঁহাদের আপামর জনসাধারণ কুফর ও শিরক হইতে কতটা দূরে সরিয়া আছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আহলেহাদীছগণ মাওলানা মওদূদী ও তদীয় জামাতের আদৌ মুখাপেক্ষী নয়। প্রকাশ্য শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে এই দলের আমীর আজ পর্যন্ত কি সংগ্রাম করিয়াছেন, পাক ভারতের আহলে হাদীছগণ অবগত নন। উল্লিখিত আয়াত উদ্ধৃত করা তাৎপর্য কি ইহাই নয় যে, আমরা এবং অন্যান্য সমুদয় মুছলমান ইয়াহুদ নাছারার পর্যায়ভুক্ত? আর তাহাদিগকে তাওহীদের পথে আহ্বানকারী হইতেছে জামাতে ইসলামী এবং উহার আমীর? আমি মনে করি, এই দুষ্ট মনোভাবের জন্যই ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত মধ্য প্রদেশের মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরইয়াবী প্রমুখ বিদ্বানগণ মওদূদী আন্দোলনকে 'খারেজী আন্দোলন' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন' *(পৃঃ ১১)*।

(ঘ) 'মওদূদী দৃষ্টিভংগী তাঁহার এবং তাহার দলের মিলন কেন্দ্র হইতে পারে, কিন্তু মুছলিম জাতির জন্য নয়। জামাতে ইছলামীতে সকল দলের মিলিত হইবার সুযোগ রহিয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক (মিথ্যা)।.. আহলে হাদীছ আন্দোলন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত' *(পৃঃ ১২)*।

(ঙ) 'আহলে হাদীছগণ বুখারীর সমুদয় মর্ফূ ও মুছনদ হাদীছকে অকাট্য বলিয় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রমাণিত 'খবরে আহাদকে' অবশ্য প্রতিপালনীয় মনে করেন। ফক্বীহদের আসন মোহাদ্দেছীন অপেক্ষা উন্নত মনে করেন না। কোন হাদীছ প্রমাণিত বলিয়া সাব্যস্ত হইলে কোন নির্দিষ্ট ইমাম উহা অনুসরণ করার অনুমতি না দিলেও উক্ত হাদীছের অনুসরণ ওয়াজিব জানেন।.. জামাতে ইসলামীর নেতা উল্লিখিত বিষয়গুলির একটিও মানেন না। এমনকি জানিয়া শুনিয়া হাদীছ প্রত্যাখ্যানকারীদের অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিরপরাধ বলিয়াছেন' *(পৃঃ ১২)*।

(চ) 'ফল কথা মাওলানা আবুল আলা মওদূদী আর যাহাই হউন, আহলেহাদীছ নন এবং আহলেহাদীছের সাথে তাঁর যে মতভেদ, তাহা খুঁটিনাটি নয়, অছূলেদ্দীনের (দ্বীনের মূলনীতির) মতভেদ' *(পৃঃ ১৩)*।

(ছ) 'আমার নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত আমি তাঁহাকে হানাফী জানি। অবশ্য দেওবন্দের মাওলানা হুছাইন আহমদ মাদানী প্রমুখ বিদ্বানগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাওলানা আহমদ আলী, পাঞ্জাবের হানাফী জামায়াতের আমীরে শরী'আত মওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী প্রভৃতি হানাফী বিদ্বানগণ মওদূদী ছাহেবকে হানফীও স্বীকার করেন নাই' *(পৃঃ ১৩)*।

(জ) 'পত্র লেখক আমাকে জামাতে ইছলামীতে দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, তজ্জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমার পক্ষে এবং কোন আহলেহাদীছের পক্ষে এ আমন্ত্রণ স্বীকার করার উপায় নাই কেন, তাহার জওয়াব দিতে গিয়া তর্জুমানের কয়েক পৃষ্ঠাই নিঃশেষিত হইল'। .. এ স্থলে সংক্ষেপে এইটুকু বলিব যে, আহলে হাদীছ পার্লামেন্টারী তৎপরতার আন্দোলন নয়, ইহা তাহার অনুসরীদিগকে 'আহলে হাদীছ পার্টির পক্ষ হইতে মনোয়ন প্রদান করে না। ইহার প্রচার পদ্ধতি খৃষ্টান বা কাদিয়ানী মিশনের মত নয়। বাহিরে আড়ম্বর দেখাইয়া লোক টানা ইহার নীতি নয়। সুতরাং ইহার কলা-কৌশল সবসময় পরিবর্তনশীও নয়' *(পৃঃ ১৪)*।

(ঝ) 'অতএব কোন আহলেহাদীছের পক্ষে ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আহলেহাদীছ জামাআত পরিত্যাগ করা এবং অন্য জামাআতে ভর্তি হওয়া অবৈধ ও অন্যায়- ওয়াছআলাম' (পৃঃ ১৪)।

(ঞ) 'এক নিঃশ্বাসে যাহারা অন্যান্য দল ও ফির্কার সহিত আহলেহাদীছ আন্দোলনের নামও উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহারা হয় এই আন্দোলনের পটভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথবা সংকীর্ণতার বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা আহলে হাদীছ আন্দোলনের এই স্পষ্ট নিদর্শনটিকে উপেক্ষা করিয়া চলেন' (পৃঃ ১৬)।

উল্লেখ্য, উক্ত বইয়ের শেষে 'ইছলামী জামাআত বনাম আহলে হাদীছ আন্দোলন' শিরোনামে উল্লেখিত অংশের শেষাং পাঠকদের স্বার্থে নিম্নে হুবহু পেশ করা হল-

ইছলামী জামাআতের স্বরূপ :

আহলে হাদীছ আন্দোলন যে দিক দিশারী মশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, তাহারই আলোক আহরণ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও এই উপমহাদেশে বহু সভামণ্ডপ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলনের ভাবাদর্শের আংশিক অনুকরণ করিয়াই 'ইছলামী জামাআত' পাক ভারত উপমহাদেশে কোরআন ও হাদীছের সার্বভৌমত্ব ও ইছলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার কথা বারংবার উচ্চারণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আহলে হাদীছ আন্দোলনের রুচি ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত তাঁহারা একটি স্বতন্ত্র ফির্কাবন্দীর গোড়াপত্তন করিয়াছেন। দলীয় অহমিকতা, ফির্কাবন্দীর দাম্ভিকতা এবং অন্ধগতানুগতিকতা পূর্ণভাবেই এই ফির্কাটিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারা এই কথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীর সত্তর কোটি মুছলমান যত মতে এবং পথেই বিভক্ত হইয়া থাকুক না কেন, একমাত্র ইছলামই তাঁহাদের সর্বসম্মত সম্পদ এবং মিলন কেন্দ্র। ইছলামের মহাসাগর তীর্থেই সকল ভেদ ও বৈষম্যকে জলাঞ্জলী দিয়া মুছলমানগণ একাত্ম হইয়াছেন আর এই জন্য কোন দলই ইছলামের একচেটিয়া অধিকারী বলিয়া দাবী করার স্পর্ধা কোন কালেই প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এই তথাকথিত 'ইছলামী জামাআতের' স্পর্ধা যে, যে মানুষটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের এ ফির্কা গজাইয়া উঠিয়াছে, কেবল সেইটিই হইতেছে 'ইছলামী জামাআত'। এরূপ অভিমানের নযীর ইছলামের ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য।

অবশ্য ইছলামের বিভিন্ন দল ও ফির্কাসমূহের পরস্পর অসামঞ্জস্য ও বিরোধী মতবাদসমূহের জগাখিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া যদি ইছলামী জামাআতের নামে একটি ফ্রন্ট রচনা করা হইত, তাহা হইলেও হয়ত এই নামের স্বার্থকতা আংশিক ভাবে প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু কার্যতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মওলানা ছৈয়েদ আবুল আলা মওদূদী নামক ব্যক্তি এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত কতিপয় বিদ্বান ও অবিদ্বানের অভিমত ও উক্তিগুলিই ইছলামী জামাআতের সিদ্ধান্ত নামে কথিত হইয়াছে। তাঁহাদের আমীরে আলার 'তাজদীদে দ্বীন' শীর্ষক নিবন্ধ পূর্বেও প্রকাশিত হইয়াছিল। যে ইছলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত 'সমগ্র ইছলামের' উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠাদানের আন্দোলন কোন ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিছ, ওলী, সাধক, রাষ্ট্রপতি ও মুজাদ্দিদ কেহই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইছলামের তেরশত বৎসরের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে ইছলামকে বুঝিবার ও বুঝাইবার উপযোগী যোগ্যতা

ও ত্যাগের মহিমা একমাত্র তথাকথিত ইছলামী জামাআতের নেতারাই অর্জন করিয়াছেন। এই ফির্কার ইমামে আযম তাঁহার দীর্ঘ কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া সম্প্রতি শেখুপুরায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সেই পুরাতন দাম্ভিকতার প্রতিধ্বনি সমান ভাবেই বিঘোষিত হইয়াছে। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, ধর্মের এবং জাতির সেবার কার্য তাঁহার দলটি ব্যতীত অন্য কোন সংঘ, পার্টি বা সমাজ কিছুমাত্র সমাধা করেন নাই। জমঈয়তে উলামাও নয়, আহরারও নয়, আহলেহাদীছরা তো একদমই নয়। তাঁহার এই দাম্ভিকতার অনস্বীকার্য প্রমাণস্বরূপ তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, একমাত্র তাঁহারাই সরকারী কোপে পতিত হইয়াছেন। লাঞ্ছনা ও কারাবাসকে প্রোপাগাণ্ডার বিষয়বস্তুরূপে প্রয়োগ করা ইছলামী আদর্শের সহিত কতদূর সুসামঞ্জস্য এবং এই বিবৃতির সত্যতাই বা কতটুকু, তাহার আলোচনা না করিলেও কার্য ও কারণের মধ্যে যে গভীর যোগাযোগের সন্ধান মওলানা ছৈয়েদ আবুল আলা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ন্যায় শাস্ত্রের ছাত্রগণ তাহা উপলব্ধি করিয়া যে চমৎকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

'ইছলামী জামাআতের' লেখক এবং নেতৃবৃন্দের অহমিকতা এই খানেই সমাপ্ত হয় নাই। মওলানা ছৈয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বারংবার বিনা কারণে এই ধৃষ্ট উক্তিও ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন যে, ইছলাম জগতে কোরআনের পরবর্তী সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও মাননীয় গ্রন্থ ছহীহ বুখারী প্রমাদবিহীন পুস্তক নয়। এযাবত তিনি বুখারীর কোন সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই অথবা উক্ত গ্রন্থে তিনি যে সকল প্রমাদের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, উল্লেখ সহকারে সেগুলির প্রমাণ প্রদর্শন করিতেও সক্ষম হন নাই। সর্বোপরি বর্তমান সময়ে যখন কোরআন ও ছুন্নতের প্রামাণিকতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে হাদীছ বৈরীগণ নানরূপ সন্দেহ ও দ্বিধার জাল বুনিতে চেষ্টা করিতেছে, ঠিক সেই অবাঞ্ছিত মুহূর্তে মওলান মওদূদী ছাহেবের ছহীহ বুখারীর বিরুদ্ধে বিষোদগারের হেতুবাদ কি? তাঁহার রাছায়েল ও মাছায়েল পুস্তকে তিনি একথা বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই যে, নমাযে রুকুতে যাওয়া ও রুকু হইতে মস্তক উত্তোলন করার সময়ে হস্তোত্তলন করা বা না করা আমীন জোরে উচ্চারণ করা বা না করা কোন নির্দিষ্ট দলের আচার এবং চিহ্নের পরিণত হইলে এবং উক্ত কার্যসমূহের বর্জন ও গ্রহণের উপর কোন দলের অন্তর্ভূক্ত বা বহির্ভূত হওয়া নির্ভর করিলে উল্লিখিত আচরণগুলি অর্থাৎ হস্তোত্তলন করা বা না করা, আমীন জোরে বা আস্তে বলা সর্বপেক্ষা জঘন্য বিদআত হইবে। যাঁহারা

হস্তোত্তলন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য বিচার করার অধিকার মওলানা ছৈয়েদ আবুল আলা মওদূদী কোথায় প্রাপ্ত হইলেন? তাঁহার এই উক্তি দ্বারা তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত 'আহলে হাদীছ বিদ্বেষ'কেই প্রকটিত করেন নাই কি? এইরূপ এই দলটি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নমায বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বার তাকবীরের বিরুদ্ধেও তাঁহাদের মুখপত্র সমূহে যে কঠোর সমালোচনা করিয়াছে, তাহাতেও তাঁহাদের আহলে হাদীছ বিদ্বেষ সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয় নাই কি?

মওলানা মওদূদী ছাহেব আহলে ছুন্নতগণের অন্যতম অধিনায়ক ইমাম আহমাদ বিনে হাম্বলের একখানা পত্র পাঠ করার সুযোগ কখনও পাইয়াছেন কি? যাহাতে তিনি মুছদ্দদকে লিখিয়াছিলেন, 'আহলে ছুন্নতগণের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমটি হইতেছে, নমাযে 'রফ্এ ইয়াদায়েন' করার কার্যকে পুণ্যবর্ধক মনে করা। দ্বিতীয়ঃ ইমামের 'ওয়ালায্ যাল্লীন' বলার পর উচ্চৈঃস্বরে আমীন উচ্চারণ করা, তৃতীয়ঃ মৃত আহ্লে কিবলা নমাযীর জানাযা পড়া, চতুর্থঃ ভালমন্দ প্রত্যেক নেতার সংগে জিহাদের জন্য উত্থান করা, পঞ্চমঃ প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ অথবা দুশ্চরিত্র ইমামের পশ্চাতে নমায আদা করা, ষষ্ঠঃ বিতরের নমায এক রাকআত পড়া, সপ্তমঃ সমুদয় আহলে ছুন্নতকে ভালবাসা।

ইছলামী জামাআতের হঠকারিতা, সংকীর্ণতা এবং হাদীছ বিরোধী মনোবৃত্তির ফলে পাঞ্জাবের অনেক আলিম, যাহারা উহার প্রতি সহানুভূতিশীল এমনকি উহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শুধু আহলে হাদীছ থাকার অপরাধেই উক্ত দল বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'ইছলামী জামাআতে'র নেতা এবং তাঁহার অন্ধ ভক্তের দল মুছলিম জনসাধারণ এবং তাঁহাদের নেতৃবর্গকে যেরূপ নির্মম, নিষ্ঠুর ও অভদ্রোচিত ভাবে অহরহই আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাহার ফলে বিদ্বানগণের অন্তঃকরণ উক্ত জামাআতের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইছলামী জামাআত অন্য কোন দলের আচরণ বা সেবাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিলেও এবং দলের নিকট হইতে কোনরূপ শিষ্টাচারের প্রত্যাশী না থাকিলেও আমরা স্বয়ং উক্ত দলের নেতা এবং তাঁহাদের উত্তম কার্যগুলির সর্বদা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে কখনও কার্পণ্য করি নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই দলটি ফির্কাবন্দীর অভিশাপে যেভাবে আক্রান্ত হইতে চলিয়াছে, নীতিনৈতিকতার সমুদয় পুরাতন বাগাড়ম্বরের মুখে ছিপি আঁটিয়া এখন তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে যে রূপ মামলা মোকাদ্দামায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, সক্রিয়

রাজনীতির সমুদয় কলুষকে গায়ে মাখিয়া তাঁহারা যেভাবে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র গোঠ রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পুরাতন ভক্ত ও অনুরক্তদের পক্ষে তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত থাকা আর সম্ভবপর হইতেছে না। সম্প্রতি এই দলটি তাঁহাদের বহু বিশ্রুত নীতি নৈতিকতার মাথা খাইয়া বিগত বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে তাঁহাদের বিতরিত সাহায্যের বিনিময়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে তাঁহাদের দলে ভিড়াইবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

আমাদের অভিমত :

আমরা পরিষ্কার ভাবেই ঘোষণা করিতে চাই যে, মূলনীতির দিক দিয়া এই জামাআতের ভিতর কোন অভিনবত্ব নাই। রাজনৈতিক এবং ব্যবহারিক টেকনিকের দিক দিয়া ইহারা যে পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা শুধু সংহতি বিরোধীই নয়, বরং উহা মুছলমানদিগকে এক অনিশ্চিত ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। অনাগত শতবর্ষকাল আন্দোলন চালাইয়াও 'ইছলামী জামাআতের' পক্ষে শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কার, রাজনীতি, ধর্মসেবা ও তকওয়ার ক্ষেত্রে আহলে হাদীছগণের সমকক্ষতা লাভ করা সুদূর পরাহত। তাঁহাদের দলপরস্তী, গোঁড়ামী, অন্ধ অহমিকতা ও হাদীছ বিদ্বেষ তাহাদিগকে ক্রমশঃ মুছলিম জনমণ্ডলী হইতে দূরেই সরাইয়া রাখিবে।[৩৬২]

আল্লামা আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (রহঃ)-এর মন্তব্য :

জমঈয়তে আহলে হাদীসের আমৃত্যু কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রখ্যাত রিজালবিদ আল্লামা আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (রহঃ) উক্ত ইসলামী দলকে ইসলাম বহির্ভূত শী'আ ফের্কার উপদল 'যায়দিয়ার' সাথে তুলনা করে বলেন, 'যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করা, কেতাব ও সুন্নাহ মুতাবেক শাসন পদ্ধতি চালু করার কথা প্রকাশ করেন তারাও সহীহায়েনের (বুখারী ও মুসলিম) হাদীস মুতাবেক আমল করতে আগ্রহী নন এবং তাদের মাযহাবের বিপরীত সহীহায়েনের বহু হাদীসকে তারা মানসূখ বলে অথবা ওগুলোর ভিন্নার্থ করে। এদের হাতে কোনদিন শাসন ক্ষমতা এলে, এরাও শিয়া যায়দিয়াদের ন্যায় বোখারী ও মুসলিমের হাদীস মুতাবেক আমল করায় বাধা দিবে-এ আশংকা মুক্ত নয়'।[৩৬৩]

---

৩৬২. দ্রঃ 'একটি পত্রের জবাব' বই।

৩৬৩. ঐ, ধর্ম ও রাজনীতি (ঢাকা : তিতাস প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ, ৩১ মার্চ ১৯৮৯), পৃঃ ১০।

'এরা কেতাব ও সুন্নাহ বনাম ফেকাহর রাজ্য কায়েম করা তথা-ইমাম আবু হানিফার মাযহাব ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে তৎপর আর উহাকেউ এর দ্বারা একামতে দ্বীন বলে জানে, যেমন খোমেনী তার শাসনকেই ইসলামী শাসন বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এরা এক সময়ে খোমেনিকে মুজাদ্দিদে মিল্লাত, ইমামে যমান ইত্যাদি বলে তার পত্রের ফটো ছেপে ঘট করে দলের নেতাগণ জৌলুস প্রদর্শন করেছিলেন'।[৩৬৪]

মূলতঃ উক্ত মতবাদই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে চালু আছে। যেমন ইউরোপের দেশগুলোতে বলা হয় 'ইসলামিক ফরাম'। তারা শী'আদের রাজনীতিকে ইসলামী রাজনীতি মনে করে এবং ইরানকে ইসলামী রাষ্ট্র মনে করে। বাংলাদেশকেও ঐ ধরনের রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।

সুধী পাঠক! ইসলামের নামে প্রচলিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ভিত্তিক যে সমস্ত মতবাদ সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে, তা তাগূতেরই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের সাথে এগুলোর কোনরূপ সম্পর্ক নেই। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত। পক্ষান্তরে উক্ত মতবাদ, তরীকা, দর্শন সবই মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত। তাই আল্লাহর আইন ও বিধানের সাথে চরম সাংঘর্ষিক। এগুলোর জন্যই ইসলামী ঐক্য ভেঙ্গে খান খান হয়েছে। তাই মুসলিমের জন্য ইসলাম ব্যতীত কোন দ্বিতীয় মতবাদের অনুসরণ করা হারাম। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْـــدَ اللهِ الْإِسْلَامُ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হল ইসলাম' *(আলে ইমরান ১৯)*। অন্য আয়াতে বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِـــرِيْنَ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

কেউ যদি ইসলামের কিছু অংশ অনুসরণ করে আর অন্য ধর্মের কিছু অংশ অনুসরণ করে তবে তার পরিণাম কী হবে? আল্লাহ বলেন,

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِــلٍ

৩৬৪. ঐ, ধর্ম ও রাজনীতি পৃঃ ১২-১৩।

عَمَّا تَعْمَلُوْنَ- أُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, আর কিছু অংশের সাথে কুফরী করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তাদের জন্য দুনিয়াবী জীবনে লাঞ্ছনা রয়েছে এবং ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর শাস্তি তে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন। এরাই পরকালের বিনিময়ে দুনিয়াবী জীবনকে খরিদ করে নিয়েছে। অতএব তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না' *(বাক্বারাহ ৮৫ ও ৮৬)*। বরং পূর্ণাঙ্গরূপে সাধ্যানুযায়ী কেবল ইসলামকেই অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের রাস্ত া সমূহের অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমাদের নিকট স্পষ্ট দলীল আসার পরেও যদি পদস্খলিত হও, তাহলে জেনে রেখো- আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২০৮ ও ২০৯)*।

সুতরাং ইসলাম ব্যতীত যে সমস্ত ইজম সমাজে চালু আছে সেগুলো উচ্ছেদের চেষ্টা করতে হবে। এগুলোকে উচ্ছেদ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। هُوَ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. 'তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও তা মুশরিকরা অপসন্দ করে' *(ছফ্ফ ৯)*।

অতএব উক্ত উদ্ভট থিওরির অনুসরণ তো দূরের কথা সেগুলোকে উৎখাত করার প্রতিজ্ঞাই মুমিনের আসল কর্মসূচী হওয়া উচিত। কারণ ত্বাগূতের সাথে মুমিনের কোন আপোস নেই। তাই শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে আমাদেরকে কেবল তাঁরই অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর দেখানো পথেই পরিচালিত হতে হবে। আর অন্য যাবতীয় পথ ও দর্শন নির্দ্বিধায় বর্জন

করতে হবে। কারণ ত্বগূতকে পরিত্যাগ করার জন্যই পৃথিবীতে নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

'আমরা প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছি এই জন্য যে, তারা যেন নির্দেশ দেন- তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূতকে বর্জন কর' *(নাহল ৩৬)*।

দুঃখজনক হল, আমরা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু'-এর অর্থ যেমন বুঝি না, তেমনি ত্বাগূতের অর্থও বুঝি না। যতক্ষণ ত্বাগূত বা মানব রচিত মতবাদকে অস্বীকার না করা হবে, তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান না নেয়া হবে এবং তাকে উৎখাত ও প্রতিরোধ করার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত না রাখবে, ততক্ষণ আল্লাহ্র একত্ব প্রমাণিত হবে না। সুতরাং প্রচলিত মা'বূদগুলোকে আগে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে হবে।

বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ উক্ত বাক্য অনর্গল উচ্চারণ করে। কিন্তু গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন শিরকী ধর্ম ও মতবাদের আইন-কানূন, নিয়ম-নীতি ও আদর্শ মেনে চলছে। অথচ এগুলো সব ত্বাগূতী বিধান ও শিরকের শিখণ্ডী, যা রাজনীতির নামে চলছে। অনুরূপ ছূফীবাদী কুমন্ত্রণা, পীর-মুরীদী ধোঁকাবাজী, মারেফতী শয়তানী, মাযহাবী ফেতনা, তরীক্বার নষ্টামি, ইলিয়াসী ফযীলত, মওদূদী থিওরি ইত্যাদি মতবাদের নীতি-আদর্শ স্রেফ ধর্মের নামে লুকোচুরি। উপরিউক্ত উভয় প্রকার ত্বাগূতী ফায়সালাকে যতক্ষণ অস্বীকার না করবে, ততক্ষণ কেউ আল্লাহ তা'আলার শক্ত হাতলকে ধারণ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় ভ্রষ্টতা হতে হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করল, সে সুদৃঢ় হাতলকে শক্ত করে ধরল, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*। অতএব ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ছাড়া মুমিনের জন্য অন্য কোন পথ খোলা নেই।

কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় হল, উপরিউক্ত শিরকী ও কুফুরী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার পরও অসংখ্য মানুষ নিজেদেরকে ঈমানদার মনে করে। অথচ তারা শয়তানের আনুগত্য করে থাকে। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে এবং পথভ্রষ্ট করেছে। আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَكْفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

'আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা মনে করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা বিশ্বাস করে- অথচ তারা তাদের ফায়ছালা ত্বাগূতের কাছে কামনা করে। যদিও তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন ত্বাগূতকে অস্বীকার করে। মূলতঃ শয়তান তাদেরকে দূরতম বিভ্রান্তিতে ফেলতে চায়' *(নিসা ৬০)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ 'তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে' *(ইউসুফ ১০৬)*। তাই ত্বাগূতের সাথে আপোস করে ঈমানদার হওয়ার দাবী করে কোন ফায়েদা নেই। বরং ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ 'যারা ত্বাগূতের পূজা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং আপনি আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন' *(যুমার ১৭)*। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপরিউক্ত যাবতীয় ত্বগূতী মতবাদ বর্জন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

Contents

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীন কায়েমের জন্য পাশ্চাত্য মতবাদ কি সহায়ক?

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। অন্য কোন মতবাদ, দর্শন ও আদর্শের মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম' *(মায়েদাহ ৩)*। আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হল ইসলাম *(আলে ইমরান ১৯)*। ইসলাম ব্যতীত কেউ অন্য কোন ধর্ম, দর্শন, থিওরি মেনে চললে তা গ্রহণ করা হবে না *(আলে ইমরান ৮৫)*। দ্বিতীয়তঃ কেউ জীবনের কোন অংশে ইসলামকে অনুসরণ করবে আর কোন অংশে করবে না তাও চলবে না *(বাক্বারাহ ৮৫)*। কারণ এটা মুনাফেকী। শুধু ইসলামকেই অনুসরণ করতে হবে। কারণ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এজন্যই প্রেরণ করা হয়েছে যে, তিনি যেন সবকিছুকে উৎখাত করে ইসলামকে বিজয়ী করেন *(ছফফ ৯)*। অতএব ইসলামের সাথে কোন মতবাদের সংমিশ্রণ চলবে না। বর্তমান বিশ্বে যে সমস্ত মতবাদ দৃশ্যমান, সেগুলোর উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব কতটুকু তা দেখার প্রয়োজন। অনুরূপ ইসলামী খেলাফতের স্থায়িত্বও দেখার বিষয়। নিম্নে অতি সংক্ষেপে সেগুলোর অবস্থা বর্ণনা করা হল-

(ক) জাতীয়তাবাদ (Nationalism) :

গবেষকদের দৃষ্টিতে ফরাসী বিপ্লবের কিছু পূর্বে অর্থাৎ ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটে। ১৭৮৯ থেকে ১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত এর দ্বিতীয় যুগ।[৩৬৫] এই মানবতা বিধ্বংসী অভিশপ্ত মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন ইটালির মুসোলীনি এবং জার্মানির ফ্যাসিবাদের উদ্যোক্তা হিটলার। এর মৌলিক উপাদান ৬টি। (১) বংশ (২) অঞ্চল, (৩) ভাষা, (৪) বর্ণ, (৫) অর্থনৈতিক ঐক্য এবং (৬) শাসনতান্ত্রিক ঐক্য। উক্ত ছয়টি উপাদানের মধ্যে ধর্মকে স্থান দেয়া হয়নি। জাতীয়তাবাদ ধর্মকে নস্যাৎ করার প্রথম কোন মতবাদ। একই স্বার্থ ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে একটি জাতি বলে। আর 'জাতি' ভিত্তিক মতবাদকে 'জাতীয়তাবাদ' বলে। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হয়েছে,

---

৩৬৫. Hans Kohn, The Idea of Nationalism (New York : McMillan, 1948), p. 16.

Nationalism is the desire by a group of people who share the same race, culture, language etc. to form an independent country.

অর্থাৎ 'জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একই ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি, গোষ্ঠী ইত্যাদির অংশীদার একদল মানুষের একটি স্বাধীন দেশ গঠনের আকাংখা'।[৩৬৬] কার্ল্টন হেইস (Carleton Hayes) বলেন, জাতীয়তার সাংস্কৃতিক ভিত্তি হল, একই ভাষা এবং একই ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। যখন এগুলো কোন শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আবেগ তাড়িত দেশত্ববোধে পরিণত হয়, তখনই জন্ম নেয় জাতীয়তাবাদ।[৩৬৭]

পর্যালোচনা :

জাতীয়তাবাদ দর্শনটি ধর্মের আওতা মুক্ত। কতিপয় খ্রীস্টান দার্শনিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মতবাদ ধর্মহীন জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছে। এটা মূলতঃ জাহেলী যুগে প্রচলিত গোষ্ঠী ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার নাম। অথচ আল্লাহ জাহেলী সভ্যতার দিকে ফিরে যেতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫০)*। তাই রাসূল (ছাঃ) যাবতীয় জাহেলী কর্মকাণ্ডকে কবর দিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামী শাসনের সূচনা করেছিলেন।[৩৬৮] তাই এই জাহেলী মতবাদ অনুসরণযোগ্য নয়। বরং এই থিওরি আবিষ্কারের পরই সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা শুরু করে পশ্চিমা বিশ্ব। কার্ল্টন হেইস তাই বলেছেন, 'ফরাসী বিপ্লবের পর যদিও জাতীয়তার ভিত্তিতে ইউরোপীয় মানচিত্র নতুন করে আঁকতে এবং সমন্বিত জাতি ও রাষ্ট্র সৃষ্টিতে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, তথাপি কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রই কোন একক জাতীয়তা গ্রহণ করেনি।.. জাতীয়বাদ শুধু বহিঃবিশ্বেই নয়, বরং ইউরোপের (এবং আমেরিকার) মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল'।[৩৬৯]

---

৩৬৬. OXFORD Advenced Learner's Dictionary; sixth edition, edited by Sally Wehmeier; phonetics editor Michael Ashby; OXFORD UNIVERSITY PRESS.

৩৬৭. C. J. Hayes, Nationalism : A Religion (New York : Mcmillan, 1960), p. 6.; ড. তাহির আমিন, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, জুলাই ২০০৮), পৃঃ ৩২।

৩৬৮. মুসলিম হা/৩০০৯, ১/৩৯৭ পৃঃ।

৩৬৯. C. J. Hayes, Nationalism : A Religion, p. 6.; ড. তাহির আমিন, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, জুলাই ২০০৮), পৃঃ ৩২।

(খ) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) :

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি প্রাচীন মতবাদ। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের সফিস্টদের চিন্তাধারায় প্রথম পরিলক্ষিত হয়। যেমন সক্রেটিস (খ্রীস্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯)-এর দর্শনে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ রোমান ও গ্রীস সমাজ ছিল মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষ। তবে তার পরিচিতি ও উপাদান পরিলক্ষিত হয় না। মূলকথা হল ফরাসী বিপ্লবের পরে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করার মাধ্যমে আধুনিক যুগে পশ্চিম ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের আবির্ভাব হয়। এভাবে ১৯ শতকের মাঝামাঝিতে বিশেষ মতবাদ হিসাবে রূপ দেন এর মূল প্রবক্তা ব্রিটেনের জর্জ জেকব হোলিয়ক (১৮১৭-১৯০৪ খৃঃ)। তিনি ধর্ম ও আল্লাহ্র বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে উক্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেমে পড়েন। তার সহযোগী ছিলেন চার্লস ব্রেডলাফ (১৮৩৩-১৮৯১), ডি. ডব্লিও ফুটের (১৮১৮-১৮৮৩), থমাস কপার প্রমুখ। মূলতঃ ১৮৩২ থেকে ১৮৬৪ সালের মাঝামাঝিতে এই আগ্রাসী মতবাদের সূচনা হয়। Secularism ল্যাটিন শব্দ Secularis থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বৈষয়িক (Worldly), অস্থায়ী (Temporal) ইত্যাদি। মূলতঃ এর অর্থ হল ইহলৌকিক, ইহজাগতিক, পরজীবন বিমুখ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নয়, বরং ধর্মহীনতাবাদ, বৈষয়িকতাবাদ। মানুষকে ধর্মহীন করাই এর মূল উদ্দেশ্য।[৩৭০] যেমন- The Oxford Study Dictionary তে Secular-এর অর্থ করা হয়েছে, Not involving or belonging to religion. 'ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতা, ধর্মহীনতা ইত্যাদি।

অক্সফোর্ড এডভান্সড লার্নারস ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, Secularism is the belief that religion should not be involved in the organisation of society, education. 'সমাজ, সংগঠন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারে না এমন বিশ্বাসই হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'। চেম্বারস ডিকশনারীর মতে- The belief that the state morals, education should be independent of religion. 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার মতে রাষ্ট্রীয় নীতি, শিক্ষা সবকিছুই ধর্মমুক্ত থাকবে'। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, Secularism means the doctrin that morality should be

---

৩৭০. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০২), পৃঃ ২১।

based solely on regard to the Well being of mankind in the present life to the exculusin of all consideration drawn from belief in God or in future state. 'ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে এমন এক মতবাদ, যা মনে করে আল্লাহ বিশ্বাস বা পরকাল বিশ্বাস নির্ভর সমস্ত বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানব জাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে'।

Encyclopedia of Britanica- তে Secularism-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Any movement in society directed away from the worldliness to life on earth... 'এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখেরাতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়'।[৩৭১]

Encyclopaedia Britannica- তে 'সেকিউলারিজম'-এর সংজ্ঞায় তারাই বলেছেন,

A movement in society disected away from other worldliness to this worldliness. In the medieval period there was a strong tendency for religious persons to despise human affairs and to meditate on God and the after life.

অর্থাৎ 'এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে পরকাল থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র দুনিয়াবী জীবনের প্রতি নির্দেশ করে। যা মধ্যযুগে (শেষের দিকে) ধার্মিক ব্যক্তির স্বীয় কর্মের প্রতি এবং ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি তাচ্ছিল্যের প্রবণতা তীব্রভাবে সূচনা করে'।[৩৭২]

উক্ত মতবাদের মূল স্লোগান হল, Religion should not be allowed to come into politics. It is merely a matter between man and god. অর্থাৎ 'ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এটি মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যকার একটি (আধ্যাত্মিক) বিষয় মাত্র'।[৩৭৩]

উক্ত মতবাদের উপাদান তিনটি। যেমন-

---

৩৭১. Encyclopedia of Britanica, 15th Edn. 2002.Vol-X. p. 594.
৩৭২. Encyclopadia Britanica, 9/19.
৩৭৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তিনটি মতবাদ (ঢাকা : পাহলেয়ান প্রেস, জানুয়ারী ১৯৮৭), পৃঃ ১৮।

Secularism is a code of duty pertaining to life founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelivable. Its essential principles are three : the improvement of this life by material means. That science is the available providence of men. That it is good to do good whether there is other good or not, the good of present life is good and it is good to seek that good.

অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল মানুষের ইহলৌকিক দায়িত্ব সংক্রান্ত গুণাবলী এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অপূর্ণ, অস্পষ্ট, আস্থা স্থাপনের অযোগ্য এবং অবিশ্বাস মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতা তাদের জন্য। এর মূল উপাদান তিনটি : এক. ইহলৌকিক জীবনের উন্নয়ন কেবল বস্তুর মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। দুই. বিজ্ঞানই মানুষের জন্য একটি প্রাপ্তিসাধ্য ঈশ্বর। তিন. যেকোন ভাল কাজই ভাল, অন্য কোন ভাল থাকুক বা না থাকুক। বর্তমান জীবনের জন্য যা ভাল তার সন্ধানই শ্রেয়'।[৩৭৪]

পর্যালোচনা :

খ্রীস্টান পোপদের তথাকথিত ধর্মীয় অত্যাচারে কারণে এই মতবাদের সূচনা হয়েছে। এই মতবাদের মৌলিক উদ্দেশ্য মানুষকে ধর্মহীন করা। প্রথমতঃ পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের বিশাল গোণ্ডী থেকে ধর্মকে উৎখাত করে কেবল ধর্মীয় জীবনে বন্দী করা। অতঃপর ধর্ম জীবন সম্পর্কে কুটূক্তি করে এবং তার অনুশানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ব্যক্তি জীবন থেকেও ধর্মের মূলোৎপাটন করা। তাদের সংজ্ঞায় এটাই প্রমাণিত হয়। তারা মুখে বলছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। অথচ একটি আদর্শে রূপ নিয়েছে। এর নীতি-পদ্ধতি যারা অনুসরণ করে নিঃসন্দেহে তাদেরকে এর অনুসারী বলা হয়। তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ হল কী করে? এটা কি ধর্মের বাইরে?

এই ধর্মহীন মতবাদ মানুষের ধর্মীয় জীবন ও বৈষয়িক জীবন বলে যিন্দেগীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং বৈষয়িক জীবনকে ধর্ম থেকে

৩৭৪. English Secularism P. 35; ইসলামী রাজনীতি সংকলন, পৃঃ ৫২-৫৩।

বিচ্ছিন্ন করেছে। সমাজের অধিকাংশ রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী মানুষ মনে করে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ধর্মীয় দিক সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, চাকরি, কৃষি, ডাক্তারী ইত্যাদি বৈষয়িক ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে কোন জবাবদিহি করা লাগবে না। অন্যায়, অত্যাচার, প্রতারণা, চুরি-ডাকাতি, আত্মসাৎ, হত্যা, গুম, যেনা-ব্যভিচার, সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, নেশা, মওজুদদারী, মোনাফাখরী প্রভৃতি সব দুনিয়াবী ব্যাপার। এতে কোন জবাবদিহিতা নেই। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারা এই আক্বীদা পোষণ করে তারা পাশ্চাত্যের চর, অমুসলিমদের ক্রীড়নক, ইহুদী-খ্রীস্টানদের দালাল, আল্লাহদ্রোহী। শিক্ষিত হলেও তারা নিম্নশ্রেণীর মূর্খ ও সমাজের নিকৃষ্ট প্রাণী, পাপাচারের শিখণ্ডী। তাদেরকে বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, রাজনীতিক বলাই পাপ। কারণ তারাই দেশকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। আল্লাহভীতি, পরকালভীতি, জবাবদিহিতা নেই বলেই ক্ষমতা ও অস্ত্রের বলে যাবতীয় দুর্নীতি, অন্যায় তারাই করে থাকে। সেজন্য এগুলোর বিরুদ্ধে আলোচনা করলেই বলা হয়, এগুলো ধর্মীয় আলোচনায় আসবে কেন? এগুলো তো রাজনৈতিক ব্যাপার। অথচ ইসলামে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাতের বিধান যেমন আছে, তেমনি রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসারও বিধান রয়েছে। তারা ঠিকই জানেন যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। কিন্তু স্বীকার করেন না। কারণ তাদের অন্তরটা ইবলীস শয়তানের স্বর্গরাজ্য। আল্লাহ বলেন, তাদের চক্ষু অন্ধ নয়, বরং অন্ধ তাদের হৃদয় *(হজ্জ ৪৬)*। এভাবেই নমরূদ, ফেরআউন, হামান, কারূণ, আবু জাহল, আবু লাহাবরা যুগে যুগে জনগণকে শোষণ করেছে। অবশ্য তাদেরও শেষ রক্ষা হয়নি। লাঞ্ছিত হয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। স্বার্থের কারণে মুসলিম জীবনকে উক্ত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা তাদেরই শিক্ষা ও সবক। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُــوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا- أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيْنًا.

'নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও রাসূলগণের সাথে কুফুরী করে, তাদের মাঝে পার্থক্য করার ইচ্ছা করে এবং যারা বলে, আমরা শরী'আতের কিছু বিষয়ের প্রতি ঈমান আনব আর কিছু বিষয়কে অস্বীকার করব, এছাড়া যারা মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ১৫০-১৫১)*।

মূলতঃ মানুষের জীবনে অনেকগুলো কর্মক্ষেত্র থাকলেও প্রত্যেকটিই পরিচালিত হবে আল্লাহ প্রদত্ত চূড়ান্ত সংবিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে। যেমন একজন মানুষের শরীরের অনেক অঙ্গ-প্রতঙ্গ রয়েছে। প্রত্যেকটির কাজ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোই পরিচালিত হয় হেড অফিস মাথা থেকে। অনুরূপ একটি দেশে নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সবকিছুই সংঘটিত হয় একক সংবিধানের আলোকে। যদি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা সেই সংবিধান বা তার ধারা অমান্য করে, তবে তা হয় দণ্ডনীয় অপরাধ। যদি সাধারণ কোন প্রতিষ্ঠান গঠনতন্ত্র কিংবা সংবিধান ছাড়া না চলে, তবে সমগ্র মানব জাতি সংবিধান ছাড়া কিভাবে পরিচালিত হবে? আর আল্লাহ প্রদত্ত সেই চূড়ান্ত সংবিধান লংঘন করলে কী ধরনের অপরাধ হতে পারে? তাই প্রত্যেক উম্মতের উপর ফরয দায়িত্ব হল, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানের অনুসরণ করা। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের রাস্তা সমূহের অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমাদের নিকট স্পষ্ট দলীল আসার পরেও যদি পদস্খলিত হও, তাহলে জেনে রেখো- আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২০৮ ও ২০৯)*।

উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানকেই গ্রহণ করতে হবে। কিছু গ্রহণ করব আর কিছু প্রত্যাখ্যান করব তা হবে না। কারণ ইসলাম ছাড়া আর যারই অনুসরণ করা হোক তা হবে শয়তানের অনুসরণ, যা উক্ত আয়াতে পরিষ্কার করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামের বিধান কিছু মানবে আর শয়তান বা ত্বাগূতের কিছু বিধান মানবে, তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন,

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ- أُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, আর কিছু অংশের সাথে কুফরী করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তাদের জন্য দুনিয়াবী জীবনে লাঞ্ছনা রয়েছে এবং ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন। এরাই পরকালের বিনিময়ে দুনিয়াবী জীবনকে খরিদ করে নিয়েছে। অতএব তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না' *(বাক্বারাহ ৮৫ ও ৮৬)*।

অতএব মানুষের জীবনের কোন ক্ষেত্রকে আল্লাহ্র হুকুমের আওতামুক্ত করা যাবে না। সে যখন যে ক্ষেত্রে অবস্থান করবে তখন সেই স্থানের শারঈ নীতি নিরঙ্কুশভাবে অনুসরণ করবে।

ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ :

(ক) ইসলামের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে প্রকৃত দ্বীনদার বানানো। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল উদ্দেশ্য ধর্মহীন দুনিয়াদার বানানো।

(খ) ইসলাম মানুষকে দ্বীনী অনুশাসনের মাধ্যমে আল্লাহ্র গোলামে পরিণত করে। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানুষকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানবরূপী পশুতে পরিণত করে *(আ'রাফ ১৭৯)*।

(গ) ইসলামের ভিত্তি আল্লাহ প্রদত্ত অহি। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তি মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত নাস্তিক্যবাদ।

(ঘ) ইসলামী জীবন সুশৃংখল এবং সমুন্নত। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ জীবন উচ্ছৃঙ্খল ও বল্গাহীন।

(ঙ) ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে তাদের দাবী অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার।

(গ) সাম্যবাদ (Communism) :

১৮৪৮ সালে কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খৃঃ) ও এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৬ খৃঃ) সমাজতন্ত্রের ইশতেহার প্রকাশ করে এর সূচনা করেন। তারা শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সর্বহারা মানুষের মুক্তি কামনা করেন। তারা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে হরণ করতে চেয়েছেন সমূলে। যেমন- কালমার্কস স্রষ্টাকে অস্বীকার করে বলেছেন,

It is not religion that creates man but man who creates religion. Religion is the groan of the down trodden creature. It is the opium..... the idea of God must be destroyed.

'ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনি, মানুষই ধর্ম সৃষ্টি করেছে। ধর্ম নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর মূর্ত আর্তনাদ। এটা আফিম... সুতরাং আল্লাহ্র কল্পনা মানুষের মন থেকে উৎখাত করতে হবে'। তার সহচর এঙ্গেলস বলেন, The first world of Religions is a lie. ধর্মের প্রথম শব্দটাই মিথ্যা (আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস)।[৩৭৫]

পর্যালোচনা :

প্রথমতঃ স্রষ্টা বিরোধী মতবাদ এটা। যারা এই মতবাদের বিশ্বাসী তারা অধিকাংশই কার্লমার্কসের মত আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। তারা মূলতঃ আল্লহদ্রোহী ফেরাঊনের অনুসারী। যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে তাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচলিত হয়। কারণ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের জন্য তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। তাই কার্লমার্কস ধর্ম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য উল্লেখ করেছেন। তবে তার বক্তব্য আংশিক সঠিক। কারণ একশ্রেণীর মানুষ খানকা বা গীর্জায় বসে ধর্ম তৈরি করে নিরীহ মানুষের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে এবং অত্যাচার করেছে এবং করছে। মূলতঃ দ্বীন বা ইসলামের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। আর প্রত্যেক মানুষই ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীস্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।[৩৭৬] অর্থাৎ ধর্মহীন করে দেয়। তাই কার্লমার্কস নিজেও ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেছেন। পরে পিতা-মাতা ও পরিবেশ তাকে ইহুদী বানিয়েছে।

---

৩৭৫. আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরাইশী, আল-ইসলাম বনাব কমিউনিজম (ঢাকা : আল-হাদীছ প্রিন্টিং, আগস্ট ২০০০), পৃঃ ১২।

৩৭৬. সূরা রূম ৩০; বুখারী হা/১৩৮৫, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৯।

দ্বিতীয়তঃ এটা চরমপন্থী মতবাদ। তারা সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানবতার উপর অত্যাচার করেছে। এ মতবাদের কারণে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ১৯১৭ সালে লেলিন রাশিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও তা ছিল লাখ মানুষের রক্ত রঞ্জিত শাসন ব্যবস্থা। অনুরূপ মাওসেতুং চীনে মডারেট সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও ২ কোটি মানুষকে হত্যা করেছেন।[৩৭৭] ইসলামের নামে খারেজীরা মানুষ হত্যা করলেও এ সমস্ত আধুনিক সন্ত্রাসীদের তুলনায় তারা কিছুই না।

অতএব এই মতবাদ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কোন মুসলিম ব্যক্তি তো নয়ই, কোন অমুসলিম ব্যক্তিও উক্ত মতবাদের অনুসারী হতে পারে না। দুঃখ হয় তখন যখন একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদেরকে উক্ত দর্শনের পক্ষে আন্দোলন করতে দেখা যায়। তারা এই মতবাদের গোড়ার কথা মোটেও জানে না।

(ঘ) গণতন্ত্র :

ইংরেজী Democracy শব্দের অর্থ গণতন্ত্র। গ্রীক শব্দমূল Demos ও Kratia থেকে এর উৎপত্তি। সাধারণ অর্থ জনগণের শাসন। অতীতে ও মধ্যযুগে একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে এই অর্থেই গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হত। আধুনিক যুগে এটি কেবল সরকার ব্যবস্থাই নয়, বরং একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝায়। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি একটি শাসনব্যবস্থা।

(ক) আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গের এক জনসভায় 'গণতন্ত্র'-এর আধুনিক সংজ্ঞা দেন, Democracy is the goverment of the people by the people and for the people. অর্থাৎ 'গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যা মানুষের উপর মানুষের দ্বারা পরিচালিত মানুষের প্রভুত্বভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বুঝায়'।[৩৭৮]

(খ) পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সি.এফ.স্ট্রং বলেন, Democracy implies that government which shall rest on active consent of the governed. শাসিত জনগণের সক্রিয় সম্মতির উপর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাকে গণতন্ত্র বলা যায়।

---

৩৭৭. ডা. যাকির নায়েক, লেকচার সমগ্র, পৃঃ ৬০৫।

৩৭৮. সৈয়দ মকসুদ আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, জুন ১৯৮৩), পৃঃ ২৮৫।

(গ) লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) তাঁর 'Modern Democracies' গ্রন্থে বলেছেন, 'গণতন্ত্র এমন এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীসমূহের হাতে না থেকে সমাজের সমস্ত সদস্যের উপর ন্যস্ত থাকে'।[৩৭৯]

(ঘ) অধ্যাপক সিলী (Prof. Selley) বলেন, Democracy is a form of government in which every one has a share in it. অর্থাৎ 'যে সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে'।[৩৮০]

পর্যালোচনা :

যখন আমরা গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করছি, তখন গণতন্ত্র পঁচে বিশ্বব্যাপী দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ইসলামের পাল্লায় মাপার কোন সুযোগই নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে 'গণতন্ত্র' শব্দটিই শিরকী শব্দ। এর অর্থ মানুষের আইন। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ আইন বা বিধান তৈরির অধিকার রাখে না। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষ আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে। আল্লাহ বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

'তাদের কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করে, যে বিষয়ে আল্লাহ অনুমতি দেননি? (ক্বিয়ামতের) ফায়ছালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে ফায়ছালা হয়েই যেত। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি বিদ্যমান' *(শূরা ২১)*। আল্লাহ বলেন,

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

---

৩৭৯. দ্বীপক কুমার আঢ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ঢাকা : দিকদর্শন প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১১), পৃঃ ২১৯।

৩৮০. মোঃ মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা (রাজশাহী : ইমপিরিয়াল বুকস, জানুয়ারী ১৯৯১), পৃঃ ৭৬।

'আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা শুধু কিছু নামের ইবাদত করছ, যেগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ। সেগুলোর প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। মূলতঃ বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে, আর অন্য কারো ইবাদত করবে না। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(ইউসুফ ৪০ ও ৬৭; আন'আম ৫৭)*। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তা-ই অনুসরণ করতে হবে। এর বাইরে কোন পণ্ডিত বা মনীষীর থিওরির অনুসরণ চলবে না।

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ.

'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা কেবল তারই অনুসরণ কর। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ কর না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ.

'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার দ্বারা আপনি তাদের মাঝে মীমাংসা করুন। আর আপনি তাদের দর্শনের আনুগত্য করবেন না। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, তারা যেন আপনাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কোন বিধান থেকে বিভ্রান্ত করতে না পারে' *(মায়েদাহ ৪৯)*। অতঃপর আল্লাহ বলেন, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ. 'তবে তারা কি জাহেলিয়াতের সমাজ ব্যবস্থা কামনা করে? অথচ খাঁটি ঈমানদারদের কাছে আল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম বিধান দাতা আর কে হবে? *(মায়েদাহ ৫০)*।

অতএব মানব রচিত দর্শনের অনুসরণ করা যাবে না। গণতন্ত্রের জন্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আইনের সাথে শরীকানা সৃষ্টি হয়েছে। এটা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও অনেক কারণ রয়েছে।

ইসলাম বনাম গণতন্ত্র :

(ক) গণতন্ত্র মানব রচিত জীবন বিধান। পক্ষান্তরে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। আল্লাহ্‌র বান্দা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করতে পারে না। কারণ তা ত্বাগূত *(বাক্বারাহ ২৫৬)*।

(খ) গণতন্ত্রের শ্লোগান হল, সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। পক্ষান্তরে ইসলামের স্লোগান হল, সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ *(বাক্বারাহ ১৬৫)*। এটা কত বড় শিরক তা কি কেউ চিন্তা করে? এই কথা বিশ্বাস করলে বা মুখে উচ্চারণ করলে ঈমান ও আমলের কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি *(মায়েদা ৫; আন'আম ৮২ ও ৮৮)*?

(গ) গণতন্ত্র মানুষের রচিত আইন দ্বারা দেশ শাসন করে। কিন্তু ইসলাম আল্লাহ্র আইন দ্বারা দেশ শাসন করে।

(ঘ) গণতন্ত্র ক্ষণস্থায়ী, এর বিধান ও নীতি পরিবর্তনশীল। কিন্তু ইসলামী বিধান অপরিবর্তনশীল। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে।

(ঙ) গণতন্ত্রে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড একশ্রেণীর মানুষ। পক্ষান্তরে ইসলামে হক্ব ও বাতিলের মানদণ্ড আল্লাহ।

(চ) গণতন্ত্রে অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। কিন্তু ইসলামে সংখ্যার কোন মূল্য নেই; বরং সত্যই চূড়ান্ত। কারণ অধিকাংশ মানুষ বাতিলপন্থী *(আম্বিয়া ২৪; আন'আম ১১৬)*।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সমালোচনা :

যারা গণতন্ত্রের স্রষ্টা তাদের অনেকেই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, যখন তার কুফল প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। তাই ধূর্ত আমেরিকা কথিত গণতন্ত্রের পোশাক পরিবর্তন করেছে। যদিও অনেকে অন্ধ উন্মাদের বেশ ধারণ করে এর পক্ষে সাফাই গাচ্ছেন। বাংলাদেশ ওদেরই খপ্পরে পড়েছে। গণতন্ত্র একদিকে ধর্ম ও আখেরাত থেকে বিমুখ করে, অন্যদিকে সাধারণ জনতাকে শোষণ করার জন্য ধনীদের আধুনিক হাতিয়ার। এটা দুর্বৃত্তের স্বৈরতন্ত্র ও লম্পটদের ধোঁকাতন্ত্র।

(ক) ফরাসী দার্শনিক জ্য জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) বলেন,

In the strict sense of the term, there has never been a true democracy, and there never will be. It is contrary to the natural order that the greater number should govern and the smaller number be governed. *(The Social Contract)*

'সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে বলতে হয়, কোথাও প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না এবং কখনো যাবেও না। কারণ এটা প্রাকৃতিক রীতিবিরুদ্ধ যে, সংখ্যাগরিষ্ঠকে অপরিহার্যভাবে শাসন করতে হবে আর সংখ্যালঘুকে শাসিত হতে হবে'।

(খ) কানাডিয়ান রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক Henri Bourassa (1868 - 1952) বলেন, There is no greater farce than to talk of democracy. To begin with, it is a lie; it has never existed in any great country.*(Le Devoir)* 'গণতন্ত্রের কথা বলার চেয়ে বড় প্রতারণা আর নেই। তার শুরুটাই একটি মিথ্যা। কোন বৃহৎ বা সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে এটা কখনো স্থায়িত্ব লাভ করেনি'।

(গ) বার্টাণ্ড রাসেল বলেন, Envy is the Basis of Democracy. 'হিংসাই গণতন্ত্রের ভিত্তি'।

(ঘ) উইন্সটন চার্চিল বলছেন, 'পৃথিবীতে গণতন্ত্রই সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। তবে এ যাবৎ আমরা যে সব পদ্ধতি চেষ্টা করেছি তার মধ্যে এটিই সর্বোত্তম'।[৩৮১]

(ঙ) জন লেকি বলেন, গণতন্ত্র দারিদ্রপীড়িত, অজ্ঞ ও সর্বাপেক্ষা অক্ষমদের শাসন। কারণ রাষ্ট্রে এদের সংখ্যাই অধিক।.. .. প্রজ্ঞা, জ্ঞান কিছু সংখ্যক লোকের অধিকারভুক্ত। প্রশাসনিক কাজে সফলতা অর্জনের জন্য তাদের হাতে ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

(চ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টকভেলী বলেন, '...Most danger is the tyranny of the majority' 'গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা হল সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচার'।

(ছ) গণতন্ত্রের তীর্থভূমি গ্রীসের পণ্ডিত সক্রেটিস বহুকাল পূর্বে বলেছেন, 'জ্ঞানীর অভিমতই ন্যায্য ও মঙ্গলকর, মূর্খের অভিমত অন্যায্য ও অমঙ্গলকর। আমাদের বিষয় হচ্ছে ন্যায্য-অন্যায্য, সৎ-অসৎ, সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিষয়। এসব ক্ষেত্রে আমরা কি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই ভয় করব, মান্য করবো? নাকি যে ব্যক্তির কাছে এ সম্পর্কে জ্ঞান আছে তার মতকেই স্বীকার করব? এই জ্ঞানীর অভিমতকে প্রয়োজনে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধেও আমাদের সম্মান করা এবং ভয় করা উচিত নয় কি? তা না করে যদি আমরা সেই জ্ঞানকেই পরিত্যাগ করি, তা দ্বারা কি আমাদের সেই নীতিকেই আঘাত করে ধ্বংস করি না, যে নীতি ন্যায়ের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং উন্নীত হয়ে উঠে এবং অন্যায়ের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়? ..আমাদের কাছে মূল্যবান হচ্ছে ন্যায় এবং

---

381. Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.

অন্যায়কে যিনি জানেন তিনি কী বলেন। আমাদের কাছে মূল্যবান হচ্ছে সত্য কী বলে। ব্যক্তির পক্ষে কী করা সঙ্গত? যাকে সে সত্য বলে জানে সে কি সেই সত্যকে রক্ষা করবে, সেই সত্যকে পালন করবে, না সে সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে'? তিনি আরো বলেন 'সংখ্যাধিক্যের শাসন প্রকারান্তরে মূর্খেরই শাসন'।[৩৮২]

মোটকথা গণতন্ত্রের মত মেরুদণ্ডহীন কোন তন্ত্র আজও সমাজে চালু হয়নি। কারণ এই তন্ত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আর জুতা সেলাই করা মূর্খ মুচির মর্যাদা সমান করে দিয়েছে। এর প্রতি খুশি হয়ে কেউ 'ইসলামে গণতন্ত্র', কেউ 'ইসলামী গণতন্ত্র', 'ওমর (রাঃ) ছিলেন গণতন্ত্রের মূর্তপ্রতীক' ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করছেন। এদের মূর্খতার গুণ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এরা পাশ্চাত্যের ভয়ংকর মেডিসিন খেয়ে মাতাল হয়ে গেছে। আগুন আর পানি, সত্য আর মিথ্যা, ভাল আর মন্দ তারা একই রকম দেখছে।

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী মনীষীদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র :

(১) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইসলাম ও গণতন্ত্র দু'টো বিপরীতমূখী ব্যবস্থা, যা কখনো এক হওয়ার নয়। একটি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও আল্লাহ নির্দেশিত জীবন পরিচালনার উপর ভিত্তিশীল, অপরটি ত্বাগুতের প্রতি ঈমান ও তদানুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর ভিত্তিশীল। ... যদি কেউ বলে যে, শাসক নির্বাচনের জন্য শরী'আতে নির্ধারিত কোন পন্থা নেই, অতএব নির্বাচনে অংশগ্রহণ দোষণীয় নয়, তবে তার উত্তরে বলা যায় যে, শরী'আতে এর সুনির্দিষ্ট বিধান নেই- এ কথা সঠিক নয়। ছাহাবীরা নেতৃত্ব নির্বাচনের যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন প্রতিটিই শারঈ পদ্ধতি।[৩৮৩]

(২) মুহাম্মাদ কুতুব বলেন, 'লিবারেল গণতন্ত্রে কি মানুষের জীবন পরিচালনায় এক আল্লাহকে মা'বুদ হিসাবে স্বীকার করা হয়, নাকি বহু

---

৩৮২. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা ৪৪/৩ পৃঃ ২৩৬।

৩৮৩. মাজাল্লাতুল আছালাহ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৪ ।-فالديمقراطية والإسلام لا نقيضان، يجتمعان
الله شرع خالف ما وكل به والحكم بالطاغوت الإيمان وإما الله، أنزل بما والحكم بالله الإيمان إما
فلا ثم فمن الحاكم اختيار في معينة طريقة الشرع في يثبت لم إنه يقل ومن.... طاغوت فهو
من الصحابة فعله فما الشرع، في ذلك يثبت لم أنه صحيحا ليس له يقال الانتخابات من مانع
المنع في فيكفي السياسية الأحزاب طريقة وأما شرعية، طرق فكلها للحاكم الاختيار كيفيات
الفقهاء يقول من أحد وليس المسلم غير تولية إلى وتؤدي ضوابط لها يوضع لا أنه منها
٢٩ :ص٢٧ الديمقراطية في الإسلام حكم وعنه ٢٤ :ص ٢ العدد الأصالة، مجلة (بذلك-

ইলাহের আনুগত্য করা হয়? প্রত্যেকেই বলতে বাধ্য হবেন সেখানে একক প্রভু হিসাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা হয় না। ...আল্লাহ্‌র দাঁড়িপাল্লায় বিধান হল দু'টি। একটি হল আল্লাহ্‌র বিধান আপরটি জাহিলিয়াতের বিধান *(সূরা মায়েদা-৫০)*। গণতন্ত্র আল্লাহ্‌র বিধান নয়। সুতরাং তা আল্লাহ্‌র মাপকাঠিতে জাহেলিয়াতের বিধান। আমরা অনেক মানুষকে জানি যারা গণতন্ত্রকে জাহেলী বিধান ভাবতে বিস্ময়বোধ করেন, জোর গলায় তার প্রতিবাদও করেন, শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাই নন বরং অনেক ইসলামপন্থীরাও এমনটি করেন'।[৩৮৪]

(৩) আল্লামা শানক্বীতী গণতন্ত্র সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা অনুসরণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নীতিবিরুদ্ধ মানবরচিত বিধিবিধানকে, যা শয়তান তার অনুসারীদের মাধ্যমে প্রবর্তন করেছে, তারা নিঃসন্দেহে কাফির ও মুশরিক'।[৩৮৫]

(৪) ড. ইকবাল বলেন,

گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو

کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید

'পালাও গণতন্ত্র থেকে, অনুগত হও জনৈক অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের।

আসে না একজন মানুষের চিন্তা দু'শ গাধার মস্তিষ্ক থেকে'।[৩৮৬]

সুধী পাঠক! উপরে আলোচিত জাহেলী মতবাদগুলোর নিজস্ব কোন স্থায়িত্ব নেই। মতবাদ রূপে পরিচিত হওয়ার দেড় থেকে দুইশ' বছরের মাথায় সেগুলোর মুখ থুবড়ে পড়েছে। স্বৈরশাসন, সাম্রাজ্যবাদী কৌশল, বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের পাহারায় সেগুলো কেবল মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। এই দর্শনগুলোর পৃষ্ঠপোষক বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন, জার্মানি, ভারত কোথাও এর কার্যকারিতা নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম দীর্ঘকাল ব্যাপী পৃথিবী পরিচালনা করেছে সুনামের সাথে। অতএব একমাত্র ইসলামই অনুসরণযোগ্য, অন্য কোন মানবরচিত মতবাদ নয়।

---

৩৮৪. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম, পৃঃ ৬৪-৬৫। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ স্মারকগ্রন্থ বালাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

৩৮৫. আযওয়াউল বায়ান, ৭/১০৫-১০৭, ৪/৬৬।

৩৮৬. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকবাল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬), পৃঃ ৬৭-৬৮।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বীনের কায়েমের পথ ও পদ্ধতি

ইক্বামতে দ্বীন শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু এর সঠিক বুঝ নিয়ে ইসলামপন্থী দল ও আলেমদের মাঝে দ্বন্দ্ব রয়েছে। নিম্নে এর সঠিক রূপ নিয়ে আলোচনা করা হল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِىْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِىْ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِىْ إِلَيْهِ مَن يُنِيْبُ.

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সে পথই বিধিবদ্ধ করেছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি; এছাড়া আমরা যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, আপনারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন না। আপনি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করেন তা তাদের নিকট দুঃসাধ্য মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি দ্বীনের পথে পরিচালিত করেন' *(শূরা ১৩)*।

উপরিউক্ত আয়াতের মূল বিষয়বস্তু হল 'দ্বীন কায়েম'। যা পৃথিবীর সকল নবী-রাসূলগণের উপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই দ্বীন কায়েমের বিষয়টি যেমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এই নির্দেশও অতি প্রাচীন।

ইক্বামতে দ্বীনের অর্থ ও তাৎপর্য :

এ সম্পর্কে নতুন আঙ্গিকে অভিনব ব্যাখ্যা পেশ করার প্রয়োজন নেই। কারণ পৃথিবীর সকল নবী-রাসূল একাজ করে গেছেন। আয়াতে বিশেষ বিশেষ নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা হলেও এই প্রত্যাদেশ প্রত্যেকের প্রতিই দেয়া হয়েছিল। সবশেষে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতিও একই নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনিও সেই নির্দেশ পূর্ণাঙ্গভাবেই বাস্তবায়ন করে গেছেন। এরপর ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির ও মহামতি ইমামগণের যুগও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আর নবী-রাসূলগণের যুগ থেকে আজকের যুগের

সকল হক্বপন্থী মুহাদ্দিছ, মুফাসসির ওলামায়ে কেরামের নিকট 'দ্বীন কায়েম' অর্থ হল 'তাওহীদ' প্রতিষ্ঠা করা। أَنْ أَقِيْمُوْ الدِّيْنَ আয়াতে বর্ণিত 'দ্বীন' অর্থ যে 'তাওহীদ' সে সম্পর্কে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা হলঃ

(ক) ইবনু আব্বাস (রাঃ) (মৃঃ ৬৮হিঃ) বলেন, أَنِ اتَّفِقُوْا فِى الدِّيْنِ 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাক'।[৩৮৭]

(খ) প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী (মৃতঃ ৪০৬ হিঃ) বলেন,

هُوَ تَوْحِيْدُ اللهِ وَطَاعَتُهُ وَالْإِيْمَانُ بِرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَبِيَوْمِ الْجَزَاءِ وَبِسَائِرِ مَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِإِقَامَةِ مُسْلِمًا.

'দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর' অর্থ হলঃ আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য এবং রাসূলগণের উপরে, কিতাব সমূহের উপরে, ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং একজন মানুষকে মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কারার জন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন সবকিছুর উপরে ঈমান আনয়ন কর'। অতঃপর তিনি সকল নবী-রাসূলের দ্বীন সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন,

يَعْنِىْ فِى الْأُصُوْلِ الَّتِىْ لاَ تَخْتَلِفُ فِيْهَا الشَّرِيْعَةُ وَهِىَ التَّوْحِيْدُ وَالصَّلاَةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالزَّلَفُ إِلَيْهِ بِمَا يَرِدُ الْقَلْبُ وَالْجَارِحَةُ إِلَيْهِ وَالصِّدْقُ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَصِلَةُ الرَّحْمِ وَتَحْرِيْمُ الْكُفْرِ وَالْقَتْلِ وَالزِّنَى وَالْأَذِيَّةِ لِلْخَلْقِ كَيْفَمَا تَصَرَّفَتْ وَالْاعْتِدَاءِ عَلَى الْحَيَوَانِ كَيْفَمَا دَارَ وَاقْتِحَامِ الدَنَاءَاتِ وَمَا يَعُوْدُ بِخَرْمِ الْمَرْوآتِ فَهَذَا كُلُّهُ مَشْرُوْعٌ دِيْنًا وَاحِدًا وَمِلَّةً مُتَّحِدَةً لَمْ تَخْتَلِفْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَعْدَادُهُمْ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

'অর্থাৎ দ্বীনের মূলনীতি সমূহ, শরী'আত যাতে পৃথক করেনি। আর তা তাওহীদ, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ, সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা, অন্তরে যা উদিত হয় তার দ্বারা নৈকট্য হাছিল করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাঁর দিকে রুজু করা। সত্যবাদিতা, অঙ্গীকার পূরণ করা, আমানত ফেরত দেয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা। এছাড়া কুফুরী,

৩৮৭. তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃঃ ৪৮৪।

হত্যা, যেনা এবং সৃষ্টিকে যেকোনভাবে কষ্ট দেয়াকে হারাম মনে করা। অনুরূপ যেকোন অবস্থানে প্রাণীর উপর অত্যাচার করা, নিকৃষ্ট কাজে প্রবৃত্ত হওয়া এবং যে সমস্ত কর্ম মনুষ্যত্ব নষ্ট করে সেগুলোকে হারাম মনে করা। এগুলো সবই শরী'আত, একই দ্বীন এবং একই মিল্লাতভুক্ত। নবীগণের মুখে এগুলো পৃথকভাবে বর্ণিত হয়নি; যদিও তাঁদের সংখ্যা অনেক ছিল। আর এটাই আল্লাহর কথা 'আপনারা দ্বীন কায়েম করুন; এর মধ্য বিভেদ সৃষ্টি করবেন না।[৩৮৮]

(গ) হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) বলেন,

الدِّيْنُ الَّذِىْ جَائَتْ بِهِ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ شَرَائِعُهُمْ وَمَنَاهِجُهُمْ.

'ঐ দ্বীন যা নিয়ে সকল রাসূল আগমন করেছিলেন। তা হলঃ এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই। যদিও তাঁদের শরী'আত ও কর্মধারা পৃথক ছিল'।[৩৮৯]

(ঘ) ইমাম মুহাম্মাদ আবু জা'ফর তাবারী (মৃঃ ৩১০হিঃ) বলেন, أَنِ اعْمَلُوْا بِهِ عَلَى مَا شُرِعَ لَكُمْ وَفُرِضَ 'তোমাদের উপর যা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যা ফরয করা হয়েছে তার উপর আমল কর'। তিনি ক্বাতাদার উক্তি পেশ করে বলেন, 'হালাল গ্রহণ এবং হারাম বর্জন' করার মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করুন।[৩৯০]

(ঙ) ইমাম শাওকানী বলেন, تَوْحِيْدُ اللهِ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَطَاعَةُ رُسُلِهِ وَقَبُوْلُ شَرَائِعِهِ 'তা হল আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনা ও আল্লাহর শরী'আত সমূহ কবুল করা'।[৩৯১]

---

৩৮৮. তাফসীরে কুরতুবী ১৬/১০-১১ পৃঃ। আবুল কাসেম মাহমূদ বিন ওমর আয-যামাখশারী আল-খাওয়ারেযমী, আল-কাশশাফ আন হাক্বাইক্বিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আক্বাবিল ফী উজূহিত তা'বীল (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, তাবি), ৪/২১৯ পৃঃ।

৩৮৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪/১১৮ পৃঃ; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি' বই।

৩৯০. তাফসীরে তাবারী ২১/৫১৩ পৃঃ, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

৩৯১. তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৬/৩৭২ পৃঃ।

(চ) আব্দুর রহমান বিন নাছের সা'দী (১৩০৭-১৩৭৬ হিঃ) বলেন,

أَنْ تُقِيْمُوْا جَمِيْعَ شَرَائِعِ الدِّيْنِ أُصُوْلَهُ وَفُرُوْعَهُ تُقِيْمُوْنَهُ بِأَنْفُسِكُمْ وَتَجْتَهِدُوْنَ فِيْ إِقَامَتِهِ عَلَى غَيْرِكُمْ وَتَعَاوَنُوْنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْنَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

'তোমরা মূল ও শাখাসহ দ্বীনের সকল বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা কর। তোমরা তাকে নিজেদের উপর প্রতিষ্ঠা কর এবং অন্যদের উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা কর। নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর। অন্যায় ও গোনাহের কাজে কাউকে সাহায্য কর না'।[৩৯২]

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, 'দ্বীন' অর্থ 'তাওহীদ'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকে আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক যে সমস্ত বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোর সমষ্টিই হল দ্বীন বা ইসলাম। আর একক স্রষ্টা হিসাবে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সেই দ্বীন পালন করাই হল 'তাওহীদ' প্রতিষ্ঠা করা। মূলতঃ দ্বীনের মূল চেতনাই হল তাওহীদ। তাই দ্বীনের সামগ্রিক বিষয়গুলো সেই তাওহীদী চেতনার উপর ভিত্তি করেই বাস্তবায়িত হবে। أَنَّ غَايَةَ الدِّيْنِ وَهَدَفَهُ النِّهَائِيَ هُوَ تَوْحِيْدُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَالتَّوْحِيْدُ هُوَ خُلاَصَةُ الدِّيْنِ. 'দ্বীনে উদ্দেশ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্যই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ আর তাওহীদই হল দ্বীনের সারাংশ'।[৩৯৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত ৫৬)*। ইমাম কুরতুবী, কালবী প্রমুখগণ বলেন, উক্ত আয়াতে لِيَعْبُدُوْنِ -এর অর্থ لِيُوَحِّدُوْنِ অর্থাৎ 'একমাত্র আমারই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি'।[৩৯৪]

নিম্নের হাদীছটি গভীরভাবে উপলব্ধির দাবী রাখে :

---

৩৯২. তাফসীরুস সা'দী, পৃঃ ৮০০।
৩৯৩. আল-উছূলুল ইলমিয়াহ লিদ দা'ওয়াতিস সালাফিয়াহ, পৃঃ ৭০।
৩৯৪. কুরতুবী ১৭/৩৭ পৃঃ; ফাৎহুল ক্বাদীর ৫/৯২ পৃঃ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيْرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوْا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তাদেরকে প্রথম আহ্বান করবে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার একত্বকে মেনে নেয়। যদি তারা তা স্বীকার করে তবে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতকে ফরয করেছেন। তারা যদি ছালাত আদায় করে তবে তাদেরকে জানাবে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যদি এটা মেনে নেয় তাহলে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে। তবে মানুষের সম্পদের মূল্যের ব্যাপারে সাবধান থাকবে ।[৩৯৫]

উক্ত হাদীছে প্রথম শর্ত করা হয়েছে- আল্লাহ তা'আলার একত্ব প্রমাণ করা। এটা মনেপ্রাণে গ্রহণ করার পর দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গ আসবে। কিন্তু তাওহীদকে মেনে নেওয়ার গুরুত্ব যেমন আমাদের মাঝে নেই, তেমনি উক্ত হাদীছের ধারাবাহিকতার অনুভূতিও নেই।

অনুরূপ সূরা ফাতিহায় রয়েছে 'আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি' এর অর্থ একমাত্র আপনারই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ يَعْنِيْ إِيَّاكَ نُوَحِّدُ وَنَخَافُ وَنَرْجُوْ يَا رَبَّنَا لاَ غَيْرُكَ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একমাত্র আপনারই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করি, আপনাকেই ভয় করি এবং রহমত কামনা করি। আপনি ছাড়া অন্য কারো নয়'।[৩৯৬] অতএব ইলাহী বিধানের আলোকে দুনিয়াবী যাবতীয় কর্ম সাধনের মাধ্যমে

---

৩৯৫. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭২, 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।
৩৯৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর।

মহান আল্লাহ্র এককত্ব বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাই হল বান্দার মৌলিক কর্তব্য।

তোমরা দ্বীনকে টুকরো টুকরো কর না। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামকে মেনে চলতে হবে।[৩৯৭] ইমাম শাওকানী বলেন,

لاَ تَخْتَلِفُوْا فِى التَّوْحِيْدِ وَالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَطَاعَةِ رُسُلِه وَقَبُوْلِ شَرَائِعِه فَإِنَّ هَذِه الْأُمُوْرَ قَدْ تَطَابَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ وَتَوَافَقَتْ فِيْهَا الْأَدْيَانُ فَلاَ يَنْبَغِى الْخِلاَفُ فِىْ مِثْلِهَا.

'তোমরা তাওহীদ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর শরী'আতের বিধি-বিধান গ্রহণ করার ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কর না। এ সমস্ত কর্মকে শরী'আত স্তরে স্তরে বিন্যাস করেছে এবং দ্বীনের বিধি-বিধানকে সঙ্গতিপূর্ণ করেছে। সুতরাং এর মধ্যে মতানৈক্য করা উচিত নয়'।[৩৯৮]

তাওহীদের মহত্ত্ব :

'তাওহীদ' (توحيد) অর্থ হল একত্ব। অর্থাৎ বান্দা হিসাবে মানুষ যা কিছু করবে তার সবকিছুর মাধ্যমে আল্লাহ্র এককত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হবে তার মৌলিক কর্তব্য। তাই মানুষের আক্বীদা যেমন তাওহীদের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি আমল সমূহও ঐ তাওহীদের ভিত্তিতেই বাস্তবায়িত হবে। এ জন্যই 'তাওহীদী' চেতনাহীন কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হ'তে পারে না। তাই দ্বীন হল 'তাওহীদ'। তবে আমল কবুল হওয়ার জন্য আক্বীদার বিশুদ্ধতা প্রধান শর্ত। অর্থাৎ দ্বীনের সকল কিছুই ঐ তাওহীদের আলোকেই বাস্তবায়িত হবে। তাওহীদ তিন ভাগে বিভক্ত। (ক) তাওহীদে

---

৩৯৭. আব্দুর রহমান বিন নাছের বিন আব্দুল্লাহ আস-সা'আদী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (মুওয়াসসাতুর রিসালাহ), ১/৭৫৪।- أي: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا، وتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم.

৩৯৮. তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৬/৩৭২ পৃঃ।

রুবুবিয়াহ (খ) তাওহীদে উলূহিইয়া এবং (গ) তাওহীদে আসমা ও ছিফাত। এই তিনের মধ্যে ইসলামের যাবতীয় বিধান লুকিয়ে আছে এবং এককভাবে আল্লাহ্র জন্যই তা করতে হবে। এই সামগ্রিক বিষয় আক্বীদা ও আমলে বিভক্ত। তবে আক্বীদার উপরই আমল সমূহ নির্ভরশীল।[৩৯৯]

আক্বীদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

আক্বীদা মুসলিম জীবনের মূল সম্বল। তাই আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে জীবনের সকল প্রকার কর্মই নিস্ফল ও বাতিল বলে গণ্য হবে *(মায়েদা ৫)*। কিন্তু অধিকাংশের আক্বীদা শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার মিশ্রিত। ফলে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমল করে কোন লাভ হচ্ছে না *(আন'আম ৮২ ও ৮৮)*। আক্বীদাগত তামাম বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ঈমানের রুকন সমূহ, যা প্রত্যেকের উপর ফরয। ঈমানের এই ছয়টি রুকন হল, আক্বীদার মৌলিক ভিত্তি, যদিও আক্বীদা সংক্রান্ত আরো অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এই মৌলিক ছয়টি বিষয়ের প্রতি সর্বাগ্রে ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে। যেমন এর প্রথমটিই হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস, যাঁর উদ্দেশ্যে বান্দা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত সহ জীবনের সবকিছুই পালন করে থাকে। তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এক প্রতিপালক হিসাবে, স্বতন্ত্র নাম ও গুণাবলী সম্পন্ন সত্তা হিসাবে এবং এক ইলাহ হিসাবে।

অনুরূপভাবে ঈমানের অন্যান্য রুকুন সমূহের প্রতিও দৃঢ় ও স্বচ্ছ বিশ্বাস রাখা ফরয। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় রয়েছে সেগুলোর প্রতিও অনুরূপ ধারণা রাখা কর্তব্য। কিন্তু দুঃখজনক হল- সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই মুসলিম সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত। ইসলামপন্থী দলগুলো এটাকে খুঁটিনাটি বিষয় বলে উপহাস করে থাকে। আর এর বাইরের বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অথচ তাওহীদী আক্বীদা ভিতরে না থাকলে যেমন কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না, তেমনি অন্যান্য হাযারো আমল করলেও আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না; বরং বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ এটা তো মুসলিম হওয়ার প্রধান শর্ত। জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, ঈমান কী? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ্র প্রতি, ফেরেশতামণ্ডলী, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা।[৪০০]

---

৩৯৯. বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১।
৪০০. ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২।

উল্লেখ্য যে, কবরেও আক্বীদার প্রশ্ন করা হবে। সেখানে আমল-ইবাদত সম্পর্কে কিংবা রাজনীতি-অর্থনীতির ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা হবে না। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মুসলিম ছহীহ আক্বীদা পোষণ করে না। ইসলামী দলগুলোর আক্বীদাও শুদ্ধ নয়। আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে। আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান। মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরি (নাঊযুবিল্লাহ)। এ ধরণের অসংখ্য ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদা মুসলিম সমাজে চালু আছে। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ 'তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে' *(ইউসুফ ১০৬)*।

আমলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

সৎ আমল বান্দার জীবনে পূর্ণতা নিয়ে আসে। তাই প্রথমেই দৃঢ়তার সাথে জানতে হবে যে, এই আমল বা ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে। আর তা নির্ধারণের মালিকও আল্লাহ, অন্য কেউ নয়। এখানেই তাওহীদী চেতনা নিহিত রয়েছে। অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রণীত কোন আইন বা বিধান চলবে না। দ্বিতীয়তঃ তা বাস্তবায়ন করতে হবে কেবল রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী। সুতরাং কোন ব্যক্তি, ইমাম, আলেম, বুযুর্গ, পীর-মাশায়েখ বা দল কর্তৃক নির্ধারিত এবং জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কোন আমল করা যাবে না। এটাই কালেমায়ে শাহাদাতের তাৎপর্য।

এখানে তাওহীদ ভিত্তিক এই আমলের তাৎপর্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অন্যান্য যাবতীয় আমলের মধ্যে 'ইসলামের' রুকুন সমূহ প্রধান। তাই আমল করার ক্ষেত্রে এই রুকুন সমূহ সর্বাগ্রে প্রধান্য পাবে। যদিও ইসলামের আরো অন্যান্য ফরয ও নফল কার্যাবলী রয়েছে। জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে 'ইসলাম' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা, ছালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা এবং রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৪০১]

---

৪০১. ছহীহ মুসলিম হা/১০২, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২।

আক্বীদা ও আমলের সমন্বয় :

মুসলিম জীবন আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত। আক্বীদা বা বিশ্বাস যার বিশুদ্ধ নয় তার জীবন সম্পূর্ণটাই ব্যর্থ। কারণ বিশুদ্ধ আক্বীদা মুসলিম জীবনের মূল চাবিকাঠি। বিশ্বাসের আলোকেই মানুষ তার সকল কর্ম সাধন করে। 'আল-আক্বীদাহ' শব্দটি উক্বদাতুন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ- গিরা বা বাঁধন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'উক্বদাতুন নিকাহ' বা বিবাহের বাঁধন *(বাক্বারাহ ২৩৫ ও ২৩৭)*। বাঁধনের মধ্যে কী আছে তা না দেখেই শুধু শুনেই চূড়ান্ত বিশ্বাস করার নাম হল আক্বীদা। তাই আল্লাহকে না দেখে, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, ক্বিয়ামত, কবরে আযাব ইত্যাদি না দেখে শুধু কুরআন-সুন্নাহ্‌র বর্ণনা শুনেই বিশ্বাস করার নাম আক্বীদা। এখানে আমলের কোন ভূমিকা নেই। আর এই আক্বীদার উপর নির্ভরশীল যাবতীয় আমল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[৪০২]

নিয়ত শব্দটি 'নাওয়া' (نواة, نــوى) শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে। আর এর অর্থ হল- বিচি বা আঁঠি। অর্থাৎ মনের গহীনে যে আঁঠি লাগানো হবে ঠিক তারই গাছ হবে এবং ফলও সেই গাছেরই হবে। আক্বীদা বা নিয়ত যার যেমন হবে আমল তেমনই হবে। তার বিপরীত হবে না। কারণ কাঁঠালের বিচি লাগালে আম হয় না আর কেউ আমের আশাও করে না। অনুরূপ আমের আঁঠি লাগালে কাঁঠাল হয় না। সুতরাং কলবের কল্পনার ভিত্তি আক্বীদাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। রাসূল (ছাঃ) এক হাদীছে বলেন, 'সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মাঝে একটি টুকরা আছে। যদি সেই টুকরাটি সুস্থ থাকে তাহলে পুরো শরীরটাই সুস্থ থাকে। আর যদি ঐ টুকরাটি অসুস্থ থাকে তাহলে পুরো শরীরটাই অসুস্থ থাকে। সাবধান! সেটাই হল কলব।[৪০৩] সুতরাং এই আসল জিনিষটি সঠিকভাবে পরিচালিত হলে শরীরের হাত পা, চোখ-কান, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা, চলা-ফেরা সবই সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আর মূল জিনিষটি ভাল না হলে সেগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হবে না।

মুসলিম ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল নিজের আক্বীদাকে পরিশুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফুরী করবে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫)*।

---

৪০২. ছহীহ বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১।
৪০৩. ছহীহ বুখারী হা/৫২; মিশকাত হা/২৭৬২।

আক্বীদা ও আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত :

আল্লাহ্র নিকট ইবাদত কবুল হওয়ার বাহ্যিক শর্ত হালাল রূযী ও শরীর, স্থান, পোশাক পবিত্রতা হওয়া। এরপরও আভ্যন্তরীণ প্রধান দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে।[৪০৪] দ্বিতীয়তঃ একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি মোতাবেক হ'তে হবে।[৪০৫] উক্ত শর্ত দু'টির কোন একটি ছাড়া পড়লে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না। প্রথম শর্তে চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হলে ঐ ইবাদত শিরকে পরিণত হবে। অনুরূপ দ্বিতীয় শর্তে ব্যতিক্রম হলে বিদ'আতে পরিণত হবে। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় শর্ত বা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণে ইবাদত করার সময় কয়েকটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্যণীয়- (এক) ঐ ইবাদত রাসূল (ছাঃ) কোন স্থানে করেছেন (দুই) কোন সময়ে করেছেন (তিন) কোন পদ্ধতিতে করেছেন (চার) কী পরিমাণ করেছেন (পাঁচ) কোন্ কারণে করেছেন। এগুলোর প্রত্যেকটিই থাকতে হবে অন্যথা তাঁর অনুসরণ হবে না।

শুধু ক্ষমতা অর্জনের লড়াই কেন?

তাওহীদের মূল কাঠামো ছেড়ে মুমিন ব্যক্তি কি শুধু একটি শাখা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে? রাজনৈতিক সংগ্রামই কি তার মূল টার্গেট হবে? এই বিশ্বাস কতটুকু শরী'আত সম্মত? নবী-রাসূলগণ কি এদিকেই দাওয়াত দিয়েছেন? কখনোই না। শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন,

دِيْنُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ دِيْنٌ شَامِلٌ يَشْمَلُ مَصَالِحَ الْعِبَادِ فِى الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَيَشْمَلُ كُلَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِىْ أَمْرِ دِيْنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.

'আল্লাহ তা'আলার দ্বীন অতি ব্যাপক, যা বান্দার ইহলৌকিক ও পরলৌকিক যাবতীয় কল্যাণে পরিব্যপ্ত। এমনকি মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সকল কিছুর মধ্যেই তা বিস্তৃত'।[৪০৬] অন্যত্র তিনি পাঠককে লক্ষ্য করে বলেন,

---

৪০৪. কাহ্ফ ১১০, বাইয়েনাহ ৫; নাসঈ, সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/৮।
৪০৫. বুখারী, মুসলিম হা/৪৪৬৮, 'মীমাংসা' অধ্যায় ২/৭৭।
৪০৬. ঐ, আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ ওয়া আখলাকুদ দু'আ (সঊদী আরব: ইদারাতুল বুহুছিল ইলমিয়াহ, ১৯৮২/১৪০২), পৃঃ ২৭।

وَعَلَيْكَ أَنْ تَأْخُذَ الْإِسْلَامَ كُلَّهُ وَلَاتَأْخُذُ جَانِبًا دُوْنَ جَانِب لَاتَأْخُذ الْعَقِيْدَةَ وَتَدَعُ الْأَحْكَامَ وَالْأَعْمَالَ وَلَاتَأْخُذ الْأَعْمَالَ وَالْأَحْكَامَ وَتَدَعُ الْعَقِيْدَةَ بَلْ خُذ الْإِسْلَامَ كُلَّهُ خُذْهُ عَقِيْدَةً وَعَمَلًا وَعِبَادَةً وَجِهَاداً وَاجْتِمَاعًا وَسِيَاسَةً وَاقْتِصَادًا وَغَيْرَ ذَلِكَ خُذْهُ مِنْ كُلِّ الْوُجُوْه.

'তোমার উপর আশ্যকীয় কর্তব্য হল, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে আঁকড়ে ধরা। সুতরাং তুমি এক দিক বাদ দিয়ে আরেক দিক ধরো না; আহকাম ও আমল সমূহকে ছেড়ে দিয়ে শুধু আক্বীদাকেই আঁকড়ে ধরো না। অনুরূপ আক্বীদাকে প্রত্যাখ্যান করে কেবল আমল ও আহকামকেই গ্রহণ কর না; বরং ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরো। তুমি ইসলামকে গ্রহণ কর আক্বীদা, আমল, ইবাদত ও জিহাদের দিক থেকে; সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আঁকড়ে ধরা সহ প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে ইসলামকে আঁকড়ে ধর'।[৪০৭] আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক বলেন,

وَبِهَذَا الْعَرْضِ السَّرِيْعِ الْكَامِلِ لِعَقَائِد الْإِسْلَامِ وَعِبَادَاتِه وَمُعَامَلتِه وَأَخْلَاقِه يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ الْهَدَفَ وَالْغَايَةَ مِنْ وَّرَاءِ ذَلِكَ كُلِّه هُوَ تَوْحِيْدُ اللهِ وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ... وَهُوَ رَبَطَ جَمِيْعَ فُرُوْعِ الدِّيْنِ صَغِيْرَهَا وَكَبِيْرَهَا بِهَا.

'ইসলামের আক্বীদা, ইবাদত, পার্থিব কার্যাবলী ও তার চারিত্রিক দিকগুলোর পূর্ণ গতিশীলতা সম্পর্কে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, এগুলোর প্রত্যেকটির পিছনে রয়েছে আল্লাহ্‌র তাওহীদ তথা এককত্ব। .... আর সেই তাওহীদ দ্বীনের ছোট-বড় সকল প্রকার শাখাকে বেঁধে রেখেছে'।[৪০৮]

সুতরাং দ্বীন কায়েম বলতে কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা, তাকেই বড় ইবাদত মনে করা এবং দ্বীনের অন্যান্য সমস্ত শাখাকে ছোটখাট গণ্য করা নিঃসন্দেহে গর্হিত অন্যায়। কারণ 'দ্বীন' হল মূল আর নেতৃত্ব বা শাসন ক্ষমতা দ্বীনের

৪০৭. অতঃপর তিনি এর প্রমাণ স্বরূপ সূরা বাক্বারাহ ২০৮ নং আয়াত পেশ করেন- ঐ, পৃঃ ৩১-৩২।

৪০৮. ঐ, আল-উছূলুল ইলমিয়াহ লিদ দা'ওয়াতিস সালাফিয়াহ (কুয়েত : আদ-দারুস সালাফিয়াহ, ১৪০২ হিঃ), পৃঃ ৬৫।

অন্যান্য শাখার ন্যায় একটি শাখা মাত্র (تَصْحِيْحُ الْحُكْمِ وَالسِّيَاسَةِ وَهَذِهِ جُزْئِيَّةٌ مِّنْ جُزْئِيَاتِ الدِّيْنِ) । এটি সামগ্রিকভাবে দ্বীনকে বিজয়ী করার সহায়ক শক্তি, যা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব সকলের। তাই বলে অন্যান্য শাখা সমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা প্রত্যাখ্যান করে নয়; বরং সেগুলো সর্বাগ্রে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আল্লাহ চাহে তো পূর্ণাঙ্গ বিজয় দান করবেন'।[৪০৯]

দ্বীন কায়েমের ধারা :

প্রথমতঃ প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীন কায়েম করবে। ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পরিচালনা করার জন্য যাবতীয় আইন ও মূলনীতি তার মধ্যে রয়েছে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করা ঈমান হরণের শামিল। তাই আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ব্যক্তিনীতি, পারিবারিক নীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই সেই বিধানের আলোকে পরিচালনা করবে। সে যখন যে স্তরে অবস্থান করবে তখন সেখানেই দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করবে *(বাক্বারাহ ৮৫-৮৬, ২০৮)*। কখনো বাতিল, অন্যায় এবং শরী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ কোন কর্মপন্থাকে প্রশ্রয় দিবে না। আর এ সকল কিছুর মূল লক্ষ্য থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। ১২ নববী বর্ষে মদীনা থেকে আসা ৭ জন যুবকের কাছে রাসূল (ছাঃ) যে শপথ নিয়েছিলেন, তা ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে দ্বীন কায়েম। যেমন-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِيْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِيْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

---

৪০৯. সূরা নূর ৫৫; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫৯; আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫।

উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-এর পার্শ্বে তাঁর ছাহাবীদের একটি জামা'আত উপস্থিত ছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, মিথ্যা অপবাদ দিবে না যা তোমরা পরস্পরে তোমাদের হাত ও পায়ের মাধ্যমে দিয়ে থাক এবং তোমরা সৎ কাজের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা করবে না। তোমাদের মধ্যে যে এইগুলো পূরণ করবে তার প্রতিদান আল্লাহর নিকটে আর যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে কোনটা করবে তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হবে। তখন এটা তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে এগুলো করবে আল্লাহ তাকে গোপন রাখবেন। আর এটা আল্লাহ্র ইচ্ছধীন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন অথবা তাকে তিনি শাস্তি দান করবেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর কাছে এর উপর বায়'আত করলাম।[৪১০]

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্যদের মাঝে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন ক্বায়েমের প্রচেষ্টা চালানো। অবশ্য এর মূল দায়িত্ব তারাই পালন করবেন যারা দ্বীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও স্বচ্ছ ধারণা রাখেন। বাকীরা তাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবে। যেমন এই দ্বীন কায়েমের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল নবী-রাসূলগণের উপর। তাঁরা দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁদের সহচরবৃন্দ তাঁদেরকে সহযোগিতা করেছেন। বলা বাহুল্য, নিজ জীবনে স্বেচ্ছায় দ্বীন কায়েম করা সহজ হলেও অন্যের উপর দ্বীন কায়েম করা আসলেই কষ্টসাধ্য। তবুও দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ ও পদ্ধতির উপর অটল থেকেই কার্য পরিচালনা করতে হবে। এর সূচনা হবে ব্যক্তি জীবনে আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে। অতঃপর সামাজিক জীবনে দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালানো।[৪১১] আল্লাহ চাইলে এর মাধ্যমে জনগণের মাঝে তাওহীদী আক্বীদার জাগরণ সৃষ্টি হবে এবং সমাজে যখন দ্বীনের বিপ্লব ঘটবে তখনই আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসবে এবং তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে রাষ্ট্রীয় বিজয় দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

---

৪১০. ছহীহ বুখারী হা/১৮, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১; ছহীহ মুসলিম হা/৪৫৫৮, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০; মিশকাত হা/১৮।

৪১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.. فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ تُبَايِعُوْنِىْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ تَقُوْلُوْا فِى اللهِ لاَ تَأْخُذُكُمْ فِيْهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُوْنِى إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ فَتَمْنَعُوْنِى مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার নিকট কিসের উপর বায়'আত করব? তিনি বললেন, (১) তোমরা আমার নিকট বায়'আত করো সন্তুষ্টি ও অলসতায় কথা শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করবে, (২) সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে, (৩) সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে, (৪) আল্লাহ্র পক্ষে কথা বলবে তাতে তোমাদেরকে যেন নিন্দুকের নিন্দা পাকড়াও না করে এবং (৫) আমি যখন ইয়াছরিব (মদীনায়) আগমন করব তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। অতঃপর তোমরা আমাকে অনুরূপ নিরাপত্তা দিবে যেমন নিরাপত্তা দাও তোমাদেরকে, তোমাদের স্ত্রীদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে। তাহলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।[৪১২] ছহীহ মুসলিমে এসেছে,

بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, সচ্ছল-অসচ্ছল ও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় আপনার কথা শুনব ও মেনে চলব, আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দিলেও, আমরা নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করব না এবং আমরা যেখানেই থাকি হক্ব কথা বলব। আল্লাহ্র জন্য নিন্দুকে নিন্দাকে পরোয়া করব না।[৪১৩]

---

৪১২. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০১২; মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৬৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭।

৪১৩. ছহীহ মুসলিম হা/৪৮৭৪; মিশকাত হা/৩৬৬৬।

উক্ত বায়'আত অনুষ্ঠানটি সংঘটিত হয়েছিল ১৩ নববী বর্ষে মক্কার পাহাড়ের পাদদেশে। মুহাম্মাদ (ছাঃ) আক্বাবায়ে কুবরার গভীর রাতে সুড়ঙ্গ পথে ৭৫ জন নবাগতের সামনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ছাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়েছিল। তিনি উক্ত শর্তগুলো পেশ করলে তাদের কনিষ্ঠ সাথী আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, فَمَا لَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ نَحْنُ وَفَّيْنَا بِذَلِكَ 'আমরা যদি এই অঙ্গীকার পূরণ করি, তাহলে এর বিনিময়ে আমরা কী পাব? রাসূল (ছাঃ) সেদিন একটিই শব্দ বলেছিলেন, اَلْجَنَّةُ 'জান্নাত' পাবে। তাঁরা সাথে সাথে বলে উঠেছিলেন, فَوَاللّٰهِ اُبْسُطْ يَدَكَ ... لَا نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ وَلَا نَسْتَقِيْلُهَا 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার হাত প্রসারিত করুন! ... আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এই বায়'আত কখনো ভঙ্গ করব না এবং ভঙ্গ করার আবেদনও করব না'।[৪১৪] সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদের বার্তা ঘোষিত হয়েছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে' *(তওবা ১১১)*।

উক্ত ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তা'আলা ছাহাবীদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। তাই ইক্বামতে দ্বীনের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের মূলনীতির অনুসরণ করা আবশ্যক। কুয়েতের প্রখ্যাত মনীষী আব্দুর রহমান বলেন,

وَيَجِبُ أَنْ يَّكُوْنَ ذَلِكَ عَلَى نَهْجِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفْقِ سُنَّتِه فَيُحَقِّقُ التَّوْحِيْدَ فِيْ أَفْرَادِ الدَّعْوَةِ أَوَّلاً ثُمَّ يَدْعُوْنَ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ .... تُحَقِّقُ لِلْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَّقُوْمُوْا بِالدِّيْنِ كُلِّه فِيْ جَمِيْعِ شُئُوْنِهِمِ السِّيَاسِيَّة وَالْاقْتِصَادِيَّة وَالْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْخَلِيْقَة وَكُلُّ هَذَا فِيْ إِطَارِ التَّوْحِيْدِ الَّذِىْ هُوَ غَايَةُ الْعَمَلِ الْإِسْلَامِيِّ.

৪১৪. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৪৬ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১১৭, সনদ হাসান; মুসলিম হা/৪৮৭৫; মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৬৯৪; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭০১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৩।

'ইক্বামতে দ্বীনের দাওয়াত হতে হবে রাসূল (ছাঃ)-এর মূলনীতি অনুযায়ী এবং তাঁর সুন্নাতের অনুকূলে। দাঈ সর্বাগ্রে দাওয়াতের শাখা-প্রশাখায় তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবেন। অতঃপর সৎ আমলের দিকে আহ্বান জানাবেন।.. মুসলিমদের জন্য তাওহীদী কর্তব্য হল, তারা দ্বীনের যাবতীয় বিধান সকল কর্মসূচীতে বাস্তবায়ন করবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি সর্বক্ষেত্রে। এগুলো সবই তাওহীদের পরিধির অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামী আমলের উদ্দেশ্য'।[৪১৫]

এভাবে আল্লাহ চাইলে পূর্ণাঙ্গ বিজয় বা খেলাফত দান করবেন। কারণ যেহেতু সফলতার চাবিকাঠি একমাত্র মহান আল্লাহ্র হাতে তাই তাড়াহুড়া করে কোনই লাভ নেই *(ক্বাছাছ ৫৬)*। কখনো হয়ত কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে আক্বীদা ও আমলের সংস্কারের ক্ষেত্রেই কোন সফলতা আসেব না। অনুরূপভাবে সমাজ জীবনে সফলতা আসলেও রাষ্ট্রীয় জীবনে নাও আসতে পারে। মূলতঃ দাঈর মৌলিক দায়িত্ব হল দ্বীন ক্বায়েমের সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, আর সফলতা বা বিজয় দানের কর্তৃত্ব আল্লাহ্র *(নূর ৫৫; ছফ ১৩)*।

নবী-রাসূলগণের দ্বীন কায়েমের বাস্তব পদ্ধতি :

সকল নবী-রাসূলের দ্বীন কায়েমের পথ ও পদ্ধতি ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁরা প্রত্যেকেই সর্বপ্রথম তাওহীদের প্রতি আহ্বানের মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেছেন। সত্যকে মিথ্যা থেকে এবং তাওহীদকে শিরক ও ত্বাগূত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারা মানুষকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি ডাক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ 'আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং ত্বাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দানের জন্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি রাসূল প্রেরণ করেছি' *(নাহল ৩৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَمَاأَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاإِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

'আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলকেই প্রেরণ করেছি তাঁর প্রতি আমরা এই প্রত্যাদেশ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*।

---

৪১৫. আল-উছূলুল ইলমিয়াহ লিদ দা'ওয়াতিস সালাফিয়াহ, পৃঃ ৭০।

নবী-রাসূলগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্যক্তি পর্যায়ে আক্বীদা সংশোধনের কাজ করেছেন এবং অল্পসংখ্যক মানুষই তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাঁরা নিজেদের জন্মভূমিতে থাকতে না পেরে অন্যত্র হিজরত করেছেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েম করা তো অনেক দূরের কথা। কোন নবী ব্যক্তি সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও অবশেষে নিজ অনুসারীদের নিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। মূলকথা হল, আক্বীদা ও আমল সংস্কারের মৌলিক পথের অনুসরণ করেই তাঁরা দ্বীন কায়েমের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাতে কোন কোন নবী তাঁর সারাটা জীবন দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালালেও একজন ব্যক্তিও তার ডাকে সাড়া দেয়নি। কারো ডাকে মাত্র একজন সাড়া দিয়েছে, কারো ডাকে দু'জন, কোন কোন নবীর ডাকে কিছু সংখ্যক লোক।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ...

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন অতঃপর বললেন, 'বিভিন্ন উম্মতকে আমার সামনে পেশ করা হল। দেখা গেল, একজন নবী অতিক্রম করছেন তাঁর সাথে রয়েছেন মাত্র একজন লোক। আরেক নবীর সাথে রয়েছে দু'জন, আরেক জনের সাথে রয়েছেন অনধিক দশ জনের একটি দল। আর কোন নবীর সাথে একজনও নেই'।[৪১৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ شَفِيْعٍ فِى الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমিই প্রথম জান্নাতের জন্য সুফারিশকারী। ...নবীগণের মধ্যে কেউ এমনও আছেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্য হতে মাত্র একজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই তাকে বিশ্বাস করেনি'।[৪১৭]

৪১৬. ছহীহ বুখারী হা/৫৭৫২ 'ত্বিব্ব' অধ্যায় এবং হা/৬৫৪১; ছহীহ মুসলিম হা/৫৪৯, 'ঈমান' অধ্যায়, 'বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া' অনুচ্ছেদ-৯৬; মিশকাত হা/৫২৯ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।

৪১৭. ছহীহ মুসলিম হা/৫০৬, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৭; মিশকাত হা/৫৭৪৪ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হল, দ্বীন কায়েম সংক্রান্ত আয়াতে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শুধু আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত বাকী কেউই দ্বীনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ' বছর রাতে-দিনে, গোপনে-প্রকাশ্যে সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালিয়ে অনধিক একশ' মানুষকেও সঠিক পথে আনতে পারেননি। বরং অনকেবার তাঁকে মার খেতে হয়েছে, প্রহারের তীব্রতায় মৃতের ন্যায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ)-এর দীর্ঘ সময়ে সীমাহীন বিপদ-মুছীবত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে বিরামহীন পরিশ্রম করেও নিজ দেশে ঠাঁই পাননি। বিভিন্ন দেশে হিজরত করেছেন বারবার; কোথায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা? অনুরূপ মূসা (আঃ)-এর অবস্থাও প্রায় একই। ঈসা (আঃ)-এর বিষয়ে তো সবারই জানা। যিনি অনধিক দশজন সাথী তৈরী করতে সক্ষম হলেও অবশেষে দুনিয়াতে ঠাঁই পাননি। আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও পথ-পরিক্রমার পর আল্লাহ্র সহায় দ্বীনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে রূপ দিলেও হিমাদ্রিসম বিপদ-মুছীবতের মধ্যে তাকে মক্কায় দীর্ঘ তেরটি বছর আক্বীদা সংস্কারের কাজ করতে হয়েছে। অনুরূপ মদীনাতেও ছাহাবীদের মাধ্যমে দীর্ঘদিন আক্বীদা সংশোধনের পরই আল্লাহ তাঁকে পূর্ণাঙ্গ সফলতা দান করেছেন।

আক্বীদার পরিবর্তন না ক্ষমতার লড়াই?

দাওয়াতী কাজের সূচনালগ্নেই মক্কার কাফের-মুশরিক নেতৃবৃন্দ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। একদা মক্কার কাফের-মুশরিক নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আবুল ওয়ালীদকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পাঠায়। সে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছিল,

يَاابْنَ أَخِيْ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِيْدُ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَالًا جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّى تَكُوْنَ أَكْثَرَنَا مَالًا وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّى لَانَقْطَعَ أَمْرًا دُوْنَكَ وَإِنْ كُنْتُ تُرِيْدُ بِهِ مَلِكًا مَلَّكْنَا عَلَيْنَا.

'হে ভাতিজা! তুমি যে বিষয় নিয়ে এসেছ তার দ্বারা তুমি যদি সম্পদের অধিকারী হতে চাও, তাহলে আমরা সবাই তোমার জন্য সম্পদ একত্রিত করব। ফলে আমাদের মধ্যে তুমিই অধিক সম্পদশালী হয়ে যাবে। তুমি যদি

এর দ্বারা অধিক সম্মানিত হতে চাও, তবে আমরা তোমার উপর আমাদের নেতৃত্ব অর্পণ করব। অতঃপর আমরা তোমার থেকে আর নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেব না। এছাড়া তুমি যদি এর দ্বারা রাষ্ট্রনায়কও হতে চাও তবুও তোমাকে আমরা আমাদের উপর রাষ্ট্রনায়ক নিযুক্ত করব'।[৪১৮] উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন,

مَابِىْ مَا تَقُوْلُوْنَ مَاجِئْتُ بِمَا جِئْتُكُمْ بِه أَطْلُبُ أَمْوَالَكُمْ وَلَا الشَّرْفَ فِيْكُمْ وَلَا الْمَلِكَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ بَعَثَنِىْ إِلَيْكُمْ رَسُوْلًا وَأَنْزَلَ عَلَىَّ كِتَابًا وَأَمَرَنِىْ أَنْ أَكُوْنَ لَكُمْ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَإِنْ تَقْبَلُوْهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوْهُ عَلَىَّ أَصْبِرْ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ.

'তোমরা যা কিছু বলছ সেগুলোর সাথে আমার কোনই সংশ্লিষ্টতা নেই। আমি তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছি তার দ্বারা আমি তোমাদের সম্পদ চাই না। নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে আমি তোমাদের মধ্যে সম্মানিতও হতে চাই না এবং তোমাদের উপর রাষ্ট্রনায়কও হতে চাই না। বরং আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং আমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদের সুসংবাদ দাতা এবং ভয়প্রদর্শনকারী হই। তাই আমি কেবল তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তা সমূহ পৌঁছে দিয়ে থাকি মাত্র। তাই তোমরা যদি তা গ্রহণ কর তবে তোমাদের জন্য ইহকাল-পরকাল উভয় স্থানে প্রতিদান রয়েছে। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করে আমার উপর ফিরিয়ে দাও তাহলে আমি আল্লাহ্র নির্দেশের (ক্বিয়ামত) জন্য ধৈর্যধারণ করব। অপঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবেন'।[৪১৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি সূরা ফুছ্ছিলাত বা হা-মীম সাজদার প্রথম আয়াত থেকে ৩৮ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শুনান।[৪২০] উল্লেখ্য যে, ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমি আপনাদের সাথে আপোস করব না মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তার সনদ দুর্বল।[৪২১]

---

৪১৮. ফিক্বহুস সীরাহ, পৃঃ ১০৬, সনদ হাসান; ছফিউর রহমান মুবারকাপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (বৈরুত : দারুল মুআইয়িদ, ১৯৯৬/১৪১৬), পৃঃ ১০৬।

৪১৯. ইবনু হিশাম, আস-সরিাহ আন-নাবুবিয়াহ, (বৈরুত : দারুল মা'রেফাহ, তাবি), ১/২৯৬ পৃঃ।

৪২০. ফিক্বহুস সীরাহ, পৃঃ ১০৬।

৪২১. ফিক্বহুস সীরাহ, পৃঃ ১০৯।

একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এমন একজন ফেরেশতা অবতরণ করেন যিনি কোনদিন পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। এমতাবস্থায় জিবরীল (আঃ) তাঁর পাশে বসা ছিলেন। তিনি এসে বললেন,

يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ أَفَمَلِكًا نَبِيًا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُوْلًا؟ قَالَ جِبْرِيْلُ تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَبْدًا رَسُوْلًا.

'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকটে এই বলে পাঠিয়েছেন যে, তিনি কি আপনাকে রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে নবী মনোনীত করবেন, না সাধারণ হিসাবে রাসূল মনোনীত করবেন? তখন জিবরীল (আঃ) বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বিনীত হন। রাসূল (ছাঃ) জবাবে বললেন, বরং তিনি আমাকে বান্দা হিসাবে রাসূল মনোনীত করবেন'।[৪২২]

আল্লাহু আকবার! এ কেমন আকুতি! কেমন তাঁর ভাষ্য! কী তাঁর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য! তিনি এ দুনিয়ার কিছুই চাননি, চেয়েছেন রিসালাতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মানুষকে স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র গোলামে পরিণত করতে। রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে তিনি মানুষকে রাষ্ট্রীয় শাসনের গোলামে পরিণত করতে চাননি। অথচ নেতা হওয়া বা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে একদিনেই সবকিছু পরিবর্তন করে দিতে পারতেন।

অতএব দ্বীন কায়েমের অর্থ যদি রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া করা হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে যে, কোন নবী-রাসূলই তাঁদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেননি। অথচ তাঁরা প্রত্যেকেই পূর্ণাঙ্গরূপে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যিনি যতটুকু সফলতা পেয়েছেন তাঁর জন্য সেটুকুই শ্রেষ্ঠ সফলতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

فَوَ اللهِ لَأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدً خَيْرًا لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

'আল্লাহ্র শপথ! তোমার চেষ্টায় আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়াত দান করলে তা হবে তোমার জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও শ্রেষ্ঠ'।[৪২৩]

---

৪২২. সনদ ছহীহ, মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক্ব: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, ২/২৩১ পৃঃ (মিসর: দারুল মা'আরিফ ছাপা, ১৩৯/১৯৭২, ১২/১৪২-১৪৩ পৃঃ, হা/৭১৬০); সনদ ছহীহ, আলবানী, সিলসিলা ছহীহা হা/১০০২, ৩/৭৩ পৃঃ।

৪২৩. ছহীহ বুখারী হা/২৯৪২; ছহীহ মুসলিম হা/২৪০৬।

দুর্ভাগ্য, নবী-রাসূলগণের দ্বীন কায়েমের এই চিরন্তন পথ ও পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করে মুসলিমরা আজ কীট-পতঙ্গের ন্যায় প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত হচ্ছে; ক্ষমতা লাভের উগ্র বাসনায় সময়, শ্রম, অর্থ এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করছে। হে মুসলিম সময় থাকতেই সাবধান হও!

ইসলামী খেলাফত : রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েম, যা তাওহীদের একটি শাখা

ইসলামী খেলাফত আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ বিজয় ও দুনিয়াবী সামান্য সফলতা। তবে আল্লাহ তা'আলা এ জন্য ঈমান ও আমলের বিজয়কে শর্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করে এবং আমলে ছালেহ করে আল্লাহ তাদের প্রতি অঙ্গিকার করেছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি খেলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা কেবল আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক' *(সূরা নূর ৫৫)*।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ.

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে নবুঅত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন। অতঃপর তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখন তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর নবুঅতের নিয়মে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইবেন তা থাকবে। তারপর উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর অত্যাচারী শাসকদের আগমন ঘটবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন থাকবে। তারপর উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর যবর দখলকারী শাসকদের যুগ আসবে। আল্লাহ তার ইচ্ছামত তা বহাল রাখবেন। তারপর উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুঅয়তের তরীকায় আবার খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূল (ছাঃ) চুপ হয়ে গেলেন'।[৪২৪]

উক্ত আয়াত ও হাদীছে ইসলামী খেলাফতের অবস্থা ফুটে উঠেছে। প্রথমতঃ উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় ঈমান ও সৎ আমলের শর্তই আল্লাহর কাছে মুখ্য। অথচ বর্তমান মুসলিমদের ঈমান যেমন শিরক মিশ্রিত, তেমনি আমলগুলো বিদ'আত মিশ্রিত। অর্থাৎ নির্ভেজাল তাওহীদ থেকে অনেক দূরে। দ্বিতীয়তঃ খেলাফত প্রদান করা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। কিন্তু আমরা বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল বর্জন করে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের দিকে ছুটছি। অর্থাৎ নিজেদের পালনীয় দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি (নাঊযুবিল্লাহ)। তাই আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'আদী বলেন,

وَلاَ يَزَالُ الْأَمْرُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ مَهْمَا قَامُوْا بِالْإِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَلاَ بُدَّ أَنْ يُوْجَدَ مَا وَعَدَهُمُ اللهُ وَإِنَّمَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ ويديلهم فِيْ بَعْضِ الْأَحْيَانِ بِسَبَبِ إِخْلاَلِ الْمُسْلِمِيْنَ بِالْإِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.

'এই নির্দেশ ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে যতদিন মানুষ ঈমান ও আমলে ছালেহ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর আল্লাহ তাদের জন্য যে অঙ্গীকার করেন তা পাওয়া যাবেই। কাফের ও মুনাফিকরা মুসলিমদের উপর বিজয়ী হওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় ঘুরে দাঁড়ানোর মূল কারণ হল, মুসলিমদের ঈমান ও আমলের পতন।[৪২৫]

৪২৪. মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৪৩০; মিশকাত হা/৫৩৭৮, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'তাওয়াক্কুল ও ধৈর্য' অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫, ১/৩ পৃঃ।
৪২৫. তাফসীরে সা'আদী, পৃঃ ৫৭৩।

তাছাড়া প্রচলিত ইসলামী দলগুলো দুনিয়াবী বিজয়কেই মুখ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ জন্য কর্মীরা দ্বীনের অন্য অংশগুলোকে ছোটখাটো মনে করেন, যা আল্লাহর বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ- تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَأُخْرَى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? (তা হল) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা বুঝ'। 'আল্লাহ তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন, তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহ। এটাই মহা সাফল্য'। 'আরো অতিরিক্ত তিনি দান করবেন, যা তোমরা পসন্দ কর। সেটা হল- আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দিন' *(সূরা ছফফ ১০-১৩)*।

সুধী পাঠক! উক্ত আয়াতে দুনিয়াবী বিজয়কে অতিরিক্ত বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্র সাহায্যের মাধ্যমে সাধিত হবে। মুমিন ব্যক্তি তার পূর্বেই মহা সাফল্য পেয়ে গেছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী এবং দলীয় বিভক্তি নিয়ে নিরাশা :

রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সবারই দাবী সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এ জন্য ভাবতে গিয়ে অনেকে নিরাশায় পতিত হন। দলাদলি ও ওলামায়ে কেরামে বিভক্তির ময়দানে কিভাবে বিজয় সাধিত হবে? মূলতঃ ইসলাম সংখ্যাকে মূল্যায়ন করেনি, তেমনি তথাকথিত মতানৈক্যের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। আর এটা না বুঝার কারণে ইসলামের নামে ব্যালট ও বুলেট অর্থাৎ গণতন্ত্র ও জঙ্গীবাদী রাজনীতি শুরু হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

'আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলের উপর বিজয় লাভ করেছে। বস্তুতঃ ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন' *(বাক্বারাহ ২৪৯)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ.

'আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত করবে। তারা কেবল ধারণারই অনুসরণ করে থাকে' *(আন'আম ১১৬)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত হক জানে না। ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(আম্বিয়া ২৪)*।

তাওহীদী আক্বীদার কবুলিয়াত এবং আল্লাহর খাছ রহমতেই বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য বাহিনী বিজয় লাভ করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠার বলে নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ চাইলে মতানৈক্য ও বিভক্তির যুগেও বিজয় দিতে পারেন। যেমন দিয়েছেন ওমর বিন আব্দুল আযীযের সময়ে। শত বিভক্তি ও দলাদলি থাকতেও তিনি দ্বিতীয় ওমর ও পঞ্চম খলীফা হিসাবে পরিচিত হলেন। এমন বিজয়ের মাধ্যমেই মুসলিমরা উপমহাদেশে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছে। পীর-ফকীর ও খানকাপন্থীদের বিরোধিতা ও দলীয় বিভক্তি সত্ত্বেও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন আল্লাহ তা'আলা সফল করেছেন। এখানে বিদ্রোহীদের সংখ্যা কোন কাজে আসেনি। এ ধরনের প্রমাণ ইসলামের ইতিহাসে ভুরি ভুরি। অতএব ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীর জন্য নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতই মুখ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

আহলেহাদীছ আন্দোলন : ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আশা প্রাচীন আন্দোলন

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান 'ইসলাম'ই মানব জাতির কল্যাণের মূল ভিত্তি, যা শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। যারা এই দ্বীনকে গ্রহণ করবে আল্লাহ তাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' *(সূরা হজ্জ ৭৮)*। কিন্তু উক্ত স্বচ্ছ দ্বীন পাওয়ার পরও একশ্রেণীর মানুষ তা গ্রহণ না করে নিজেদের রচিত নতুন দ্বীনের অনুসরণ করবে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর এই সমস্ত ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটবে বলে শরী'আতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও একটি মাত্র কাফেলা চিরদিন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আমানতকে সংরক্ষণ করবে এবং ছাহাবায়ে কেরামের পথের অনুসরণ করবে। সেই কাফেলাই হল, আহলেহাদীছ, সালাফী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। যুগ যুগ ধরে তারাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। প্রত্যেক যুগের হক্বপন্থী মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম উক্ত গুণাবলীতেই পরিচিত ছিলেন।

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের জন্য একটি সোজা রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহ্র পথ। অতঃপর তিনি ঐ রেখার ডানে-বামে বেশ কিছু রেখা টেনে বললেন, এগুলোও পথ। তবে এই পথগুলোর প্রত্যেকটিতেই (মানবরূপী) শয়তান রয়েছে; সে মানুষকে তার দিকে ডাকছে করছে। অতঃপর তিনি মাঝের রেখায় ডান হাতটি রেখে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه.

'নিশ্চয়ই এই সোজ-সরল পথটিই আমার পথ। তোমরা কেবল এই পথেরই অনুসরণ করবে; অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না, নইলে তা তোমাদেরকে এই পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে'।[৪২৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একশ্রেণীর

---

৪২৬. সূরা আন'আম ১৫৩; আহমাদ হা/৪১৪২; দারেমী হা/২০৮; নাসাঈ, আল-কুবরা হা/১১১৭৪, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১/১২৩ পৃঃ, হা/১৫৯, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

আলেম বা দাঈ জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে মানুষকে আহ্বান করবে। তাদের আহ্বানে যারাই সাড়া দিবে তাদেরকেই তারা জাহান্নামে ফেলে দিবে। তাদের পরিচয় দিয়ে রাসূল (ছাঃ) তাদের দেহ মানুষের মত কিন্তু অন্তর হবে শয়তানের।[৪২৭]

(খ) অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই বনু ইসরাঈলরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, সেটি কোন্ দল? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِىْ 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকের দিনে যার উপর আছি, তার উপরে যে দলটি থাকবে'।[৪২৮]

(গ) অন্য হাদীছে এসেছে, আমার উম্মতের মধ্যে অচিরেই অনেক ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটবে তারা অনেক বিদ'আতী আমল সৃষ্টি করবে।[৪২৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন দল আমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে এবং আমার আদর্শ ছেড়ে অন্যের আদর্শ গ্রহণ করবে।[৪৩০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, সেটা হল, 'জামা'আত' বা ঐক্যবদ্ধ একটি দল'।[৪৩১]

عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ.

মুহাম্মাদ বিন সীরীন (৩৩-১১০হিঃ) বলেন, জনগণ হাদীছের সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনা সৃষ্টি হল তখন তারা বলতে লাগল তোমরা হাদীছের বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। যদি লক্ষ্য করা যেত যে তারা

---

৪২৭. ছহীহ বুখারী হা/৭০৮৪, ২/১০৪৯ পৃঃ, 'ফিৎনা' অধ্যায়, অনুচ্ছে-১১; মুসলিম হা/৪৮৯০, ২/১২৭, 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩; মিশকাত হা/৫৩৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৪৯, ১০/৩ পৃঃ।

৪২৮. তিরমিযী হা/২১২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮, ২/৯২ পৃঃ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৪৪৪, ১/২১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/১৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১/১২৬ পৃঃ, হা/১৬৩।

৪২৯. আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭।

৪৩০. ছহীহ বুখারী হা/৭০৮৪, ২/১০৪৯ পৃঃ, 'ফিৎনা' অধ্যায়, অনুচ্ছে-১১; মুসলিম হা/৪৮৯০, ২/১২৭, 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩; মিশকাত হা/৫৩৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৪৯, ১০/৩ পৃঃ।

৪৩১. আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭।

আহলেসুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত তাহলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হল। কিন্তু বিদ'আতীদের অন্তর্ভুক্ত হলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হত না।[৪৩২]

উক্ত হাদীছগুলোর মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, অসংখ্য ভ্রান্ত পথ, দল, আলেম ও বিভিন্নরূপী ভূয়া আমল থাকবে। কিন্তু তার মাঝেও একটি থাকবে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'। একটি মাত্র কাফেলা আল্লাহ প্রেরিত হক্বের উপর অটল থাকবে এবং ছিরাতে মুস্তাক্বীমে অবিচল থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدِلُوْنَ 'আমার সৃষ্টির মধ্যে একটি দল আছে, যারা হক্ব পথে পরিচালিত হয় এবং সে অনুযায়ী ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে' *(আ'রাফ ১৮১)*।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে চিরদিন একটি দল হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই ক্বিয়ামত চলে আসবে কিন্তু তারা ঐভাবেই থাকবে।[৪৩৩]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইসলামের সূচনা হয়েছিল অল্প সংখ্যক মানুষের মাধ্যমে। পুনরায় ইসলাম অল্প সংখ্যক মানুষের মাঝে ফিরে যাবে। তবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের 'তূবা' নামক গাছের সুসংবাদ।[৪৩৪] অন্য বর্ণনায় তাদের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হল, যারা আমার মৃত্যুর পর আমার সুন্নাতকে সংস্কার করবে, যখন মানুষেরা তাকে নষ্ট করবে'।[৪৩৫]

---

৪৩২. মুসলিম হা/২৭।
৪৩৩. ছহীহ মুসলিম হা/৫০৫৯, ২/১৪৩ পৃঃ, 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৩।
৪৩৪. মুসলিম হা/৩৮৯।
৪৩৫. আহমাদ হা/১৬৭৩৬; ছহীহাহ হা/১৯৮৫ ও ২৫১৪।

সুধী পাঠক! এই পথ ও কাফেলার অনুসারীদেরকে রাসূল (ছাঃ) উপরিউক্ত কয়েকটি নামে পরিচিত করেছেন। (ক) আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে পথে আছে সেই পথে যারা থাকবে তারা জান্নাতী। এই হাদীছের আলোকে *ছাহাবীদের উত্তরসূরী হিসাবে সালাফী।* আর তারা যেহেতু কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডের উপরে ছিলেন তাই 'আহলেহাদীছ' বা 'আছহাবুল হাদীছ'।[৪৩৬] (খ) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে হক্বপন্থীগণ উক্ত গুণবাচক নামেই পরিচিত হতেন। আজও সেই সম্মানজনক ঈর্ষণীয় নামে তারা পরিচিত হচ্ছেন। এই ধারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, উক্ত নামগুলো দলের নাম নয় বরং আক্বীদা ও পথের নাম।

(১) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃঃ ৭৪ হিঃ) মুসলিম যুবকদের দেখলে খুশী হয়ে বলতেন,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجَالِسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيْثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলেহাদীছ'।[৪৩৭]

(২) খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম শা'বী (২২-১০৪ হিঃ) ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন। যেমন একদা তিনি বলেন,

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا حَدَّثْتُ إِلاَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيْثِ.

---

৪৩৬. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৭৪১।

৪৩৭. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোর : রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন) পৃঃ ১২; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৭৪১; আল-মুস্তাদরাক ১/১৮ পৃঃ হা/২৯৮; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০।

'এখন যেসব ঘটছে, তা আগে জানলে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না, কেবল ঐ হাদীছ ব্যতীত, যার উপরে 'আহলুল হাদীছগণ' অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছেন'।[৪৩৮]

(৩) তাবেঈ বিদ্বান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হিঃ) বলেন,

هُمْ عِنْدِىْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَ قَالَ أَثْبَتُ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ.

'নাজী দল হ'ল আহলেহাদীছ জামা'আত'।... লোকদের মধ্যে তারাই ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উপর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়'।[৪৩৯]

(৪) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪হিঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَكَأَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَيًّا.

'যখন আমি কোন আহলেহাদীছকে দেখি, তখন আমি যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জীবন্ত দেখি'।[৪৪০]

(৫) ইমাম বুখারীর উস্তায আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ) নাজাতপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَ الَّذِيْنَ يَتَعَاهَدُوْنَ مَذَاهِبَ الرَّسُوْلِ وَ يَذُبُّوْنَ عَنِ الْعِلْمِ وَ لَوْلَا هُمْ لَمْ نَجِدْ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأْىِ شَيْئًا مِّنَ السُّنَنِ.

'তারা হ'ল 'আহলুল হাদীছ' জামা'আত। যারা রাসূলের বিধানসমূহের হেফাযত করে এবং ইল্ম তথা কুরআন-হাদীছের পক্ষে প্রতিরোধ করে। তারা ব্যতীত মু'তাযিলা রাফেযী (শী'আ), জাহমিয়া, মুরজিয়া ও আহলুর রায়-দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারি না'।[৪৪১]

---

৪৩৮. শামসুদ্দীন যাহাবী, তাযকেরাতুল হুফফায (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৩ পৃঃ।
৪৩৯. শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ১৫, ৩৩।
৪৪০. শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৬।
৪৪১. খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (কায়রো : মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়াহ, প্রমথ প্রকাশ : ১৪১৭হিঃ/১৯৯৬ খৃঃ), পৃঃ ৩০ হা/৯, সনদ ছহীহ।

(৬) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন, إِنْ لَمْ يَكُونُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْث فَلَا أَدْرِىْ مَنْ هُمْ؟ 'তারা যদি আহলেহাদীছ না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা'।[৪৪২]

(৭) ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬হিঃ) বলেন,

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِىْ فَقَالَ الْبُخَارِىُّ يَعْنِى أَصْحَابَ الْحَدِيْث.

জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে উল্লেখিত বিজয়ী কাফেলা হল, আছহাবুল হাদীছ।[৪৪৩] উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের আলোচনায় তিনি ছহীহ বুখারীর মধ্যে বলেছেন, তারা 'আহলুল ইলম'।[৪৪৪] আলবানী (রহঃ) উক্ত বৈপরীত্যের সমাধান দিয়ে বলেন, 'উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আহলুল ইলম যারা তারাই আহলেহাদীছ'।[৪৪৫]

(৮) ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বলেন,

لَوْلَا هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَانْدَرَسَ الْإِسْلَامُ يَعْنِىْ أَصْحَابَ الْحَدِيْث

'আহলেহাদীছ জামা'আত যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহলে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[৪৪৬]

(৯) চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর ভূ-পর্যটক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাক্বদেসী 'আহসানুত তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আক্বালীম' গ্রন্থে পৃথিবী ভ্রমণের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি হেজায তথা মক্কা-মদীনার অবস্থা

---

৪৪২. শারফু আছহাবিল হাদীছ হা/৪১ ও ৪৩, পৃঃ ৫৯ ও ৬১; সনদ ছহীহ, দ্রঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫ খৃঃ/১৪০৫ হিঃ), ১/৪৭৮ পৃঃ, হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা; মুসলিম শরহে নববীসহ ২/১৪৩ পৃঃ।

৪৪৩. শারফু আছহাবিল হাদীছ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা দ্রঃ।

৪৪৪. বুখারী হা/৭৩১১-এর আলোচনা, ২/১০৭৮ পৃঃ।- باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ .

৪৪৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা দ্রঃ।- و لا منافاة بينه و بين ما قبله كما هو ظاهر لأن أهل العلم هم أهل الحديث

৪৪৬. শারফু আছহাবিল হাদীছ, ২৯।

সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, সেখানকার অধিবাসীরা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার। সিরিয়ার অবস্থা সম্পর্কে বলেন, তাদের আমল আহলেহাদীছ মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর তিনি ৩৭৫ হিজরীতে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল তার সম্পর্কে তিনি বলেন, 'তাদের অধিকাংশ অধিবাসী আহলেহাদীছ ছিলেন'।[৪৪৭]

(১০) আবু মনছূর আব্দুল কাহের বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯হিঃ) বলেন,

ثُغُوْرُ الرُّوْمِ وَالْجَزِيْرَةِ وَ ثُغُوْرُ الشَّامِ وَ ثُغُوْرُ آذَرْبَيْجَانَ وَبَابِ الْأَبْوَابِ كُلُّهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ كَذَالِكَ ثُغُوْرُ أَفْرِيْقِيَّةَ وَ أَنْدَلُسَ وَ كُلِّ ثِغَارٍ وَرَاءِ بَحْرِ الْمَغْرِبِ أَهْلُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَ كَذَالِكَ ثُغُوْرُ الْيَمَنِ عَلَى سَاحِلِ الزَّنْجِ ، وَأَمَّا ثُغُوْرُ أَهْلِ مَاوَرَاءِ النَّهْرِ فِيْ وُجُوْهِ التُّرْكِ وَ الصِّيْنِ فَهُمْ فَرِيْقَانِ: إِمَّا شَافِعِيَّةٌ وَإِمَّا مِنْ أَصْحَابِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ —

'রূম সীমান্ত, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল আবওয়াব (মধ্য তুর্কিস্তান) প্রভৃতি এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসী 'আহলেহাদীছ' মাযহাবের উপরে ছিলেন। এমনিভাবে আফ্রিকা, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পশ্চাদবর্তী দেশসমূহের সকল মুসলমান 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। একইভাবে আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামনের সকল অধিবাসী ' আহলেহাদীছ' ছিলেন। তবে তুরস্ক ও চীন অভিমুখী মধ্য তুর্কিস্তান সীমান্তর অধিকারীদের মধ্যে দু'টি দল ছিল : একদল শাফেঈ ও একদল আবু হানীফার অনুসারী'।[৪৪৮]

(১১) ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬হিঃ) বলেন,

وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلًا فَجِيْلًا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِّ فِيْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ.

৪৪৭. আহসানুত তাক্বাসীম ফী মা'রেফাতিল আক্বালীম, পৃঃ ৯৬।
৪৪৮. আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী, কিতাবুল উছূলিদ্দীন (ইস্তাম্বুল : দাওলাহ প্রেস ১৩৪/১৯২৮) ১/৩১৭ পৃঃ।

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হক্বপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হলেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন'।[৪৪৯]

(১২) মুহাদ্দিছ খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) অন্যান্যদের সাথে আহলেহাদীছদের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَى هَوَاى تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأْيًا تَعْكِفُ عَلَيْهِ سِوَى أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ وَالسُّنَّةَ حُجَّتُهُمْ وَالرَّسُوْلَ فِئَتُهُمْ وَإِلَيْهِ نِسْبَتُهُم لَايَعْرِجُوْنَ عَلَى الْأَهْوَى وَلَايَلْتَفِتُوْنَ إِلَى الْأَرَاءِ.

'প্রত্যেক দলই প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ও তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে অথবা রায় বা নিজস্ব অভিমতকে উত্তম মনে করে এবং তার উপরই অটল থাকে; কেবল আহলেহাদীছগণ ছাড়া। কারণ আল-কুরআন তাদের হাতিয়ার, সুন্নাহ্ তাদের দলীল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দলনেতা এবং তাঁর দিকেই তাদের সম্বন্ধ। তারা মনোবৃত্তির উপর বিচরণ করে না এবং রায়ের দিকেও ভ্রুক্ষেপ করে না'।[৪৫০]

(১৩) আব্দুল ক্বাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১হিঃ) বলেন,

إِعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُوْنَ بِهَا فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ اَلْوَقِيْعَةُ فِـــىْ أَهْلِ الْأَثَرِ ... وَ كُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَّ غِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَ لاَ إِسْمٌ لَهُمْ إِلاَّ إِسْمٌ وَّاحِدٌ وَّ هُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ.

---

৪৪৯. আলী ইবনু হাযম, কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরুত : মাকতাবা খায়িয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩) শহরস্তানীর 'মিলাল' সহ ২/১১৩ পৃঃ; কিতাবুল ফিছাল (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ: ১৪২০/১৯৯৯) ১/৩৭১ পৃঃ 'ইসলামী ফের্কাসমূহ' অধ্যায়।

৪৫০. শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৮।

'জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। বিদ'আতীদের লক্ষণ হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। এগুলি সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামী ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নয়। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল 'আহলুল হাদীছ'। বিদ'আতীদের এই সব গালি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফিরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি গালি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না'।[৪৫১]

(১৪) আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮হিঃ) বলেন,

ثُمَّ الْمُجْتَهِدُوْنَ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُمَّةِ مَحْصُوْرُوْنَ فِيْ صِنْفَيْنِ لاَ يَعْدُوَانِ إِلَى ثَالِثٍ : أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَ هُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ ... وَ إِنَّمَا سَمُّوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ لِأَنَّ عِنَايَتَهُمْ بِتَحْصِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَ نَقْلِ الْأَخْبَارِ وَ بِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى النُّصُوْصِ وَ لاَيَرْجِعُوْنَ إِلَى الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَ الْخَفِيِّ مَا وَجَدُوْا خَبْرًا أَوْ أَثْرًا- وَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ هُمْ أَصْحَابُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ الثَّابِتِ ... وَ إِنَّمَا سَمُّوا أَصْحَابَ الرَّأْيِ لِأَنَّ أَكْثَرَ عِنَايَتِهِمْ بِتَحْصِيْلِ وَجْهِ الْقِيَاسِ وَالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَ بِنَاءِ الْحَوَادِثِ عَلَيْهَا وَ رُبَّمَا يُقَدِّمُوْنَ الْقِيَاسَ الْجَلِيُّ عَلَى اَحَادِ الْأَخْبَارِ.

'উম্মতের মুজতাহিদ ইমামগণ দু'ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কোন ভাগে নয়। আছহাবুল হাদীছ ও আছহাবুর রায় (আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়)। আহলুল হাদীছগণ হেজায (মক্কা-মদীনা)-এর অধিবাসী। তাঁদেরকে 'আহলুল হাদীছ' এ জন্য বলা হয় যে, তাঁদের সার্বিক লক্ষ্য নিয়োজিত থাকে হাদীছ সংগ্রহের প্রতি এবং তাঁরা সমস্ত আদেশ-নিষেধের ভিত্তি রাখেন (কুরআন-

---

৪৫১. আব্দুল ক্বাদির জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসরঃ ১৩৪৬ হিঃ ১/৯০ পৃঃ।

হাদীছের) দলীল সমূহের উপরে। হাদীছ বা আছার পেলে তাঁরা কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ক্বিয়াসের দিকে ফিরে তাকান না...। পক্ষান্তরে আহলুর রায়গণ হ'লেন ইরাকের অধিবাসী। তাঁরা আবু হানীফা নু'মান ইবনু ছাবিত (৮০-১৫০ হিঃ)-এর অনুসারী। তাঁদেরকে 'আহলুর রায়' এ জন্য বলা হয়ে থাকে যে, তাঁদের অধিকতর লক্ষ্য থাকে ক্বিয়াসের কারণ অনুসন্ধানের প্রতি ও কুরআন-হাদীছের আহকাম হ'তে সৃষ্ট মর্মার্থের প্রতি এবং তার উপরেই তাঁরা উদ্ভূত ঘটনাসমূহের ভিত্তি স্থাপন করেন। কখনো কখনো তাঁরা 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছের উপরে প্রকাশ্য ক্বিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন'।[৪৫২]

(১৫) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ) বলেন,

مِنَ الْمَعْلُوْمِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيْثِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ بَحْثًا عَنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ طَلَبًا لِعِلْمِهَا وَ أَرْغَبِ النَّاسِ فِيْ اتِّبَاعِهَا وَ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ اتِّبَاعِ هَوًى يُخَالِفُهَا ... فَهُمْ فِيْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ كَأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِيْ أَهْلِ الْمِلَلِ.

'যার কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার এটা জানা কথা যে, আহলেহাদীছগণ হ'লেন, মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীসমূহের ও তাঁর ইল্‌মের অধিক সন্ধানী ও সে সবের অনুসরণের প্রতি অধিক আগ্রহশীল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ হ'তে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী, যার বিরোধীতা সে করে থাকে।... মুসলমানদের মধ্যে তাদের অবস্থান এমন মর্যাদাপূর্ণ, যেমন সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান'।[৪৫৩] তিনি অন্যত্র বলেন,

وَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَدِيْمٌ مَعْرُوْفٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ أَبَا حَنِيْفَةَ وَ مَالِكًا وَ الشَّافِعِيَّ وَ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تَلَقَّوْهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ.

---

৪৫২. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরসতানী, কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ২০৬-২০৭ পৃঃ।

৪৫৩. ইবনু তাইমিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), [illegible] পৃঃ।

'আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদের জন্মের বহু পূর্ব হ'তে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রাচীন একটি মাযহাব সুপরিচিত ছিল। সেটি হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের মাযহাব, যাঁরা তাঁদের নবীর কাছ থেকে সরাসরি ইল্ম হাছিল করেছিলেন'।[৪৫৪]

(১৬) হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪হিঃ) يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ 'যেদিন আমরা ডাকব প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ' *(বানী ইসরাঈল ৭১)* আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বীয় জগদ্বিখ্যাত তাফসীরে বিগত একজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন,

هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ لِأَنَّ إِمَامَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

'আহলেহাদীছদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা যে, তাদের একমাত্র ইমাম হ'লেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)'।[৪৫৫]

(১৭) ইবনু খালদূন (৭৩২-৮০২হিঃ) বলেন,

وَانْقَسَمَ الْفِقْهُ فِيْهِمْ إِلَى طَرِيْقَتَيْنِ طَرِيْقَةُ أَهْلِ الرَّأْىِ وَالْقِيَاسِ وَ هُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَ طَرِيْقَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَ هُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ وَ كَانَ الْحَدِيْثُ قَلِيْلاً فِىْ أَهْلِ الْعِرَاقِ... فَاسْتَكْثَرُوْا مِنَ الْقِيَاسِ وَ مَهَرُوْا فِيْهِ فَلِذَالِكَ قِيْلَ أَهْلُ الرَّأْىِ وَ مُقَدَّمُ جَمَاعَتِهِمُ الَّذِىْ اسْتَقَرَّ الْمَذْهَبُ فِيْهِ وَ فِىْ أَصْحَابِهِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ.

'(আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যেও যুক্তিবাদের ঢেউ লাগে) ফলে তাদের মধ্যে ফিক্বহ শাস্ত্র 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়' নামে দু'টি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হ'ল, রায় ও ক্বিয়াসপন্থীদের তরীক্বা। তারা হ'লেন ইরাকের অধিবাসী। দ্বিতীয়টি হ'ল, হাদীছপন্থীদের বা আহলুল হাদীছদের তরীক্বা তারা হ'লেন হেজাযের (মক্কা-মদীনার) অধিবাসী। ইরাকীদের মধ্যে হাদীছ খুবই কম ছিল... ফলে তারা ক্বিয়াস বেশী করেন ও এতে দক্ষতা অর্জন করেন। আর একারণেই তারা 'আহলুর রায়' বা রায়পন্থী নামে

---

৪৫৪. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, 'মিনহাজুস সুন্নাহ' (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইল্মিয়াহ, তাবি, ১৩২২ হিঃ মিসরী ছাপা হতে ফটোকপিকৃত), ১/২৫৬ পৃঃ ।

৪৫৫. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুত : ১৪০৮/১৯৮৮)*, সূরা বানী ইসরাঈল ৭১ আয়াতের ব্যাখ্যা, ৩/৫৬ পৃঃ।

অভিহিত হয়েছেন। এই দলের নেতা ছিলেন আবু হানীফা, যাঁর নামে একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে'।[৪৫৬]

(১৮) শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার' মধ্যে উল্লেখ করেছেন, بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ 'আহলেহাদীছ ও আছহাবুর রায়ের পার্থক্য'।

(১৯) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন,

فَأَهْلُ الْحَدِيْثِ حَشَرَنَا اللهُ مَعَهُمْ لَايَتَعَصَّبُوْنَ لِقَوْلِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مَهْمًا عَلَا وَسَمَا حَاشَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَايَنْتَمِيْ إِلَى الْحَدِيْثِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَإِنَّهُمْ يَتَعَصَّبُوْنَ لِأَقْوَالِ أَئِمَّتِهِمْ وَقَدْ نَهَوْهُمْ عَنْ ذَلِكَ كَمَا يَتَعَصَّبُ أَلْهُ الْحَدِيْثِ لِأَقْوَالِ نَبِيِّهِمْ.

'আহলেহাদীছগণ (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সাথে একত্রিত করুন!) হলেন তাঁরাই, যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির রায়কে প্রাধান্য দেন না, যত বড়ই তিনি হউন না কেন। তারা তাদের বিরোধী, যারা হাদীছ ও তার প্রতি আমলের তোয়াক্কা করে না, তারা যেমন কেবল তাদের ইমামদের রায়কে প্রাধান্য দেয়- অথচ তাদের ইমামগণ এ থেকে নিষেধ করে গেছেন, তেমনি আহলেহাদীছগণ একমাত্র তাদের নবীর কথাকে প্রাধান্য দেন'। অতঃপর তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেন,

فَلَا عَجَبَ بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ أَنْ يَكُوْنَ أَهْلُ الْحَدِيْثِ هُمُ الطَّائِفَةُ الظَّاهِرَةُ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ بَلْ وَالْأُمَّةُ الْوَسَطُ الشُّهَدَاءُ عَلَى الْخَلْقِ.

'এই বর্ণনার পর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আহলেহাদীছরাই সেই বিজয়ী কাফেলা এবং নাজাতপ্রাপ্ত দল; বরং মধ্যমপন্থী উম্মত, যারা মানবজাতির উপর হবে সাক্ষী স্বরূপ'।[৪৫৭]

---

৪৫৬. আব্দুর রহমান ইবনু খালদূন, তারীক (বৈরুত: মুওয়াস্সাসাতুল আলামী, তাবি) মুক্বাদ্দামা ১/৪৪৬।

৪৫৭. সিলসিলা ছহীহাহ ১/৪৮২ পৃঃ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' শীর্ষক বই এবং ডক্টোরেট থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ'।

জ্ঞাতব্য : কেউ কেউ 'আহলেহাদীছ' দ্বারা শুধু মুহাদ্দিছগণকে বুঝতে চান। পরিভাষাগত দিক থেকে বিষয়টি অনুরূপ হলেও আম জনসাধাররণকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের যথার্থ অনুসারী বা মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণকারী হিসাবে 'আহলেহাদীছ' বলা যাবে না এমনটি নয়। বরং যুগে যুগে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছরে নিঃশর্ত অনুসারীগণ 'আহলেহাদীছ' নামেই পরিচিত হয়েছেন। তাদের প্রশ্ন যদি যথার্থ হয়, তাহলে কি শুধু মুহাদ্দিছগণই জান্নাতে যাবেন? তাদের বাণীগুলো কী প্রমাণিত হয়?

সুধী পাঠক! পৃথিবীতে যারা সমধিক পরিচিত এবং জগদ্বিখ্যাত কেবল তাদেরই বাণী উপরে পেশ করা হল। এ ধরনের আরো অনেক বিদ্বানের আলোচনা আছে। যুগ যুগ ধরে ফের্কায়ে নাজিয়া, ত্বায়েফাতুল মানছূরা হিসাবে আহলেহাদীছগণের নামই উল্লেখিত হয়েছে। এখানে ঈষা করে কোন লাভ নেই।

উপসংহার :

প্রাথমিক যুগ থেকে বিভিন্ন কলা-কৌশলে ইসলামকে সমূলে উৎখাতের ষড়যন্ত্র চললেও আল্লাহ তা'আলার অক্ষুণ্ন প্রতিশ্রুতির কারণে কোন শক্তিই তাকে চিরদিনের মত বিদায় করতে পারেনি। তিনি রক্ষা করেছেন। বরং ঐ নরাধম ঘাতকরাই আল্লাহ্র গযবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব দুর্দমনীয় ঐ অজেয় কাফেলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে বহাল তবিয়তে টিকে থাকেব ইনশাআল্লাহ। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবেই থাকবে'।[৪৫৮]

---

৪৫৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৩; ছহীহ ছহীহ বুখারী হা/৭১ 'ইলম' অধ্যায়।

অতএব ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সৃষ্ট তল্পীবাহক খুদে রাক্ষসগুলো, কথিত জঙ্গীগোষ্ঠী, রসদক্লিষ্ট মিডিয়া সন্ত্রাসীরা এবং বিশ্বাসঘাতক ন্যাড়ামুণ্ড এজেন্টরা তাদের প্রভুদের ভিক্ষানুড়ির প্রত্যাশায় ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতা হরণের জন্য যতই তৎপরতা চালাতে থাক, কোনদিকেই তারা সফল হতে পারবে না। ঐ খুদেগোষ্ঠী অন্তহীন গ্লানির মহাসাগরে অধঃপতিত হবে। এক সময় আজকের খুদকুঁড়োদাতারাও পদধূলিতে পরিণত হবে। কারণ আল্লাহ্‌র অভিশাপ অপ্রতিরোধ্য, অন্তহীন।

পক্ষান্তরে যারা ইসলামের প্রকৃত অনুসারী ও দেশপ্রেমিক তাদের ইহজীবন-পরজীবন উভয়ই হয় ফুলের মত সবাসময়। যুগের পর যুগ তারা অনুকরণীয়, অনুসরণীয় হয়ে থাকে। মানুষের হৃদয়ে তারা সর্বশ্রদ্ধার উচ্চ আসনটি দখল করে নেয়। বিশ্ববাসী তাদেরকেই বিভিন্ন মহা সম্মানী উপাধীতে ভূষিত করে এবং সেই সুগন্ধিযুক্ত উপাধি সমগ্র জনতার মুখে মুখে যুগের পর যুগ প্রতিধ্বনিত হয়। ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, বুখারী, ইবনু তায়মিয়াহ ইত্যাদি নামগুলোই তার সাক্ষ্য বহন করে। সকল হক্বপন্থীদের অবস্থা এরকমই। কারণ তাদের মাঝে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ আছে, মাতৃত্ববোধে তারা ভরপুর। নির্যাতনের শিকার হয়ে যুগ যুগ ধরে কারারুদ্ধ থাকা, লোমহর্ষক অত্যাচার ভোগ করা, দীপান্তরের ভাগ্যবরণ করা, ফাঁসির কাষ্টে ঝুলন্ত থাকা আর বুলেট-বোমা, অস্ত্রাঘাতে প্রাণ উৎসর্গ করা ইত্যাদিকে তারা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য মনে করে। পৃথিবীতে তারা নিজেদেরকে এভাবেই সৌভাগ্যবান করে রাখে। কারণ তাদের বেঁচে থাকা আর মনে যাওয়া একই সমান। তাদের সবকিছুই আল্লাহ্‌র জন্য। তাদের ভাষ্য-

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

‘নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহ্‌র জন্য’ *(আন'আম ১৬২)*। তাদের কণ্ঠে হাস্যোজ্জ্বল জান্নাতী চেহারায় সমস্বরে ধ্বনিত হয় সেই চির অজেয় সুর, যা মহা সাফল্যের প্রতীক ফাঁসির মঞ্চে ধ্বনিত হয়েছিল খোবায়েব (রাঃ)-এর কণ্ঠে-

لَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا* عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِيْ.
وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَّشَاءُ * يُبَارِكْ فِيْ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ.

'আমি কোন কিছুরই পরোয়া করি না যখন আমাকে একজন মুসলিম হিসাবে হত্যা করা হয়। আল্লাহ্র রাহে আমাকে যেভাবেই ক্ষতবিক্ষত করা হোক, তা কেবল মহান আল্লাহ্র জন্যই। তিনি ইচ্ছা করলে আমার দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করা প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে বরকত দান করবেন![৪৫৯]

অনুরূপ তাদের শিরা-উপশিরায়, বক্ষপিঞ্জরে উদ্বেলিত হয় জগদ্বিখ্যাত সেনা নায়ক ইবনু তায়মিয়ার উত্তাল তরঙ্গমালা-

مَاذَا يَنْقِمُ مِنِّىْ أَعْدَائِىْ؟ أَنَا جَنَّتِىْ وَبُسْتَانِىْ فِىْ صَدْرِىْ قَتْلِىْ شَهَادَتِىْ وَنَفْيٌ سِيَاحَةٌ وَسِجْنِىْ خَلْوَةٌ.

'আমার শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে কিসের প্রতিশোধ নিবে? আমার জান্নাত, আমার বাসস্থান তো আমারই বক্ষে। আমাকে হত্যা করা হলে আমি শাহাদতের স্বর্গীয় সুধা পান করব, আমাকে দেশ হতে বহিস্কার করা হলে আমি অন্যত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাব, আমাকে কারাগারে বন্দী করে রাখলে তা হবে আমার জন্য বাসস্থান'!!

আমরা আজকের+ নির্যাতিত, কারারুদ্ধ আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট আকুল ফরিয়াদ জানাবো- তিনি যেন তাঁদেরকে তাঁদের পূর্বসূরীদের কাতারে শামিল করে নেন, এই অকথ্য নির্যাতনকে তাঁদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের পাথেয় হিসাবে কবুল করে নেন এবং এর বিনিময়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাংলার যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের এই স্বাধীন মাতৃভূমি ছোট্ট মুসলিম দেশটিকে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করেন- আমীন!!

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ * لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِىْ صَلَاحًا.

--০--

৪৫৯. ছহীহ ছহীহ বুখারী হা/৩৯৮৯, ২/৫৬৯ পৃঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

বর্তমানে হক্বপন্থী ও মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচিতি নিয়ে একশ্রেণীর অতি উৎসাহী ব্যক্তি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকেই হক্বপন্থীদেরকে আহলেহাদীছ, সালাফী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নামে উল্লেখ করা হলেও নতুন করে আবিষ্কার করে দাবী করছে মুসলিম পরিচয় দিতে হবে। অনুরূপভাবে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন সম্পর্কেও একশ্রেণীর লোকের এলার্জি লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য পরিশিষ্ট অংশে 'তাওহীদের ডাক'-এর দুইটি সম্পাদকীয় যোগ করা হল। আশা করি হঠাৎ গজিয়ে উঠা কোন ঠুনকো যুক্তি কর্মীদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

(ক) ইসলাম বনাম ফের্কবন্দী :

ইসলাম মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক সার্বজনীন জীবন বিধান। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে এর বাস্তব নমুনা বিদ্যমান। তবে এসবের মৌলিক উদ্দেশ্য হল মানুষকে পরীক্ষা করা। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীমে' চলার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে ভ্রান্ত পথে চলতে নিষেধ করেছেন *(আলে ইমরান ১০১, ১০৩; আন'আম ১৫৩)*। সৎ আমলের নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্ত আমল সম্পর্কে জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন *(কাহফ ১০৩-১০৬)*। আল্লাহ্র উক্ত পথনির্দেশ নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে আত্মসমর্পণ করবে বলে তিনি নাম রেখেছেন 'মুসলিম' *(হজ্জ ৭৮)*। রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন! নিশ্চয় এই সোজা পথটি আমার পথ। তোমরা এই পথেরই অনুসরণ করবে। অন্যান্য পথের অনুসরণ করবে না। অন্যথা এই সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। এ ব্যপারে আল্লাহ তোমাদেরকে অছিয়ত করছেন, যেন তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর' *(আন'আম ১৫৩; আহমাদ হা/৪১৪২)*। উক্ত আয়াতে অন্য যাবতীয় পথ বর্জন করে একটি মাত্র পথে চলতে বলা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম নামে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও জিদ ও গোঁড়ামীর কারণে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে *(শূরা ১৪; আন'আম ১৫৯)*।

প্রশ্ন হতে পারে, মুসলিমদের মাঝে এত বিভক্তি ও দলাদলি কেন? এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে এক উম্মতভুক্ত করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যে বিধান দিয়েছেন, সে বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য তা করেননি। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। আর তোমরা কী বিষয়ে মতভেদ করছ, সে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন' *(মায়েদাহ ৪৮)*। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, মুসলিম উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি ব্যতীত সবই জাহান্নামে যাবে। উক্ত জান্নাতী দলের পরিচয় সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি এবং আমার ছাহাবীরা যার উপর আছি তার উপর যারা থাকবে' *(তিরমিযী হা/২৬৪১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সেটা হল, 'জামা'আত' বা ঐক্যবদ্ধ একটি দল' *(আবুদাউদ হা/৪৫৯৭)*। অন্য হাদীছে এসেছে, ইসলামের সূচনা হয়েছিল অল্প সংখ্যক মানুষের মাধ্যমে। পুনরায় ইসলাম অল্প সংখ্যক মানুষের মাঝে ফিরে যাবে। তবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের 'তূবা' নামক গাছের সুসংবাদ। তারা হল, যারা আমার মৃত্যুর পর আমার সুন্নাতকে সংস্কার করবে, যখন মানুষেরা তাকে বিকৃত করবে' *(মুসলিম হা/৩৮৯; আহমাদ হা/১৬৭৩৬; ছহীহাহ হা/১৯৮৫ ও ২৫১৪)*। উক্ত হাদীছগুলোতে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথিকদের তিনটি পরিচয় ফুটে উঠেছে। আর উক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জান্নাতী দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদেরকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না *(মুসলিম হা/৫০৫৯)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর পরিচিতির আলোকে ছাহাবায়ে কেরাম ও পূর্বসুরী মুহাদ্দিছগণ উক্ত পথ ও আক্বীদার কয়েকটি নাম উল্লেখ করেছেন। (১) সালাফী। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবী তথা অগ্রগামী বা পূর্বসুরীদের অনুসারী হিসাবে 'সালাফী' *(বুখারী হা/৬২৮৬; মুসলিম হা/৬৪৬৭; ফাতাওয়া আলবানী, পৃঃ ২)*। (২) আহলুল হাদীছ বা (৩) আছহাবুল হাদীছ। ছাহাবায়ে কেরাম কুরআন ও হাদীছের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে 'আহলেহাদীছ' বা 'আছহাবুল হাদীছ'। আর কুরআন ও হাদীছ উভয়কে শরী'আতে 'হাদীছ' বলা হয়েছে *(যুমার ২৩; মুসলিম হা/২০৪২; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৭৪১)* (৪) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। এখানে দুই হাদীছে বর্ণিত দুইটি গুণ এক সঙ্গে যুক্ত হয়েছে *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম হা/২৭; আবুদাউদ হা/৪৫৯৭)* (৫) আহলুল ইলম *(বুখারী ২/১০৭৮ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকে সকল যুগের বরেণ্য মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম হক্বপন্থীদেরকে উক্ত নামগুলোর মাধ্যমেই

পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। তারা ভিন্ন কোন নাম বলেননি। তাছাড়া উক্ত নামগুলো কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি, দল, মাযহাব বা স্থান কেন্দ্রীক নয়। যেমন ভ্রান্ত ফের্কাগুলো বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তি কেন্দ্রীক সৃষ্টি হয়েছে *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা)*।

মূলতঃ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন স্বনামধন্য নামে হক্বপন্থীগণ ভূষিত হয়েছেন। যেমন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) নিজেই কয়েকটি পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। তাই শুধু 'মুসলিম' পরিচয় দেয়া রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তেমনি যুগ যুগ ধরে পরিচিত হক্বপন্থীদের নীতিরও বিরোধী *(শারফু আছহাবিল হাদীছ)*। তাছাড়া মুসলিম বলে পরিচয় দেয়ারও কোন প্রয়োজনীতা নেই। কারণ সকলে মুসলিম হয়েই জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় *(রূম ৩০; বুখারী হা/১৩৮৫)*। এ জন্য আল্লাহ বৈশিষ্ট্যগত নামকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন মুহাজির ও আনছার। এর অর্থ তাঁদেরকে মুসলিম থেকে বের করে দেয়া নয়। বহু স্থানে মুমিন, মুত্তাক্বী, মুহসিন বলে পরিচয় তুলে ধরেছেন। তার অর্থ মুসলিম থেকে বের করা নয় বা তারা মুসলিম ছাড়াই মুহাজির ও আনছার নন। যেখানে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে বলা হয়েছে, সেখানে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে বলা হয়েছে *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। মূলতঃ 'মুসলিম তত্ত্ব' এটি নতুন থিউরী। অতি উৎসাহী কিছু রোগাগ্রস্ত মহল এটাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে, যুগ যুগ ধরে সুপরিচিত বিশ্বনন্দিত ঈর্ষণীয় উক্ত নামগুলো নিয়ে খেলা করছে। টিভিতে এ্যাড আকারে প্রচার করছে। অথচ সমাজে প্রচলিত অসংখ্য বিদ'আতী নাম নিয়ে ঐ মহলের ততটা মাথা ব্যাথ্যা নেই।

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন বিদ'আতী ও ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। বর্তমানে সেই পথভ্রষ্ট দলের সংখ্যা হাযার হাযার গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম চারটি দল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। (ক) খারেজী। তারা হবে জাহান্নামের কুকুর *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৩)*। (খ) মুরজিয়া (গ) ক্বাদারিয়া। এই দুইটি দল কাওছারের পানি পান করতে পারবে না এবং জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না *(তাবারাণী আওসাত্ব হা/৪২০৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৪৮)*। (ঘ) শী'আ *(বুখারী হা/৩১০৪; ছহীহাহ হা/২৪৯৪)*। এই

দলগুলো মুসলিমদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন। উক্ত বাতিল ফের্কাগুলোর শাখ-প্রশাখা হিসাবে রাফেযী, জাবরিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা ইত্যাদি ফের্কাও বহুল পরিচিত। হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী নামে প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবও চালু আছে। শুধু হানাফী মাযহাবই অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়েছে। শরী'আত, তরীক্বত, হাক্বীক্বত, মা'রেফত নামে ছূফী দর্শনের জন্ম হয়েছে। নখশাবন্দিয়া, ক্বাদারিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া তরীক্বার নামে ভাগাভাগি হয়েছে। দেওবন্দী, ব্রেলভী নামে বৃহৎ দুইটি ফের্কার সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পীর-ফকীরও হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করছে। যদিও তাদের পরস্পরের সাথে যেমন মিল নেই, তেমনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নীতির সাথেও তাদের কোন সম্পর্কে নেই। অতএব মুসলিম নামধারী দল হলেই যে সেখানে ভর্তি হতে হবে তা নয়। এজন্য ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬হিঃ) বলেন, 'ইসলামী দলসমূহের মধ্যে অনেক ফের্কারই ইসলামের নামে নামকরণ করা হয়েছে। মূলতঃ সেগুলো ইসলামী দল নয়। যেমন চরমপন্থী খারেজী জোট'। অন্যত্র তিনি অনেকগুলো বাতিল ফের্কার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'ঐ দলগুলো সবই ইসলাম বহির্ভূত। আমরা তাদের প্রতারণা হতে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ ভিক্ষা করছি' *(কিতাবুল ফাছল ১/৩৭১-৭২)*। আব্দুল করীম শহরাস্তানী (৪৭৯-৫৪৮হিঃ) বলেন, 'শী'আদের দাবীর পক্ষে কুরআনে যেমন দলীল নেই, তেমনি মুসলিমদের মাঝেও নেই। কারণ তারা মুসলিম নয়'। তিনি রাফেযীদের সম্পর্কেও একই মন্তব্য করেন *(আল-মিলাল ২/৭৮ পৃঃ)*।

পূর্বের মত এখনো অসংখ্য দল গজিয়ে উঠছে। আধুনিক ব্যাখ্যার নামে নতুন নতুন উদ্ভট তথ্য দিয়ে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তবে বিশ্লেষণের বিষয় হল, হাযারো ভ্রান্ত ফের্কা ও আক্বীদা সৃষ্টি হলেও আল্লাহ্‌র গযবে তা ধ্বংস হয়েছে, মুখ থুবড়ে পড়েছে, অসংখ্য মাযহাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু 'সালাফী' বা 'আহলুল হাদীছ' আক্বীদা ও পথকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন। অতএব ভ্রান্ত দর্শন যতই সৃষ্টি হোক তার ধ্বংস অনিবার্য। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো সালাফীদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আক্বীদা ও আমল এবং ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা ও বুঝকে তারা পরওয়া করেনি। তারা ইসলামকে টুকরো টুকরো করেছে *(নিসা ১১৫; আন'আম ১৫৯)*। এরাই ক্বিয়ামতের মাঠে কাওছারের পানি

থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রতি অভিশাপ করবেন এবং বিতাড়িত করবেন *(বুখারী হা/৬৫৮৩)*। সুতরাং হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া কোন রাস্তায় পা দেয়া যাবে না। কারণ এগুলো সব জাহান্নামের রাস্তা। ইসলামে 'ছিরামে মুস্তাক্বীম' ছাড়া নতুন কোন রাস্তা সৃষ্টি করার সুযোগ নেই। আমাদেরকে ইসলামের নামে সৃষ্ট যাবতীয় দল-উপদল প্রত্যাখ্যান করতে হবে। প্রতি ছালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে সেই সরল পথের জন্য আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করতে হবে। প্রকৃতার্থে যারা সালাফী, আহলেহাদীছ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদায় বিশ্বাসী, তাদের সাথে অবস্থান করতে হবে। 'উলুল আমর' হিসাবে শরী'আত অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আলেমের দলীল ভিত্তিক নির্দেশনায় পথ চলতে হবে *(নিসা ৫৯; নাহল ৪৩-৪৪)*, যার নির্দেশনা ছাহাবীদের সাথে মিল থাকবে। আগাছার মত যত্রতত্র জন্ম নেয়া স্বঘোষিত গণবিচ্ছিন্ন মুর্খ আমীর বা নেতাকে পাত্তা দেয়া যাবে না। অতএব আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত সরল সোজা জান্নাতী পথে চলতে হবে এবং হক্বপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। কারণ হক্বপন্থীদের সাথে থাকাকে শরী'আত অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে *(তওবা ১১৯; বুখারী হা/৭০৮৪; আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭)*।

নির্ভেজাল তাওহীদের অপ্রতিরোধ্য আপোসহীন কাফেলা হিসাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে অটল থেকে সোনালী যুগের আদর্শ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব মানবতাকে সেই প্লাটফরমের দিকে আহ্বান করছে। তাই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা বিরোধী আধুনিক কোন ভুঁইফোড় চরমপন্থী বা নরমপন্থী মতবাদকে তারা বরদাশ্ত করে না। সেটা কথিত ইসলামের নামে হোক বা নব্য জাহেলিয়াতের নামে হোক। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে শিকড়হীন উদ্ভট ফের্কাগুলো এই দ্বীনী সংগঠনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে যুগে যুগে। অনেক মিডিয়া না জেনেই মিথ্যাচার করছে। অনেক সময় প্রশাসনের লোকেরা ঐ মিথ্যাচারে প্ররোচিত হয়ে বিভিন্ন কাজে বাধা সৃষ্টি করছে এবং কর্মীদের হয়রানি করছে। আমরা বিশ্বাস করি- সত্য চিরদিন বিজিত আর মিথ্যা চিরদিন পরাজিত। নমরূদ, ফেরাঊন, আবু জাহাল চির লাঞ্ছিত, ইবরাহীম, মূসা, মুহাম্মাদ (ছাঃ) চির সম্মানিত। অতএব বাতিল ফের্কা নিপাত যাক, চির সত্য প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহ আমাদেরকে 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীমে' পরিচালিত করুন- আমীন!!

(খ) হক্ব সংগঠন : ছিরাতে মুস্তাক্বীম ও নির্ভেজাল তাওহীদী দাওয়াতের অতন্দ্রপ্রহরী

'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই প্রত্যেক ছালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সারা জীবন আল্লাহ্র কাছে এ জন্য প্রার্থনা করতে হয়। ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা এ জন্যই ফরয। ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সন্ধান পেয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ ঐ ব্যক্তি এক সময় গন্তব্যে পৌঁছাবেই। আস্তে হোক বা ধীরে হোক, একাকী হোক বা কারো সহযোগিতায় হোক- যদি মাঝপথে দিক বিভ্রান্ত না হয় এবং ছিটকে না পড়ে। আর এই পথিক যেন কোন সময় পথ না হারায় সে জন্য হক্ব সংগঠন অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে উক্ত সংগঠনকে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে। আর তা হল রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জামা'আত *(তিরমিযী হা/২৬৪১)*।

অনুরূপভাবে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতটা কী, একজন দাঈ কোন্ দাওয়াত মানুষের সামনে পেশ করবেন, জনসাধারণ কোন্ দাওয়াত গ্রহণ করবে এবং কাদের সাথে অবস্থান করবে তার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল হক্ব সংগঠন। কারণ অগণিত নোংরা মতবাদ, অসংখ্য ভ্রান্ত পথ, শত শত বাতিল ফের্কা, হাযার হাযার জাহান্নামী আলেম এবং লক্ষ লক্ষ মিথ্যা ও ভুয়া আমল সমাজে প্রচলিত আছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের খপ্পরে কেউ পড়ে গেলে তার আর বাঁচার পথ নেই। তারা তাকে জাহান্নামে ফেলে দিবে *(বুখারী হা/৭০৮৪; আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আত হল রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হল গযব' *(আহমাদ হা/১৮৪৭২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৬৭, সনদ হাসান)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে। আর শয়তান তার সাথে থাকে, যে জামা'আত হতে বিচ্ছিন্ন থাকে' *(তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩, **সনদ ছহীহ**)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'তিনজন লোকের **জন্যও কোন নির্জন** ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয়, যতক্ষণ না তাদের **মধ্যে একজনকে আমীর** নিযুক্ত করা হয়' *(আবুদাঊদ হা/২৬০৮, সনদ হাসান)*। **ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল**

(ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে সম্মান কর। কারণ তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ। অতঃপর তাদের পরবর্তীদেরকে, অতঃপর তাদের পরবর্তীদেরকে সম্মান কর। এরপর মিথ্যার আবির্ভাব ঘটবে। এমনকি কোন ব্যক্তি (স্বেচ্ছায়) কসম করবে, অথচ তার নিকট কসম চাওয়া হবে না। সে সাক্ষ্য দিবে, অথচ সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। সাবধান! যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যভাগে থাকার আশা পোষণ করে, সে যেন জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব করে নেয়। কেননা শয়তান ঐ ব্যক্তির সাথে থাকে, যে জামা'আত হতে পৃথক থাকে *(নাসাঈ হা/৩৮০৯)*। অন্য হাদীছে এসেছে যে, ফেৎনার যুগে যাবতীয় ভ্রান্ত দল পরিত্যাগ করে হক্ব জামা'আতকে আঁকড়ে ধরতে হবে *(বুখারী হা/৩৬০৬)*। এ ধরনের নির্দেশনা কুরআন-হাদীছে আরো অনেক রয়েছে।

উক্ত দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির শিরোধার্য কর্তব্য হল, ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা ছাহাবায়ে কেরামের রাস্তা খুঁজে বের করা এবং হক্ব জামা'আত নির্ধারণ করা। সেই সাথে অন্যান্য ভ্রান্ত ফের্কা ও বিদ'আতী দলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা। কারণ আল্লাহ বলেন, 'যে সকল ব্যক্তি তাদের দ্বীনকে টুকরা টুকরা করেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, হে রাসূল! তাদের কার্যপলাপের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই' *(আন'আম ১৫৯)*। এক্ষণে প্রশ্ন হল, উক্ত জামা'আত কি সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া শর্ত? প্রশ্নই আসে না। কারণ ইসলাম কখনোই কোন অবস্থাতেই সংখ্যার দাম দেয়নি। বরং হক্বকে প্রাধান্য দিয়েছে *(মুসলিম হা/৩৮৯)*। তাই ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জামা'আতের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয় জামা'আত তাকেই বলে, যার সাথে হক্বের মিল রয়েছে, যদিও তার সদস্য তুমি একজন হও' *(তারীখে ইবনে আসাকির ১৩/২২৩; সনদ ছহীহ)*। এক্ষণে দেখার বিষয়, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করার প্রতি কেন এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে? বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে কেন বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে? এই অনুভূতিটুকু কি আমাদের মধ্যে আছে? এর মৌলিক কারণ হল, হক্ব জামা'আতের উপর আল্লাহ্র রহমত থাকে। ফলে ছিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া এর নেতৃত্ব দেন আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত উলুল আমর বা শরী'আত অভিজ্ঞ দূরদর্শী যোগ্য ব্যক্তি, যিনি সালফে ছালেহীনের মূলনীতির আলোকে উপযুক্ত সময়ে কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেশ করতে পারেন। এ জন্যই আল্লাহ এবং রাসূল

(ছাঃ)-এর আনুগত্যের সাথে উলুল আমরের আনুগত্যকেও শর্তযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের উলুল আমরের। যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয়, তবে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ পরিসমাপ্তি' *(নিসা ৫৯)*।

প্রশ্ন হল, উক্ত 'উলুল আমর' কে? তিনি কি ব্যঙের ছাতার মত যত্রতত্র গজিয়ে উঠেন? প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায় নাযিল হন? সকলেই কি উক্ত গুণে ভূষিত হতে পারেন? তিনি কি জনবিচ্ছিন্ন তথাকথিক পাতি নেতা? তিনি কি আনুগত্যশূন্য স্বঘোষিত মূর্খ আমীর? তিনি কি পেটপূজারী বিদ'আতী আলেম? যে খানকা-মাযারে বসে কোটি কোটি মানুষকে মুশরিক বানাচ্ছে সেই ভণ্ড পীর কি উলুল আমর? তিনি কি ইবলীস শয়তানের স্পেশাল এজেন্ট ত্বাগূতের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রীয় নেতা? কখনোই না। প্রশ্নই আসে না। এ সমস্ত স্বেচ্ছাচারী, অহংকারী, অজ্ঞ, প্রতারক, ধান্দাবাজ, দালাল, পথভ্রষ্ট ব্যক্তি কখনো উলুল আমর হতে পারে না। নেতৃত্বপূজারী ঐ নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নিজেরা দাবী করতে পারে, কিন্তু তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত নয়। কুরআনে অবশ্যই তাদের কথা বলা হয়নি। মূলতঃ তিনি হলেন আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত খলীফা। খলীফার অনুপস্থিতিতে তিনি হবেন প্রত্যেক যুগের নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন শরী'আত অভিজ্ঞ তাক্বওয়াশীল ও দূরদর্শী নেতা বা আমীর, মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ, যাকে আল্লাহ দ্বীনের অফুরন্ত জ্ঞান দান করেন *(বাক্বারাহ ২৬৯; বুখারী হা/৭১)*। আর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত উলুল আমর দ্বারা পরিচালিত জামা'আত কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। দুনিয়া থেকেও তারা নিশ্চিহ্ন হবে না; বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম হা/৫০৫৯)*। এই জামা'আতের নেতৃত্বের পরিবর্তন হবে কিন্তু নীতির পরিবর্তন হবে না। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হামদ।

জামা'আত থেকে পৃথক থাকলে পথভ্রষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। কারণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য সকল মানুষের পক্ষে বুঝা এবং সেখান থেকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত বের করা সম্ভব নয়। এই বিশেষ জ্ঞান যে আল্লাহ সকলকে দেন না, তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত। আর এই সূত্রের অনুসরণ না করে নিজের মত করে কুরআন-হাদীছ বুঝতে

গিয়ে অসংখ্য মানুষ সালফে ছালেহীন তথা ছাহাবায়ে কেরামের পথ থেকে ছিটকে পড়ছে। ইসলামের নামে ভ্রান্ত থিওরি আমদানী করছে; নতুন নতুন রাস্তা ও ফের্কার জন্ম দিচ্ছে; উদ্ভট ফৎওয়া দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তাই হক্ব সংগঠনের সাথে জড়িত থাকলে এই আশংকা থাকবে না। যেমন আল্লাহ্র নির্দেশ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক *(তওবা ১১৯)*।

অনুরূপ ঐক্যবদ্ধভাবেই একজন নেতার অধীনে নির্ভেজাল তাওহীদের কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাও আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, 'বলুন! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*। উক্ত আয়াতে একাকী ডাকার কথা বলা হয়নি; বরং একজন নেতার অধীনে কর্মীদেরকে দলীলসহ দাওয়াত দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান জানাবে, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ১১০)*। উক্ত নির্দেশগুলোর কারণেই রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতী কাফেলা প্রেরণ করেছেন বিভিন্ন ব্যক্তির নেতৃত্বে *(বুখারী হা/৭৩৭২)*।

দুঃখজনক হল, একশ্রেণীর ব্যক্তি নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় চরম নাখোশ। বরং বিরোধিতা করাই তাদের দাওয়াতের মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সঊদী, কুয়েত ইত্যাদি দেশের দোহাই দিয়ে অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। যদিও তাদের দাওয়াতী কার্যক্রমের পরিধি একেবারেই সীমিত। কিন্তু দাওয়াতী কার্যক্রম যে হেকমতপূর্ণ এবং তার ধরণ যে পরিবর্তনশীল তা তারা মানতে রাযী নন। অথচ নবী-রাসূলদের যুগেও দাওয়াতী কার্যক্রমের ধরণ পরিবর্তনশীল ছিল। মূসা (আঃ)-এর যুগে ছিল যাদুর প্রভাব। লাঠির মাধ্যমে আল্লাহ তা খর্ব করেছেন। ঈসা (আঃ)-এর যুগে ছিল ঝাড়ফুঁকের প্রভাব। তাঁকে মু'জিযা দ্বারা তা দমন করেছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়ে ছিল সাহিত্যের প্রভাব। তাই

পবিত্র কুরআনের মত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য দ্বারা তাদের অহংকার ভেঙ্গে দিয়েছেন। সুতরাং যে দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত সে দেশের সাথে বাংলাদেশের অবস্থা তুলনীয় নয়। দাওয়াতী মূলনীতি এক ও অভিন্ন হবে কিন্তু কৌশল ভিন্ন হতেই হবে।

অন্যদিকে হক্বপন্থী সংগঠনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এবং নির্ভেজাল তাওহীদের একনিষ্ঠ দাঈ হওয়ার পরও অনেকের মাঝে একটু শূন্যতা অনুভব করা যায়। তা হল- দ্বিধাভক্ত উম্মত কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে? ওলামায়ে কেরাম কিভাবে এক প্লাটফরমে সমবেত হবে? অবস্থা যদি এমন হয় তবে কিভাবে সর্বত্র ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটবে? এরূপ হতাশা আছে অনেকের মাঝে। অথচ উক্ত ভাবনাটাই ভুল। কারণ দাঈর কাজ শুধু শরী'আতের বাস্তব অবস্থাটা মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং এ জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো। সফলতা দানের মালিক আল্লাহ। দাঈর দায়িত্ব হেদায়াতের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। হেদায়াত করার মালিক আল্লাহ *(ক্বাছাছ ৫৬)*। দাঈ তার প্রতিদান পুরোপুরি পেয়ে যাবেন। আর ওলামায়ে কেরামের বিভক্তি, দ্বীনের ইখতেলাফ, উম্মতের দলাদলি প্রকৃত দাঈর কাছে কোন চিন্তার বিষয় নয়। কারণ এগুলো বন্ধ করা যাবে না। কারণ বিভক্তির পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাই ঘৃণা করতে হবে। দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলাফল আল্লাহ যখন দুনিয়াতে দেখাতে চাইবেন, তখন এগুলোর কোন অস্তিত্ব থাকবে না ইনশাআল্লাহ। যেমন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর যুগ। এত বিভক্তি, মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গার মাঝে তিনি কিভাবে দ্বিতীয় ওমর ও পঞ্চম খলীফার মর্যাদায় ভূষিত হলেন? উপমহাদেশে শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর যুগ। অসংখ্য আলেমের বিরোধিতা ও হাযার হাযার ফের্কার ভেদাভেদ সত্ত্বেও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন কিভাবে সফল হয়েছিল? ঐ বিভক্ত ফের্কাগুলো কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল? এগুলো সব আল্লাহ্‌র খাছ মদদে হয়েছিল। যেমন একটি বাঁশ গাছ কোথাও ঝাড় নিয়ে গজিয়ে উঠলে তার তলায় কোন আগাছার অস্তিত্ব থাকে না বা মাথা চাড়া দিতে পারে না। এ ধরনের প্রমাণ সমাজে ভুরি ভুরি রয়েছে।

অতএব আসুন! আমরা নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য হক্ব সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হই এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ আমাদেরকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর অটল থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

সমাপ্ত

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ